মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২২তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৮

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। যে তোমার সাথে অসদাচরণ করে, তার সাথে সদাচরণ কর। নিজের বিরুদ্ধে হ’লেও হক কথা বল’ *(ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭৬৯)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ	৩য় সংখ্যা
রবীঃ আউঃ-রবী আখের	১৪৪০ হিঃ
অগ্রহায়ণ-পৌষ	১৪২৫ বাং
ডিসেম্বর	২০১৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

- ◈ **সম্পাদকীয়** ০২
- ◈ **প্রবন্ধ :**
  - ♦ অছিয়ত নামা ০৩
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - ♦ শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা ০৮
    -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ♦ আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা *(শেষ কিস্তি)* ১৪
    -অনুবাদ : মীযানুর রহমান
  - ♦ ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ *(৩য় কিস্তি)* ১৬
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
  - ♦ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত ২৩
    -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
- ◈ **নবীনদের পাতা :** ২৮
  - ♦ আকাশের দরজাগুলো কখন ও কেন খোলা হয়?
    (জুন'১৮ সংখ্যার পর) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
- ◈ **স্মৃতিচারণ :** ৩২
  - ♦ খতীবে আযম : টুকরো স্মৃতি
- ◈ **হাদীছের গল্প :** ৩৩
  - ♦ কবরে মানুষের পরীক্ষা
- ◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩৪
  - ♦ আমি কখনো দরিদ্র হব না
- ◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৬
  - ♦ ডাবের পানির সাথে মধু মিশিয়ে পান করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে
  - ♦ প্রতিদিন ১টি এলাচ দূর করতে পারে ৮টি স্বাস্থ্য সমস্যা
- ◈ **ক্ষেত-খামার :** ৩৭
  - ♦ নারিকেল গাছের পরিচর্যা
- ◈ **কবিতা :** ৩৮
  - ♦ পাঁচটি বিষয় মানতে হবে ♦ দেখবে না কেউ
  - ♦ ওরা বাঙালীর রক্ত চুষে খায়
- ◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৯
- ◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০
- ◈ **মুসলিম জাহান** ৪২
- ◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- ◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
- ◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

নিঃশ্বাসের কৈফিয়ত

হে মানুষ! তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের মালিক কে? তুমি কি জান কিভাবে তোমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আগমন-নির্গমন হয়? কে সেটি নিয়ন্ত্রণ করেন? তুমি কি জানো তোমার নিঃশ্বাসটুকুর মূল্য কত? ওটা বন্ধ হয়ে গেলেই তুমি মৃত লাশে পরিণত হবে। তুমি সবই জানো। আবার কিছুই জানো না। পাগলের মত দৌড়াচ্ছ দুনিয়া লাভের আশায়। অথচ সেটি মরীচিকা মাত্র। যা তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত আছে, তা তোমার জন্য আসবেই। তুমি কেবল দেখবে, যার জন্য দৌড়াচ্ছ, সেটি আল্লাহ্র বিধানে বৈধ, না অবৈধ। যদি বৈধ হয়, তাহ'লে বৈধভাবে চেষ্টা কর। মধ্যমপন্থায় কর, চরমপন্থায় নয়। পেলে আল্লাহ্র প্রশংসা কর এবং তাঁর ও তাঁর পথে সাহায্যকারী বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। আর না পেলে দিশেহারা হয়ো না। ধৈর্য ধারণ কর ও এটাকেই আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারণ বা ভাগ্য বলে ধরে নাও। আল্লাহ্র অননুমোদিত পথে চেষ্টাকারীদের মন্দফল সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেন শুনে রাখ। আল্লাহ বলেন, 'যারা অবিশ্বাসী, তাদের কর্মসমূহ মরুভূমির বুকে মরীচিকা সদৃশ। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার নিকটে আসে, তখন সেখানে কিছুই পায় না। কেবল আল্লাহকে পায়। অতঃপর আল্লাহ তার পূর্ণ কর্মফল দিয়ে দেন (অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন)। বস্তুতঃ আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' *(নূর ২৪/৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন' *(বুখারী হা/৭১)*। অতএব দ্বীন বিরোধী কোন জ্ঞানে ও কর্মে মানবতার কোন কল্যাণ নেই।

শয়তানের কুহকে পড়ে মানুষ ছুটছে তার পিছনে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে। অথচ আল্লাহ মূলতঃ মানুষের জ্ঞানেরই পরীক্ষা নিবেন ক্বিয়ামতের দিন। সেদিন শিশু বা পাগলের কোন পরীক্ষা হবে না। অতএব হে জ্ঞানীগণ! আপনাকে যিনি জ্ঞান সম্পদ দান করেছেন, তার কাছে এই সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে জওয়াবদিহি করার জন্য প্রস্তুত হৌন! চোখে ছানি পড়লে যেমন মানুষ চোখ থাকতেও অন্ধ হয়, নিজের মধ্যে জ্ঞান সম্পদ থাকলেও মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থে অন্ধ হয়ে যায়। অতএব জ্ঞানের চক্ষু পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আপনাকে জ্ঞানদাতা আল্লাহ্র বিধান সমূহ জানতে হবে। তাঁর প্রেরিত নিষ্পাপ রাসূলের জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। দেখবেন জ্ঞান চক্ষুর ছানি পরিষ্কার হয়ে যাবে। নইলে এক অন্ধ আরেক অন্ধের কাছে চোখের চিকিৎসা নিতে পারেন না। মনে রাখবেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান কখনো বিশুদ্ধ হাদীছের প্রতিকূলে নয়। তাই আপনার জ্ঞান যদি অহি-র জ্ঞানের বিপরীত হয়, তাহ'লে নিজের জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের কাছে সারেণ্ডার করে দিন ও সেটাকে সাদরে বরণ করুন। এতেই আপনার জন্য মঙ্গল রয়েছে ইহজীবনে ও পরজীবনে।

আপনি কি জানেন কতদিনের আয়ুষ্কাল নিয়ে আপনি পৃথিবীতে এসেছেন? আপনি কি জানেন, আলোর গতির হিসাবে প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে আপনি আপনার চূড়ান্ত মেয়াদের দিকে এগিয়ে চলেছেন? অধিক পাওয়ার লোভে বুঁদ হয়ে আপনি ছুটে চলেছেন কবরস্থানের দিকে। কিন্তু সেখানে কি নিয়ে যাচ্ছেন? তার জন্য কি কি পাথেয় সঞ্চয় করেছেন? আপনি নিজেকে 'মুসলিম' বা আত্মসমর্পণকারী বলে দাবী করেন। অথচ আপনার ধর্মীয় জীবন ও বৈষয়িক জীবন চলছে পৃথক পৃথক রব-এর অধীনে। আপনি কবরস্থ ব্যক্তির নিকট যাচ্ছেন মাইয়েতের অসীলা ধরার জন্য তার করুণার ভিখারী হয়ে। আপনি মসজিদে যাচ্ছেন ও কা'বাগৃহ যেয়ারতে যাচ্ছেন আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভের আশায়। আবার নিজেদের মনগড়া বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করছেন উন্মাদের মত। তাহ'লে আপনার জীবনের লক্ষ্যপথ কোনটি? নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করুন। বহুমুখী পথের দিশাহীন গাড়ী অবশ্যই খাদে পড়বে। অতএব জীবনকে স্রেফ আল্লাহমুখী করুন। তিনিই আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। কেননা তাঁর উপরে নির্ভরশীল ব্যক্তি কখনোই বঞ্চিত হয় না। কখনোই নৈরাশ্যের আঁধারে হাবুডুবু খায় না। নিজের জ্ঞানকে যিনি চূড়ান্ত ভাবেন, তিনি যেকোন সময় পদস্খলিত হবেন। যদি না তার সামনে অসীম জ্ঞানের হেদায়াত মওজূদ থাকে। ঠিক যেমন অথৈ সাগরে জাহাযের নাবিক ও নিঃসীম নীলিমায় তীব্র বেগে ধাবমান রকেট-উড়োজাহাযের ক্যাপ্টেন আল্লাহ সৃষ্ট ধ্রুবতারাকে উত্তরে রেখে স্ব স্ব গন্তব্যে ছুটে চলে। জ্ঞানী মানুষ তেমনি জীবনের বাঁকে বাঁকে আল্লাহ প্রেরিত অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী পথ চলবে। নইলে সে পথভ্রষ্ট হবেই। যেমনটি হয়েছেন বর্তমানে তাবৎ বিশ্বনেতারা। যাদের কাছ থেকে মানুষ পেয়েছে কেবলি হতাশা ও নৈরাশ্য।

কারু আয়ু বৃদ্ধি তার জন্য পরীক্ষা মাত্র। এক সময় হঠাৎ তাকে বিদায় নিতে হবে ইহজগত থেকে। তার আত্মার সঙ্গে চলে যাবে তার সারা জীবনের কর্ম সমূহের রেকর্ড। যার ফলাফল তাকে পেতেই হবে পরকালে। ঠিক যেভাবে দুনিয়াতে ভেজাল খাদ্য-পানীয় ও দূষিত বায়ু সেবনের ফলাফল সে সঙ্গে সঙ্গে পায় বদ হযম ও নানা রোগ-ব্যাধির মাধ্যমে। দুনিয়াতে রোগ সারলে সুস্থ হওয়া যায়। কিন্তু নিঃশ্বাস চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না। নিজেকে সংশোধনের সুযোগ আর থাকে না। তখন হাযারো ফাতেহাখানী ও কুলখানীতে কোন কাজ হবে না। নিঃশ্বাসের যিনি মালিক, তার কাছে প্রতিটি নিঃশ্বাসের কৈফিয়ত দিতে হবে। সেখানে ব্যর্থ হ'লে জাহান্নামে দগ্ধীভূত হ'তে হবে। সফল হ'লে জান্নাতের সুখ-সম্ভার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

হে রঙিন আশার বংশীবাদক! মানুষের দাসত্ব বরণের জন্য বা মানুষের উপর প্রভুত্ব করার জন্য ছুটে চলো না। মনে রেখ, তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা কারু নেই আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত। অতএব মানুষের টাকা বেড়েছে কত, সেটা নয়; বরং মানুষের সুখ বেড়েছে কতটুক, সেটাই দেখ। সর্বাবস্থায় শয়তানের দাসত্ব বর্জন কর। নিজের জীবনে ও সমাজের সর্বত্র আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা কর। প্রতিটি নিঃশ্বাসকে আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে ব্যয় কর। তাহ'লে পরকালের স্থায়ী জীবনে তুমি চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বাবস্থায় তাঁর দাসত্ব করার তাওফীক দান করুন- আমীন! *(স.স.)*।

অছিয়ত নামা

*মূল (ফার্সী) : শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)**
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

[আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর উপর ডক্টরেট থিসিসের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে ৫২ দিনের স্টাডি ট্যুরের এক পর্যায়ে ২.১.১৯৮৯ ইং তারিখে লাহোরের বিখ্যাত লাইব্রেরী দারুদ দা'ওয়াতিস সালাফিইয়াহ থেকে ফার্সী ভাষায় লিখিত ১০ পৃষ্ঠার এই দুর্লভ অছিয়তনামাটি ফটোকপি করে আনি। যা ১২৭৩ হিজরীতে ভারতের উত্তর প্রদেশের কানপুরে মুদ্রিত হয়।]

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি প্রজ্ঞাসমূহ নিক্ষেপকারী ও অনুগ্রহসমূহ প্রবাহিতকারী। অতঃপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আরব ও আজমের নেতার উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর। যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার অধিকারী। অতঃপর আমি ফকীর অলিউল্লাহ (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন!) আমার সন্তানাদি ও বন্ধুদের প্রতি অছিয়ত স্বরূপ এই কথাগুলি বলছি। যার নাম আমি রেখেছি الْمَقَالَةُ الْوَضِيَّةُ فِي النَّصِيْحَةِ وَالْوَصِيَّةِ 'নছীহত ও অছিয়তের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল বক্তব্য'। আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক! তিনিই সরল পথের প্রদর্শক।

১ম অছিয়ত :

এই ফকীরের প্রথম অছিয়ত এই যে, আক্বীদা ও আমলে কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর এবং এ দু'টির গবেষণায় রত থাক। প্রতিদিন এ দু'টির কিছু অংশ পাঠ কর। যদি পড়ার ক্ষমতা না রাখ, তাহ'লে প্রত্যেকটি থেকে এক পৃষ্ঠা করে অনুবাদ শ্রবণ কর। আক্বীদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের প্রথম যুগের বিদ্বানগণের মযহাব অবলম্বন কর। সেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান থেকে দূরে থাক, যেসব বিষয়ে তাঁরা অনুসন্ধান করেননি। জ্ঞানপূজারীদের ত্রুটিপূর্ণ সন্দেহ সমূহের দিকে ভ্রুক্ষেপ করো না। শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের অনুসরণ করবে। যারা ছিলেন ফিক্বহ ও হাদীছের মধ্যে সমন্বয়কারী। ব্যবহারিক প্রশাখাগত বিষয়গুলিকে সর্বদা কিতাব ও সুন্নাতের সম্মুখে পেশ করবে। যেটি তার অনুকূলে হবে, সেটি গ্রহণ করবে। নইলে পিছনে ফেলে রাখবে। উম্মতের জন্য ইজতিহাদী বিষয় সমূহকে কিতাব ও সুন্নাতের সম্মুখে পেশ করা ব্যতীত কোন উপায় থাকতে পারে না। আর যেসব কাটমোল্লা ফক্বীহ একজন আলেমের তাক্বলীদকে দলীল বানিয়ে নিয়েছে এবং সুন্নাতের অনুসন্ধান থেকে বিরত রয়েছে, তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। ওদের থেকে দূরে থেকেই আল্লাহ্র নৈকট্য সন্ধান কর।

২য় অছিয়ত :

ন্যায় কাজে আদেশ-এর সীমারেখা সম্পর্কে এই ফকীরের অন্তরে যা নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা এই যে, ফরয সমূহ, কবীরা গোনাহ সমূহ এবং ইসলামের নিদর্শন সমূহের ব্যাপারে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ শক্তভাবে কর। যারা এসব বিষয়ে অলসতা দেখায়, তাদের সাথে উঠাবসা করো না। বরং তাদের শত্রু হয়ে যাও। পক্ষান্তরে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ করে যেখানে পূর্বেকার ও পরবর্তী বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন, সে সকল বিষয়ে আদেশ-নিষেধে এতটুকুই যথেষ্ট যে, উক্ত বিষয়ে কেবল হাদীছ পৌঁছে দিতে হবে। চাপ সৃষ্টি করা ঠিক হবে না।

৩য় অছিয়ত :

এ যুগের মাশায়েখদের যারা নানাবিধ বিদ'আতে লিপ্ত, তাদের হাতে কখনোই হাত রাখা যাবে না এবং তাদের নিকট বায়'আত করা যাবে না। সাধারণ লোকদের ভক্তির বাড়াবাড়ি ও কারামত দেখে ধোঁকা খাওয়া যাবে না। কেননা সাধারণ লোকের অতিভক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেওয়াজের কারণে হয়ে থাকে। আর সত্যের বিপরীতে রেওয়াজের কোন মূল্য নেই। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ যুগের কারামত ব্যবসায়ীরা তেলেসমাতি ও ভেল্কিবাজিকে 'কারামত' বলে মনে করে। এই সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা এই যে, অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিষয় হ'ল, মানুষের মনের কথা জানা ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়া। আর এই ইশরাফ ও কাশফ তথা মানুষের মনের কথা জানা ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়ার বহু পদ্ধতি রয়েছে। যেগুলির মধ্যে গোপন ভেদ জানা (باب ضمير) নক্ষত্র বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এটা বুঝে রেখ না যে, নক্ষত্র বিদ্যা মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঘর সমূহের সমতা (تسوية البيوت)-এর উপর নির্ভরশীল। আর জ্যোতির্বিদ্যার জন্য জন্মতারিখ ও সময় জানা আবশ্যক। কেননা আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, নক্ষত্র বিদ্যায় দক্ষ ব্যক্তি যখন জেনে নেয় যে, দিনের সময় সমূহের মধ্যে এখন সময় কোন্‌টি, তখন সেখান থেকেই তার কল্পনা রাশিচক্রের (طالع) দিকে ফিরে যায়। অতঃপর সকল ঘর ও নক্ষত্রের ঠিকানা সমূহ তার সামনে এমনভাবে ভেসে ওঠে,

---

* *শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.) দ্বাদশ শতাব্দী হিজরীতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় মুসলিম সমাজে যুগসংস্কারক হিসাবে আবির্ভূত হন। যেসময় রাজধানী দিল্লীসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা এক নাযুক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। ইসলামের কেবল নাম বাকী ছিল। কুরআনের তরজমা নিষিদ্ধ ছিল। ইল্‌মে হাদীছের চর্চা বন্ধ ছিল। দরবারী আলেমদের চালুকৃত ফৎওয়ার বিরোধিতা করা রীতিমত দুঃসাহসের ব্যাপার ছিল। খানক্বাহ ও দরগাহের বিদ'আতী পীরদের আশীর্বাদ-অভিশাপই যেন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিষীর গণনা ছাড়া রাজা-বাদশারাও বড় কোন কাজে হাত দিতেন না। তাছাউওফের নামে শতাধিক দল, দেহতত্ত্বের নামে প্রায় অর্ধশত দল এবং নবাবিষ্কৃত হাকীকত, তরীকত ও মা'রেফাতের ধূম্রজালে শরী'আতের স্বচ্ছ আলো থেকে মানুষ বঞ্চিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্য প্রায় মুছে গিয়েছিল। সংস্কারের যে বীজ শায়খ আহমাদ সারহিন্দী (৯৭১-১০৩৪/১৫৬৪-১৬২৪ খৃ.) বপন করেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে তা স্তিমিত হয়ে এসেছিল; সেসময় আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে খ্যাতনামা আলেম মাওলানা আব্দুর রহীম ফারূকীর ঔরসে তিনি দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর স্বনামধন্য পৌত্র শাহ ইসমাঈল বিন শাহ আব্দুল গণী বিন শাহ অলিউল্লাহ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১ খৃ.) পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের মাধ্যমে যা একটি বাস্তব সামাজিক বিপ্লবের রূপ নেয় এবং উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে জোয়ার সৃষ্টি করে (দ্রঃ থিসিস ২৪৫ পৃ.)।*

www.at-tahreek.com

যেন ঘরগুলির পৃষ্ঠা তার সামনে রাখা হয়েছে। একইভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তি যখন অন্তরে নির্দিষ্ট করে নেয় যে, আমার অমুক আঙ্গুলকে অমুক ঘুঁটি (شكل) এবং অমুক আঙ্গুলকে অমুক ঘুঁটি ধরে নেব, তখন জ্যোতিষীর কল্পনায় এসে যায়, এইসব ঘুঁটি থেকে কি সৃষ্টি হয়। এমনকি তার সামনে পুরা জন্মপঞ্জী এসে যায়। এর মধ্যে ভাগ্য গণনা বিদ্যা অন্যতম। যা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং এ শাস্ত্রটি খুবই বিস্তৃত। এটি কখনো জিনের উপস্থিতিতে ও কখনো অনুপস্থিতিতে হয়। এর মধ্যে জাদু বিদ্যা অন্যতম। যা নক্ষত্রের শক্তিকে একভাবে বন্দী করে এবং সে এর মাধ্যমে 'ইশরাফ' তথা অন্যের মনের কথা জেনে নেয়। জাদু বিদ্যার মধ্যে যোগ সাধনাও অন্যতম। কোন কোন যোগ সাধকের মধ্যে ইশরাফ ও কাশফ তথা অন্যের মনের কথা জানার ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী প্রকাশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে ভালভাবে জানতে চায়, সে যেন এসব বিষয়ের বই সমূহ অধ্যয়ন করে।

অন্যের কাজের উপর চাপ সৃষ্টি করা, ভয়াবহ আকৃতিতে নিজেকে প্রকাশ করা, অন্যের হৃদয়ে নিজের হৃদয়ের চাপ প্রয়োগ করা, টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে অনুগত বানানো, এসবই প্রতারণামূলক (نيرنج) বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে, যা মানুষকে উক্ত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কিন্তু এতে কল্যাণ-অকল্যাণ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, কবুল হওয়া বা প্রত্যাখ্যাতর মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। একইভাবে উপস্থিতগণের মধ্যে বেহুঁশী ('হাল') ও আকর্ষণ, অস্থিরতা ও আনন্দ সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয়। এসব অবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল পশু প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করা। সেকারণ যার পশু প্রবৃত্তি যত বেশী শক্তিশালী, তার 'হাল'ও তেমনি জোশের হয়ে থাকে। অবশ্য এরূপ কাজ কখনো কোন সৎ লোক সৎ নিয়তে করে থাকে। যা এই কাজগুলিকে 'কারামত' বানিয়ে দেয় না। আর এটি গোপন নয়। আমরা বহু সরল প্রাণ লোককে দেখেছি যে, তারা যখন এইসব কাজ কোন শায়খের মধ্যে দেখে, তখন তারা সেটিকে 'কারামত' বলে নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করে নেয়।

এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল এই যে, হাদীছের কিতাব সমূহ যেমন ছহীহ বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবুদাঊদ, তিরমিযী এবং হানাফী ও শাফেঈ ফিক্বহের কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করা। আর প্রকাশ্য সুন্নাত (ظاہر سنہ)-এর উপর আমল করা। অতঃপর যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হৃদয়ে সত্যিকারের আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন এবং তার রাস্তা অনুসন্ধানের আকাঙ্খা বিজয়ী হয়, তাহ'লে ইহসানের কিতাব (کتاب عوارف) থেকে ছালাত-ছিয়াম ও যিকর-আযকার দিয়ে নিজের সময়গুলিকে আলোকিত করবে।[১] নকশবন্দী তরীকার পুস্তিকাসমূহ পথনির্দেশ নেওয়ার ব্যাপারে উপকারী।[২] এইসব বুযর্গগণ ইবাদত ও আযকার উভয় বিষয়ে এমন পথনির্দেশ দান করেছেন যে, কোন পীর-মুর্শিদের তালক্বীনের প্রয়োজন বাকী থাকে না। যখন ইবাদতের জ্যোতি ও স্মরণ রাখার বিষয়টি হাছিল হয়ে যায়, তখন তার উপর নিয়মিত আমল করা উচিত। আর যদি এরি মধ্যে কোন বন্ধু মিলে যায়, যার সাহচর্য আকর্ষণের চাবি স্বরূপ হয় এবং তার সাহচর্যের প্রভাব লোকদের উপর পড়ে, তাহ'লে তার সাহচর্য গ্রহণ করবে। যতক্ষণ না উক্ত অবস্থা, স্বভাবে পরিণত হয়ে নিজের মধ্যে দৃঢ়তা লাভ করে। এরপর গৃহকোণে বসে যাবে এবং উক্ত স্বভাবগত ক্ষমতা রক্ষায় লিপ্ত হবে। এ যুগে এমন কেউ নেই যে সকল দিক দিয়ে পূর্ণতা রাখে, কেবল আল্লাহ যাকে চান তিনি ব্যতীত। যদি কেউ এক দিকে পূর্ণ হয়, তো অন্য দিকে সে শূন্য। অতএব যতটুকু পূর্ণতা মওজুদ আছে, সেটুকুই অর্জন করে নেওয়া উচিৎ। এবং অন্য বিষয়গুলি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া আবশ্যক। خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا كَدُرَ 'তুমি স্বচ্ছটুকু গ্রহণ কর এবং ময়লাটুকু ছেড়ে দাও'।

ছূফীদের প্রতি সম্বন্ধ বড়ই গণীমতের। কিন্তু তাদের রীতিসমূহ ফালতু মাত্র। একথা অধিকাংশ লোকের মধ্যে বড়ই কষ্টদায়ক হবে। কিন্তু আমাকে একটি কাজের উপর আদেশ করা হয়েছে। আমাকে সে অনুযায়ী কথা বলতে হবে। কোন যায়েদ-ওমরের কথার উপর আবদ্ধ থাকা যাবে না।

৪র্থ অছিয়ত :

জানা উচিৎ যে, আমাদের ও এ যামানার মাশায়েখদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ছূফীমনস্ক লোকেরা বলে থাকেন যে, আসল উদ্দেশ্য হ'ল ফানা, বাক্বা, ইস্তিহলাক ও ইনসিলাখ (অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া, সেখানে স্থায়ী হওয়া, আত্মচেতনাকে ধ্বংস করা ও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া)। আর জীবিকার বিষয়গুলি দেখা ও দৈহিক ইবাদতগুলি বজায় রাখা, যেগুলির বিষয়ে শরী'আত নির্দেশ দান করেছে। এগুলি কেবল এজন্য যে, সকলে উক্ত মূল উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। অতএব مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ 'যার সম্পূর্ণটা অর্জন করা সম্ভব নয়, তার সম্পূর্ণটা বর্জন করাও উচিৎ নয়'।

কালাম শাস্ত্রবিদগণ বলেন, যেটুকু শরী'আতে এসেছে, এটুকু ব্যতীত কিছুই উদ্দেশ্য নয়। আর আমরা বলি যে, মানুষের

১. *'ইহসানের কিতাব' বলতে ইবাদতের কিতাব বুঝানো হয়েছে। যা পাঠ করলে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছানো সহজ হয়।*

২. *ছাহাবী ও তাবেঈগণের স্বর্ণযুগের পর ভ্রষ্টতার যুগে কথিত ছূফী ও পীর-আউলিয়াদের মাধ্যমে যেসব মা'রেফতী তরীকা সমাজে চালু হয়েছে, সেগুলি কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া ও মুজদ্দেদিয়া নামে প্রধান চারটি তরীকায় বিভক্ত। শেখ বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ বুখারী নকশবন্দী (৭১৮-৭৯১ হি.) মুরীদদেরকে 'আল্লাহ' শব্দের নকশা লিখে দিতেন। যাতে তারা ধ্যানের মাধ্যমে এ নামের নকশা স্বীয় ক্বলবে প্রতিফলিত করতে পারে। 'নক্বশবন্দ' শব্দের অর্থ 'চিত্রকর'। এ তরীকার ছূফীরা আল্লাহর মহিমার চিত্র হৃদয়ে ধারণ করেন। এ অর্থে তাদের বলা হয় নকশবন্দী। এইসব তরীকার বই পাঠ করা থেকে দূরে থাকতে হবে। তাতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সম্মুখে ওমর (রাঃ)-এর তওরাত পাঠ করাকে বরদাশত করেননি (আহমাদ হা/১৫১৯৫; সনদ হাসান, ইরওয়া হা/১৫৮৯; মিশকাত হা/১৭৭)। -অনুবাদক।*

বাহ্যিক আকৃতিকে সামনে রেখে শরী'আত ব্যতীত অন্য কিছুই উদ্দেশ্য নয়। শরী'আত প্রণেতা উক্ত মূল বিষয়কে (অর্থাৎ ফানা, বাক্বা ইত্যাদিকে) বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য বর্ণনা করেছেন।[৩]

এই সারকথার ব্যাখ্যা এই যে, মনুষ্য জাতিকে এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তার মধ্যে ফেরেশতা শক্তি ও পশু শক্তি একত্রিত হয়েছে। তার সৌভাগ্য নির্ভর করে ফেরেশতা শক্তি বৃদ্ধি করার মধ্যে। আর দুর্ভাগ্য নিহিত থাকে পশুশক্তি বৃদ্ধি করার মধ্যে। সে এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, তার কর্মসমূহের চিত্র ও চরিত্রের রং সমূহ সে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেয় ও তা নিজের অধিকারে রাখে। আর মৃত্যুর পর সেগুলি সে সাথে নিয়ে যায়; ঠিক সেইভাবে যেভাবে তার দেহ খাদ্যের প্রতিক্রিয়া সমূহ নিয়ে চলে এবং তার ফলে সে বদহযম, জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া তার সৃষ্টি এমনভাবে হয়েছে যে, সে জান্নাতে (حظيرة القدس) ফেরেশতাদের সাথে মিলে সেখান থেকে 'ইলহাম' এবং ইলহামের মত কিছু হাছিল করে। অতঃপর যদি ঐ ফেরেশতাদের সাথে তার কিছু সম্পর্ক তৈরী হয়, তাহ'লে ইলহাম পাওয়ার কারণে সে খুশী ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা লাভ করে। কিন্তু যদি তাদের থেকে ঘৃণার অবস্থায় থাকে, তাহ'লে সে সংকীর্ণতা ও কষ্টের মধ্যে থাকে। মোটকথা যেহেতু মানুষ ঐভাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, সেহেতু যদি তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হ'ত, তাহ'লে অধিকাংশ মানুষকে আত্মিক রোগ সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত করত। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্রেফ নিজের অনুগ্রহ ও দয়ায় তাকে পরিচ্ছন্ন করেছেন এবং তার নাজাতের জন্য একটি রাস্তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর অদৃশ্য যবানের মুখপাত্র হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-কে তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। যাতে নে'মত পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষ সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য ছিল (অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করা), সেটা পুনরায় তাদের হস্তগত হয়। অতঃপর মানুষ তার বর্তমান অবয়বে বর্তমান ভাষা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট শরী'আত প্রার্থনা করে। যেহেতু সমস্ত মানুষ একই অবয়বে সৃষ্ট, সেহেতু তার হুকুম সকল মানুষের জন্য অপরিহার্য হয় এবং সকলের মধ্যে একই হুকুম জারী হয়। এতে কারু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোন দখল নেই। ফানা, বাক্বা, ইস্তিহলাক প্রভৃতি, যা হয়ে থাকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি থেকে; তা এজন্য যে, কিছু কিছু মানুষ চূড়ান্ত উচ্চতা ও দুনিয়া ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ তাদেরকে তাদের রাস্তায় পৌঁছে দেন। এটি আল্লাহ্র অহি-র নির্দেশ নয়; বরং ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। শরী'আত প্রণেতার কালাম উক্ত অর্থ বহন করে না। না প্রকাশ্যে, না ইঙ্গিতে।

৩. *যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ (মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২)। যেটি কেবল বিশেষ মুত্তাক্বীরাই পাবেন। তবে এর দ্বারা ফানা, বাক্বা ইত্যাদি নামে পৃথক কোন ইবাদতের তরীকা বুঝানো হয়নি। -অনুবাদক।*

একটি দল উক্ত বিষয়গুলিকে শরী'আত প্রণেতার কালাম বলে বুঝে রেখেছেন। যেমন কোন ব্যক্তি লায়লী-মজনুর কাহিনী শোনে। আর তার প্রতিটি কথাকে নিজের উপর চাপিয়ে নেয়। ঐ লোকদের পরিভাষায় একে ই'তিবার (إعتبار) অর্থাৎ প্রভাব গ্রহণ বলা হয়।

মোটকথা ইনসিলাখ ও ইস্তিহলাক-এর বিষয়ে বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাওয়া এবং এতে যোগ্য-অযোগ্য যেকোন ব্যক্তির লিপ্ত হয়ে পড়া একটি দুরারোগ্য ব্যাধি (داء عُضال)।[৪] মিল্লাতে মুছত্বফাবিয়াহ্র মধ্যে যে কেউ এগুলি মিটাতে চেষ্টা করবেন, আল্লাহ তার উপর রহম করবেন। যদিও অনেকে সত্তাগতভাবেই এর ক্ষমতা রাখেন। যাই হোক এ কথাগুলি এ যমানার অনেক ছূফীর নিকট কঠিন মনে হবে। কিন্তু আমাকে একটি কাজের আদেশ করা হয়েছে, সে মোতাবেক বলছি। যায়েদ-ওমরের সাথে আমার কোন কাজ নেই।

৫ম অছিয়ত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করা উচিত। তাদের মর্যাদা বর্ণনা ব্যতীত মুখ খোলা উচিৎ নয়। এ বিষয়ে দু'টি দল ভুল করেছে। একদল ধারণা করেছেন যে, তারা পরস্পরে পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তাদের মধ্যে কোনরূপ ঝগড়াই হয়নি। এটি স্রেফ ধারণা মাত্র। কেননা এ বিষয়ে মুতাওয়াতির তথা অবিরত ধারায় বর্ণিত হাদীছসমূহ সাক্ষী রয়েছে। যেগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় দল যখন তাদের দিকে ঝগড়ার কথাগুলি সম্পর্কিত দেখেছেন, তখন তাদের বিরুদ্ধে গালি-গালাজের যবান খুলে দিয়েছেন এবং ধ্বংসের ময়দানে পৌঁছে গিয়েছেন। এই ফকীরের অন্তরে একথা নিক্ষেপ করা হয়েছে যে, যদিও ছাহাবীগণ মা'ছূম বা নিষ্পাপ ছিলেন না এবং তাদের কাজ কোন কোন সাধারণ মানুষ থেকেও সম্ভব ছিল। যদি অন্যদের থেকে একাজ সংঘটিত হ'ত, তাহ'লে তারা নিন্দা-সমালোচনার শিকার হ'তেন। কিন্তু একটি কল্যাণের স্বার্থে তাঁদের ত্রুটি সমূহ বর্ণনা থেকে বিরত থাকতে আদিষ্ট হয়েছি এবং তাঁদের নিন্দা-সমালোচনা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সেটি হ'ল এই যে, যদি তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার

৪. *এখানে কানাডার প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় 'ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি'র ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ কর্তৃক প্রকাশিত উর্দূ অনুবাদে অনুবাদকের পক্ষ থেকে যোগ করা হয়েছে, اگرچہ بعض استعدادوں کی بنسبت انکی کچھ اصل ہے تاہم عوام کیلئے ایک لاعلاج مرض ہے- 'যদিও কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এটির কিছু ভিত্তি আছে, তথাপি সাধারণ লোকদের জন্য এটি একটি দুরারোগ্য ব্যাধি'। অথচ মূল লেখক এটি বলেননি। কারণ ইসলামী শরী'আতে ইবাদতের যে বিধান রয়েছে, তা সবার ক্ষেত্রে সমান। সেগুলিতে ইনসিলাখ-ইস্তিহলাক প্রভৃতির কোন সুযোগ নেই। কেবলমাত্র ইত্তেবায়ে সুন্নাহ ও খুশূ-খুযূ ব্যতীত। একইভাবে তিনি ৭ম অছিয়তে শাদী সমূহের (شادیاں) অর্থ শাদীই লিখেছেন এবং বলেছেন, দুই শাদীর মধ্যে একটি হ'ল অলীমা ও একটি হ'ল আক্বীক্বা। অথচ এর অর্থ হবে দুই খুশীর মধ্যে। কারণ ফার্সীতে শাদী অর্থ খুশী ও আনন্দোৎসব। এই ভুলটি আরো তিনজন উর্দূ অনুবাদক করেছেন। এছাড়া অনেকে অনুবাদ ছেড়ে গেছেন। অনেকে মর্ম পরিবর্তন করেছেন। অনেকে কঠিন শব্দ বা বাক্য ঐভাবেই রেখে দিয়েছেন। যা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।-অনুবাদক।*

www.at-tahreek.com

দরজা খুলে যায়, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে (হাদীছের) সকল বর্ণনাসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। আর এই ছিন্ন হওয়ার মধ্যে উম্মতের বিপর্যয় নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে যখন সকল ছাহাবী[৫] থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ করা হবে, তখন অধিকাংশ হাদীছ (مستفيض) গ্রহণীয় হয়ে যাবে এবং উম্মতের জন্য দলীলে পরিণত হবে। তাঁদের থেকে বর্ণনা সূত্রে কোনরূপ সমালোচনা তখন দোষের হবে না।

এই ফকীর রাসূল (ছাঃ)-এর সফলকাম রূহ-এর নিকট প্রশ্ন করেছিল যে, হুযূর শী'আদের বিষয়ে কি বলেন, যারা রাসূল পরিবারের প্রতি ভালোবাসার দাবীদার এবং ছাহাবীদের গালি-গালাজ করে? তখন হুযূর (ছাঃ) রূহানী কালামের একটি ধারার মাধ্যমে আমার আত্মায় নিক্ষেপ করেন যে, 'ওদের মাযহাব বাতিল। আর তাদের মাযহাব বাতিল হওয়াটা ইমামের কথা থেকেই জানা যায়'।

অতঃপর যখন ঐ অবস্থা থেকে আমার হুঁশ ফিরে আসে, তখনই আমি ইমামের কথাগুলি চিন্তা করি এবং বুঝতে পারি যে, তাদের পরিভাষায় ইমাম হ'লেন, مَعْصُوْمٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ مَنْصُوْبٌ لِلْخَلْقِ 'নিষ্পাপ; যার আনুগত্য করা ফরয এবং যিনি সৃষ্টিকুলের জন্য নিযুক্ত'। আর তার জন্য বাতেনী অহি সিদ্ধ মনে করা হয়। অতএব বাস্তবে এরা খতমে নবুঅতকে অস্বীকারকারী। যদিও তারা মুখে রাসূল (ছাঃ)-কে শেষনবী বলে। অতএব যেভাবে ছাহাবীগণ সম্পর্কে সুধারণা রাখা উচিৎ, একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গ সম্পর্কে সুধারণা রাখা উচিৎ। আর তাদের মধ্যেকার সৎকর্মশীলদের অধিক সম্মানের দ্বারা নির্দিষ্ট হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ। আর قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا 'আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর জন্য পৃথক পৃথক মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন' *(তালাক ৬৫/৩)*।

এই ফকীর এটা বুঝতে পেরেছে যে, বারোজন ইমাম (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হউন) পরস্পরে কোন না কোন সম্বন্ধে 'কুতুব' ছিলেন। আর তাছাউওফের রেওয়াজ তাদের গত হয়ে যাওয়ার পরে হয়েছে। আক্বীদা ও শরী'আতে নবীর হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন স্থান থেকে নেওয়া যায় না। তাদের কুতুবিয়াত একটি বাতেনী বিষয়। শরী'আতের বাধ্যবাধকতার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর তাদের প্রত্যেকের হুকুম ও ইশারা পরবর্তীর উপর কুতুবিয়াত হিসাবে নির্ণীত হয়। আর ইমামতের ইঙ্গিতও তাদের বর্ণনামতে উক্ত কুতুবিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। যে ব্যাপারে তারা তাদের কিছু খালেছ বন্ধুকে জানিয়ে দিতেন। অতঃপর কিছুদিন পর একটি গ্রুপ অধিক চিন্তা-ভাবনার সাথে কাজ করে এবং তাদের কথাগুলি অন্যভাবে ঢেলে সাজায়। আল্লাহ্র নিকটেই সকল সাহায্য প্রার্থনা।

৫. হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে সকল ছাহাবী ন্যায়নিষ্ঠ (সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী)। তাঁদের থেকে যারা বর্ণনা করেন, সেইসব সনদে অনেক সময় সমালোচনা হয়। আর সেকারণেই হাদীছ ছহীহ-যঈফ হয়ে থাকে। এজন্য ছাহাবী দায়ী নন। -অনুবাদক।

৬ষ্ঠ অছিয়ত :

ইলম অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে, যা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথম ছরফ-নাহুর সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা পড়বে। ছাত্রের মেধা অনুপাতে প্রতিটি বিষয়ে তিন-তিনটি বা চার-চারটি পুস্তিকা পড়াবে। এরপর ইতিহাস অথবা নৈতিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে (حكمت عملى) কোন বই, যা আরবী ভাষায় হবে, তা পড়াবে। এরি মধ্যে অভিধান পড়বে এবং কঠিন শব্দগুলি ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা অর্জন করবে। যখন আরবী ভাষায় দখল এসে যাবে, তখন 'মুওয়াত্ত্বা' হাদীছের কিতাব পড়বে, যা ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া মাছমূদী সূত্রে বর্ণিত। আর একে কখনোই বেকার ছেড়োনা। কেননা আসল ইলম হ'ল হাদীছ শিক্ষা করা। এই ইলম শিক্ষার মধ্যে বহু কল্যাণ রয়েছে। আমাদের হাদীছ সমূহের ধারাবাহিক শ্রবণ অর্জিত হয়েছে। অতঃপর কুরআন পড়াবে এমন পদ্ধতিতে যে, তা তাফসীর ও তরজমা ছাড়াই হবে। আর যেসব কথা কঠিন মনে হবে, সেসব স্থানে ইলমে নাহু ও শানে নুযূলে মনোযোগ দিবে এবং গবেষণা করবে। পাঠদান থেকে ফারেগ হয়ে পাঠদানের কায়দায় তাফসীরে জালালায়েন পড়বে। এই পদ্ধতিতে অনেক কল্যাণ অর্জিত হবে। এরপর এক সময় ছহীহ বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতি হাদীছের কিতাব সমূহ এবং ফিক্বহ, আক্বায়েদ ও সুলূকের[৬] কিতাবসমূহ পড়বে। আর একটি সময় ইলমে মা'কূলাতের কিতাব, যেমন শরহ মোল্লা, কুৎবী প্রভৃতি কিতাব সহ যতদূর আল্লাহ চান অধ্যয়ন করবে। আর যদি সম্ভব হয় তাহ'লে একদিন মিশকাত ও পরের দিন অত পরিমাণ শরহ ত্বীবী পড়বে। এটা খুব উপকারী হবে।

৭ম অছিয়ত :

আমরা আরবী লোক। আমাদের বাপ-দাদারা মুসাফির অবস্থায় হিন্দুস্থানের মাটিতে এসেছিলেন। বংশগত ও ভাষাগত উভয় দিক দিয়ে আরবী হওয়ার গৌরব আমাদের রয়েছে। কারণ এ দু'টি সম্বন্ধ আমাদেরকে প্রথম ও শেষ যামানার শ্রেষ্ঠ মানুষ ও নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লামের নৈকট্যের সম্মান দান করে। এই মহান নে'মতের শুকরিয়া এই যে, আমরা ইসলামী মর্যাদাকে ভুলবো না। যখন জিহাদের কারণে আরবরা আজমীদের (অনারবদের) দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে এই আশংকা সৃষ্টি হয় যে, এরা আজমীদের রীতি সমূহের অনুসারী হয়ে যাবে এবং আরবদের জীবনধারা ভুলে যাবে। সেকারণ তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ফরমান লিখে পাঠান। যেমন-

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ يَقُولُ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، أَمَّا بَعْدُ : فَاتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلاَتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ وَإِيَّاكُمْ

৬. তাছাউওফের পরিভাষায় 'সুলূক' হ'ল আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের পথ'।

www.at-tahreek.com

وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وَتَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشِنُوا وَاخْلَوْلِقُوا وَاقْطَعُوا الرُّكَبَ وَانْزَوْا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا وَارْمُوا الْأَعْرَاضَ-

ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি ওছমান আন-নাহদীকে বলতে শুনেছি যে, আমরা যখন আযারবাইজানে ওতবা বিন ফারক্বাদ-এর নেতৃত্বে ছিলাম, তখন আমাদের নিকট খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর পত্র এল। যেখানে তিনি হাম্দ ও ছানার পর লিখেছেন, তোমরা লুঙ্গি ও চাদর পরো। জুতা পরো, মোযা ছাড়ো। পায়জামা ফেল। আর তোমাদের উপর তোমাদের পিতা ইসমাঈলের পোষাক আবশ্যিক করে নাও। নিজেদেরকে বিলাসিতা ও আজমীদের অনুকরণ থেকে দূরে রাখো। রৌদ্রে থাকাকে আবশ্যিক করে নাও। কেননা এটি আরবদের জন্য গোসলখানা স্বরূপ। মা'দ (বিন 'আদনান)[৭] জাতির কষ্টকর রীতি-নীতির উপর কায়েম থাকো। মোটা ও পুরানো পোষাক পরিধান করো। উটগুলিকে কব্জায় রাখো। ঘোড়াগুলির উপর জোশ দিয়ে সওয়ার হও এবং নিশানা তাক করে তীর নিক্ষেপ কর'।[৮]

হিন্দুদের মন্দ রীতি সমূহের মধ্যে একটি এই যে, যখন কোন মহিলার স্বামী মারা যায়, তাকে তারা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার অনুমতি দেয় না। এ রীতি আরবদের মধ্যে কখনো নেই। না রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্বে, না তাঁর সময়ে, না তাঁর পরে। আল্লাহ তার উপর রহম করুন, যিনি এটি মিটিয়ে দিবেন। যদি সাধারণ লোকদের থেকে এটি মিটানো সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে নিজ গোত্রের মধ্যে আরবদের এই রীতির প্রচলন অবশ্যই ঘটাবে। যদি সেটাও সম্ভব না হয়, তাহ'লে এই রীতিকে অবশ্যই মন্দ মনে করবে এবং অন্তর থেকে এর শত্রু হবে। কেননা এটি হ'ল নাহি 'আনিল মুনকার তথা অন্যায় কাজে নিষেধ করার সর্বনিম্ন স্তর।

আমাদের মন্দ রীতি সমূহের মধ্যে অন্যতম এই যে, স্ত্রীর মোহরানা খুব বেশী পরিমাণ ধার্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যার আবির্ভাবই ছিল দ্বীন ও দুনিয়ার চূড়ান্ত সম্মান, তিনি তাঁর পরিবার, যারা সব মানুষের চাইতে উত্তম মানুষ ছিলেন, তাদের মোহরানা সাড়ে ১২ উক্বিয়া নির্ধারণ করেছেন, যা ৫০০ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) হয়ে থাকে।

আমাদের মন্দ রীতি সমূহের মধ্যে আরেকটি হ'ল বিবাহে অতিরিক্ত খরচ করা এবং তাতে অনেক বাহুল্য রীতি পালন করা। খুশীর ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) দু'টি খুশী নির্ধারণ করেছেন। একটি অলীমার খুশী, অন্যটি আক্বীক্বার খুশী। কেবল এ দু'টিই গ্রহণ করা উচিত। এ ব্যতীত সবকিছু ত্যাগ করা উচিত। অথবা সেগুলির ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব না দেওয়া উচিত।

আমাদের বদভ্যাস ও কুসংস্কার সমূহের মধ্যে রয়েছে শোক প্রকাশে সীমালংঘন করা। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কুলখানী, চল্লিশ দিনে চেহলাম, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক ফাতেহাখানী ইত্যাদি রেওয়াজসমূহের কোন নাম-গন্ধ আরবদের মধ্যে ছিল না। কল্যাণ এতেই রয়েছে যে, মাইয়েতের উত্তরাধিকারীদের প্রতি সমবেদনা ও শোক প্রকাশ তিন দিন পর্যন্ত হবে এবং তাদেরকে এক রাত ও একদিন খাওয়ানো ব্যতীত অন্য কোন রীতি পালন না করা। তিন দিনের পর গোত্রের সব মেয়েরা একত্রিত হবে এবং মাইয়েতের বাড়ীর মেয়েদের পোষাকে সুগন্ধি মাখাবে।[৯] আর মাইয়েতের স্ত্রী থাকলে ইদ্দতকাল (৪ মাস ১০ দিন) অতিক্রান্ত হওয়ার পর শোক পালন শেষ করবে।

আমাদের মধ্যে সৎ ও সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে আরবী ভাষা, ছরফ-নাহু ও সাহিত্যের কিতাবসমূহের সাথে সম্পর্ক তৈরী করে এবং হাদীছ ও কুরআন বুঝতে চেষ্টা করে। কাব্য বিদ্যা ও মা'কুলাত তথা দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের ফার্সী-হিন্দী বইসমূহ এবং যেসব অপ্রয়োজনীয় বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে; আর বাদশাহদের ইতিহাস ও কাহিনীসমূহ এবং ছাহাবীদের ঝগড়ার বই সমূহ পাঠ করা, স্রেফ গোমরাহী আর গোমরাহী মাত্র।

যদি যামানার রীতি মোতাবেক অন্য বিদ্যাসমূহ শিখতে হয়, তাহ'লে কমপক্ষে এটি যরূরী যে, এগুলিকে স্রেফ দুনিয়াবী বিদ্যা বলে জানবে এবং এতে অসন্তুষ্ট থাকবে। সর্বদা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও লজ্জা অনুভব করবে।

আর আমাদের জন্য অবশ্যই যরূরী হ'ল, মহা সম্মানিত দুই হারামে গমন করবে এবং সেখানকার দরজা সমূহের উপর চেহারা রগড়াবে।[১০] এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের সৌভাগ্য এবং এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে আমাদের দুর্ভাগ্য।

৮ম অছিয়ত :

হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلاَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ- 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈসা ইবনু মারিয়ামকে পাবে, সে যেন তাকে আমার পক্ষ হ'তে সালাম দেয়'।[১১]

এই ফকীর পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, যদি রূহুল্লাহ্-র যামানা পাই, তাহ'লে যে ব্যক্তি তাকে সবার আগে সালাম পৌঁছাবে, সে ব্যক্তি আমি হব'। আর যদি আমি তাকে না পাই, তবে আমার সন্তানদের ও আমার অনুসারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁর সেই আনন্দময় পবিত্র যামানা পাবে, তাঁকে সালাম পৌঁছানোর জন্য পূর্ণ চেষ্টা চালাবে। যাতে মুহাম্মাদী সেনাবাহিনীর শেষ কাতারে শামিল হ'তে পারি।

وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

(হেদায়াতের অনুসারী ব্যক্তিদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক!)

---

৭. *মা'দ বিন 'আদনান হ'লেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উর্ধ্বতন ২১তম দাদা। -অনুবাদক।*

৮. *বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ হা/৩১১৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৪৫৪, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী হা/২০২৩০, ১০/১৪ পৃ.; মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/২১৩।*

৯. *এটাও মন্দ রীতির অন্তর্ভুক্ত। -অনুবাদক।*

১০. *সম্ভবতঃ এর দ্বারা মাননীয় লেখক হাজারে আসওয়াদ ও কা'বাগৃহের দরজার নিম্নের চৌকাঠের মধ্যবর্তী স্থান 'মুলতাযাম'-কে বুঝিয়েছেন। যেখানে দাঁড়িয়ে দো'আ করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ যঈফ। যদিও অনেক ছাহাবী এটি করেছেন। -অনুবাদক।*

১১. *হাকেম, আল-মুসতাদরাক হা/৮৬৩৫; ছহীহাহ হা/২৩০৮।*

www.at-tahreek.com

শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা

*মূল (আরবী) : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক***

ভূমিকা :

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক সেই মহামানবের উপর, যিনি বিশ্ববাসীর জন্য করুণা ও পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত, যিনি আদম (আঃ)-এর বংশধরদের নেতৃপদে বরিত এবং সৌভাগ্যবানদের নেতা হিসাবে স্বীকৃত। আরও করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাঁর পথের পথিকদের উপর।

আমাদের কিছু ভাই যারা কি-না কেউ শিক্ষার্থী, কেউ বিদ্বান, আবার কেউ বিদ্বান নন কিন্তু বিদ্বান হওয়ার দাবীদার, তারা বলে বেড়ান যে, জিহাদ শুধুই মুসলমানদের সার্বজনীন শাসকের অধীনে বৈধ। কোন জামা'আত বা দলের ছায়াতলে জিহাদ করা বৈধ নয়। আর ব্যক্তি উদ্যোগে গঠিত প্রত্যেকটি জামা'আত বা দল চাই তা জিহাদের নামে গঠিত হোক, অথবা ইসলাম প্রচারের জন্য গঠিত হোক কিংবা সমাজ কল্যাণের নামে হোক কোনটাই শরী'আত সম্মত জামা'আত বা দল নয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জুড়ে ইসলাম প্রচারের নামে যত জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- যেমন সালাফী জামা'আত, তাবলীগ জামা'আত, আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন ইত্যাদি সবগুলো বিচ্ছিন্নতাবাদী জামা'আত বা দল। এগুলো গঠন করাও যেমন জায়েয নয়, তেমনি এদের সাথে কাজ করাও বৈধ নয়। তাদের এসব কথা আমি নিজ কানে খুব মনোযোগের সাথে শুনেছি।

এদের কারো কারো টেপরেকর্ড থেকে আমি নিজ কানে এ কথাও শুনেছি যে, এসব জামা'আত বা দল মু'তাযিলা ও খারেজী নামক বাতিল ফিরক্বাগুলোর নতুন সংস্করণ। কেননা এরাও দল খাড়া করে মুসলিম শাসক ও মুসলিম জামা'আতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

তারা এটাও দাবী করছে যে, আল্লাহ্র পথে দাওয়াতদাতা এসব জামা'আত বা দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পথ ও পদ্ধতির উপর দাঁড়িয়ে নেই; তারা বরং তা থেকে বিচ্যুত।

আমি যখন দেখলাম যে, অনেক মুসলিম তরুণ ও যুবক জ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধির সাথে সম্পর্কহীন এসব বাতিল ফৎওয়া ও অলীক কথায় বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হচ্ছে তখন আমার মনে হল, সত্যকে না লুকিয়ে মানুষের সামনে তা তুলে ধরব। আল্লাহ তা'আলা তো মানুষের কাঁধে সত্য না লুকিয়ে তা প্রকাশেরই দায়িত্ব দিয়েছেন। আর সেজন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। এর ফলে আল্লাহ চাহে তো সত্য উন্মোচিত হবে এবং সত্যের উপর জমে থাকা মেঘ কেটে যাবে। মানুষ আল্লাহ্র সহায়তায় ছিরাতুল মুস্তাক্বীম বা সোজা পথের সন্ধান পাবে।

** কুয়েতের প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান।*

*** ব্যাপারীপাড়া, ঝিনাইদহ।*

আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার দো'আ ও নিবেদন তিনি যেন আমার প্রয়াসকে আন্তরিকতাপূর্ণ, নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত করে গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

জামা'আত বা দলের অর্থ

কিছু মানুষের যে কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে দল বলে (اَلْجَمَاعَةُ مَا اجْتَمَعَ مِنَ النَّاسِ عَلَى اَمْرٍ مَّا) ।

কমপক্ষে দু'জন সদস্য নিয়ে একটি দল গঠিত হ'তে পারে। এটাই সঠিক কথা। নবী করীম (ছাঃ) একাকী ফরয ছালাত আদায়কারী সম্পর্কে বলেছিলেন, مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيْ مَعَهُ 'কে আছে, যে এর সঙ্গে ছালাত আদায় করে একে ছাদাক্বা করবে'?[২]

এখানে ছাদাক্বা বা দান অর্থ লোকটির সঙ্গে ছালাতে যোগ দিয়ে তাকে জামা'আতে ছালাতের ছওয়াব লাভের সুযোগ করে দেওয়া। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً 'জামা'আতে ছালাত আদায়ে একাকী ছালাতের তুলনায় ২৭গুণ বেশী ছওয়াব হয়'।[৩] সুতরাং উক্ত হাদীছ থেকে দু'জনে জামা'আত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও স্রেফ একজনকে নিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করেছেন। অতএব কথা (قَوْلِيْ) কাজ (فِعْلِيْ) উভয় প্রকার হাদীছ দ্বারা দু'জন সদস্যের সমন্বয়ে দল গঠনের প্রমাণ মিলছে।

দলের সদস্য সংখ্যার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত নেই। তা যেমন হাযার হাযার হ'তে পারে, তেমনি লাখ লাখও হ'তে পারে। সংখ্যা যাই হোক তারা সবাই মিলে একটি দল হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ 'জামা'আতের সাথে আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[৪]

মুসলিমদের দল বললে, তাদের ঐ সংঘকে বুঝাবে- যারা যে কোন যুগে একজন ইমাম বা নেতার ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। যেমন নবী করীম (ছাঃ) ফিৎনা সংক্রান্ত এক দীর্ঘ হাদীছে হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'তুমি মুসলিমদের দল এবং তাদের ইমাম বা

১. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধানে জামা'আত বা দলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, اَلْجَمَاعَةُ مَا اجْتَمَعَ مِنَ النَّاسِ عَلَى هَدَفٍ تَحْتَ إِمَارَةٍ 'একজন নেতার নেতৃত্বে কোন লক্ষ্য অর্জনের সংকল্প নিয়ে জনগণের একতাবদ্ধ হওয়াকে জামা'আত বা দল বলে। মূলতঃ দল বলতে এমন কিছু মানুষের সমষ্টিকে বুঝায় যাদের একজন নেতা এবং কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে। ঐ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে। তারা সংঘবদ্ধ চেষ্টার মাধ্যমে কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়ন করে এবং লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা চালিয়ে যায়।-অনুবাদক।*

২. *আহমাদ হা/১১৬৩১; দারেমী হা/১৪০৮; আবূদাঊদ হা/৫৭৪; বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনান হা/৪৩৩৩; হাকিম হা/৭৫৮, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত।*

৩. *বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৪৯।*

৪. *তিরমিযী হা/২১৬৬। ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। আলবানী ছহীহ বলেছেন।*

নেতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে'।[৫]

এখানে 'আঁকড়ে থাকা' অর্থ তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও দ্বীন আঁকড়ে থাকা নয়- বরং আঁকড়ে থাকা অর্থ তাদের জিহাদ-সংগ্রাম, ফিক্বহ বা চিন্তা-চেতনা ও কর্মতৎপরতায় শামিল থাকা। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ 'সাবধান! যার উপর কাউকে শাসক নিযুক্ত করা হয়, আর সে তাকে আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কোন কাজ করতে দেখে তখন সে যেন তার ঐ অবাধ্যতামূলক কাজকে ঘৃণা করে। কিন্তু তার আনুগত্য থেকে নিজের হাত যেন গুটিয়ে না নেয়'।[৬] অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন, وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ 'যখন তোমরা তোমাদের শাসকদের এমন কোন কাজ করতে দেখ যা তোমাদের পসন্দ নয় তখন তোমরা তাদের সেই কাজকে অপসন্দ করবে, কিন্তু তাদের আনুগত্য থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে নেবে না'।[৭] তিনি আরও বলেছেন, مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে তার আমীর বা শাসক থেকে অপসন্দনীয় কোন আচরণ পাবে সে যেন তাতে ছবর করে। কেননা যে কেউ তার শাসক থেকে এক বিঘত পরিমাণ বেরিয়ে যাবে এবং ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু এসে যাবে সে জাহিলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করবে'।[৮]

এই সব ক'টি হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, দল আঁকড়ে ধরে থাকা অর্থ দলনেতা বা শাসকের অধীনে জিহাদে গমন, তার নিকট যাকাতের অর্থ জমাদান ইত্যাদি। যেসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দলনেতার উপর ন্যস্ত রয়েছে তা আবশ্যিকভাবে মেনে চলা।

মোট কথা, দুই বা তদূর্ধ্ব সংখ্যা মিলে দল হয় এবং যে দলই কোন কাজ করতে সংঘবদ্ধ হবে তার জন্য একজন মান্যগণ্য নেতা থাকা অপরিহার্য। ছালাতের জামা'আতে মুক্তাদীদের যেমন তাদের ইমামের অনুসরণ ফরয, ঠিক তেমনই সফরের দলে, জিহাদের দলে, সার্বিক দলে যিনি ইমাম বা নেতা থাকবেন তার অনুসরণ করা ফরয হবে। আর দ্বীনের হোক বা দুনিয়ার হোক যে কাজেই একদল মানুষ যখন সংঘবদ্ধ হয় তখন নির্বাহী আদেশদাতা একজন নেতা না থাকলে এবং সে আদেশ দ্বিধাহীনচিত্তে মানা না হ'লে তা দল বলে গণ্য হ'তে পারে না।

৫. বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭।
৬. মুসলিম হা/১৮৫৫।
৭. মুসলিম হা/১৮৫৫।
৮. মুসলিম হা/১৮৪৯।

দল গঠনের শারঈ ভিত্তি এবং দলবদ্ধ হওয়ার বিধান :

যে সকল কাজ দলবদ্ধ না হয়ে সম্পাদন করা যায় না তার জন্য দল গঠন করা ওয়াজিব।[৯] যেমন উছূলুল ফিক্বহ বা 'ফিক্বহের সূত্রাবলী' শাস্ত্রের একটি সুসাব্যস্ত সূত্র রয়েছে, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ 'কোন ওয়াজিব যা না হ'লে সম্পাদন করা যায় না তা করা ওয়াজিব'। সুতরাং যুদ্ধের জন্য দল গঠন করা ওয়াজিব। কেননা শত্রুকে পরাভূত এবং মুসলিমদের বিজয়ী করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করতে হ'লে একটি সুশৃঙ্খল দল, একজন আমীর ও একজন সেনাপতি ব্যতীত কস্মিনকালেও তা পরিপূর্ণ হ'তে পারবে না। আর মুসলিম উম্মাহও একজন শাসক বা নেতা ছাড়া সংঘবদ্ধ হবে না। সুতরাং একজন শাসক বা নেতা দাঁড় করানো উক্ত সূত্র মতেই ওয়াজিব হবে।

অনুরূপভাবে সমাজ থেকে যে যে অন্যায় দলবদ্ধতা ব্যতীত রোধ করা সম্ভব নয় সেই সেই অন্যায় রোধ ও দূর করার জন্য দল গঠন করা ওয়াজিব। একইভাবে দ্বীনের মধ্যে যত ফরযে কিফায়া আছে সেগুলো সম্পাদনের জন্য একজন ইমাম বা নেতার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব। যেমন জুম'আর ছালাতের ব্যবস্থা গ্রহণ, জামা'আতে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ, মসজিদ নির্মাণ, লাশের গোসল দান, কাফন পরানো, দাফন (সমাহিত) করা, শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ঈমান ও ইসলাম প্রচার করা ইত্যাদি কাজ আল্লাহ তার বান্দাদের উপর ফরযে কিফায়া বা সামষ্টিক ভাবে ফরয করেছেন। সুতরাং এসব কাজে একজন নেতার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব হবে। সারকথা উক্ত সুসাব্যস্ত সূত্র 'যা না হ'লে কোন ওয়াজিব পূরণ করা সম্ভব হয় না তা করা ওয়াজিব'-এর ভিত্তিতে বলব, দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, মুসলিম জাতি ও ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের চক্রান্ত রুখে দেওয়া একজন শাসক বা নেতা ছাড়া হ'তে পারে না। এজন্য দ্বীনী বিধান অনুসারেই একজন শাসক বা নেতা নিয়োগ করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে মুসলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পর তারা আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-কে ঐক্যমতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচন করেছিলেন। তাঁকে নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বীন প্রতিষ্ঠা, মুসলিমদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সম্পাদন, আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নতকরণ এবং কাফিরদের ক্ষমতা খর্ব করা।

তারপর মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে এই ধারা মেনে শাসক নিয়োগ করে আসছে। আল্লাহ তা'আলাও কুরআন মাজীদে ইমাম নিয়োগ দানের কথা সরাসরি বলেছেন-

৯. *এই পুস্তিকায় যেখানেই ওয়াজিব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই তা ফরয বা অবশ্য পালনীয় অর্থ বহন করে। ফিক্বহ শাস্ত্রে ফরয-এর স্থলে ওয়াজিব শব্দের ব্যবহার অহরহ লক্ষ করা যায়। যেমন হিদায়া গ্রন্থে আছে* اَلصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَفْلٌ 'ছিয়াম দুই প্রকার : ওয়াজিব ও নফল। এখানে ওয়াজিব ছিয়াম হ'ল রামাযানের ছিয়াম। আর রামাযানের ছিয়াম সবার মতেই ফরয। অতএব ফরয অর্থে ওয়াজিব শব্দের ব্যবহার একটি সুপ্রচলিত বিষয়।

www.at-tahreek.com

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ،

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে' *(নিসা ৪/৫৮)*।

এখানে 'আমানত' হল বিচারিক ও প্রশাসনিক আমানত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি (ইমামের নিকট) বায়'আত ছাড়া মারা যাবে সে জাহেলিয়াতের উপর মারা যাবে'।[১০]

সারকথা, একজন নির্বাহী ক্ষমতাধর সর্বজনমান্য ইমাম নিয়োগ দান মুসলমানদের উপর ফরয। তাদের জন্য আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক শাসন পরিচালনাকারী একজন শাসক নিয়োগ ছাড়া একটি রাতও কাটানো জায়েয নেই। নচেৎ তারা সকলেই পাপী হবে।

দেখুন, এভাবে দলবদ্ধতা ও নেতার কথা ইসলামের প্রায় ক্ষেত্রেই রয়েছে। ছালাতের জন্য জামা'আত কারো মতে ফরযে আইন, কারো মতে ফরযে কিফায়া। উভয় মতানুসারেই জামা'আত একটা হ'তেই হবে- যাতে ছালাত প্রতিষ্ঠা পায়। নতুবা জামা'আত ছাড় দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত আর ছালাতের অস্তিত্ব থাকবে না। ইসলামের এ রুকনটাই বরবাদ হয়ে যাবে। তাতে কিন্তু সবাইকে পাপের ভার বহন করতে হবে। আবার যুদ্ধ করা যে ওয়াজিব তাতে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধ যথাযথভাবে করতে চাইলে একজন শাসক, একজন সেনাপতি ও একটি দল লাগবে। এরা পরামর্শের ভিত্তিতে মতামত নিবে এবং একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবে। সুতরাং জিহাদের জন্য একজন শাসক বা সেনাপতি নিয়োগ করা লাগবে। সেনাপতি ও শৃঙ্খলা ছাড়া যার যার মত বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। কেননা, তা পরাজয় ও ধ্বংস ডেকে আনবে। এ কথা বুঝার জন্য মানুষের বেশী একটা যুক্তি-বুদ্ধি খরচের দরকার পড়ে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে হজ্জের জন্যও একজন ইমাম বা নেতা নিয়োগ দেওয়া হ'ত। লোকেরা ঐ ইমামের নির্দেশেই হজ্জের জন্য বের হ'তেন এবং তার নির্দেশেই ফিরে আসতেন।

যাকাতের মত ইবাদতও কোন ইমাম বা নেতার নিকট জমা দান এবং নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন না করলে শুদ্ধ হয় না। আল্লাহ বলেছেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً 'তুমি তাদের মাল-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর' *(তওবা ৯/১০৩)*। এ আদেশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেওয়া হয়েছিল। খলীফাগণও প্রতিটি শহর-জনপদে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ দিতেন। তারা ধনীদের থেকে যাকাত সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মধ্যে তা বণ্টন করতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামান প্রেরণকালে বলেছিলেন,

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوْا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ-

'তুমি আহলে কিতাব ইহূদী খৃষ্টানদের কাছে যাচ্ছ। তোমার সর্বপ্রথম কাজ হবে, তাদেরকে তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেওয়া। তারা তা মেনে নিলে তুমি তাদের জানাবে যে, আল্লাহ তা'আলা দিনে-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তুমি তাদের জানাবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন- যা তাদের ধনীদের থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তারা যখন এতে সম্মত হবে তখন তুমি তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করবে। অবশ্য তুমি লোকদের বাছাবাছা দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে'।[১১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ 'তাদের ধনীদের থেকে নেওয়া হবে' এবং فَإِذَا أَطَاعُوْا فَخُذْ مِنْهُمْ 'তারা যখন এতে সম্মত হবে তখন তুমি তাদের থেকে যাকাত নেবে'-এর প্রতি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করুন। এ কথা প্রমাণ করে যে, ইমাম বা শাসকই যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণ মুসলমানদের যে যেমন ইচ্ছে যাকাত বণ্টনের স্বাধীনতা দেননি। বরং এলাকা ভিত্তিক আমীর বা দায়িত্বশীলের নিকট যাকাত জমা করতে হবে তারপর শরী'আত বর্ণিত ব্যয়ের খাত অনুযায়ী তা ব্যয় করতে হবে।

হজ্জ ও ছালাতের মতই যাকাতও দলবদ্ধতা ও ইমাম বা নেতা ছাড়া হয় না। একইভাবে ছিয়ামের জন্যও শাসক বা নেতা আবশ্যক। তিনি হিজরী মাসগুলোর শুরু ও শেষ নির্ধারণ করবেন। মুসলমানরা তার এই নির্ধারণ মেনে নিয়ে সবাই ছিয়াম শুরু ও শেষ করবে; কেউ ছিয়ামের শুরু ও ইতি টানতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ 'ছিয়াম সেদিন থেকে যেদিন তোমরা ছিয়াম শুরু করবে, ঈদুল ফিতর সেই দিনে যেদিন তোমরা ঈদুল ফিতর করবে, আর কুরবানী বা ঈদুল আযহা সেই দিনে যেদিন তোমরা কুরবানী বা ঈদুল আযহা করবে'।[১২]

১০. *মুসলিম হা/১৮৫১।*

১১. *বুখারী হা/৪৩৪৩৭; মুসলিম হা/১৯।*
১২. *তিরমিযী হা/৬৯৭, আলবানীর মতে হাদীছটি ছহীহ।*

www.at-tahreek.com

উল্লিখিত সকল বর্ণনা থেকে এই নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, ইসলামের চারটি স্তম্ভ যা মহা ইবাদত বলে গণ্য তার কোনটাই দলবদ্ধতা, শাসক বা নেতা এবং বিধি মেনে পালন ছাড়া শুদ্ধ হয় না। সুতরাং ছালাতের জামা'আত বা দলে শরীক হওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে তাতে শরীক না হয়ে একাকী ছালাত আদায় করবে তার ছালাত হবে না। আর যে শাসককে এড়িয়ে নিজের মত যাকাত দেবে তার যাকাত হবে না। আর যে জনগণের সাথে ছিয়াম না রেখে নিজের মত করে ছিয়াম শুরু ও শেষ করবে সে দলচ্যুত ও পাপী হবে। এমনিভাবে যে নিজের মত করে হজ্জের মানসে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে আরাফায় অবস্থানের একটা দিন ঠিক করে নিয়ে হজ্জ করবে তার হজ্জ হবে না। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, উল্লিখিত ইবাদতগুলোর জন্য জামা'আত বা দল আবশ্যক।

জিহাদের জন্যও যে জামা'আত বা দল গঠন আবশ্যিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কোন জিহাদই একজন আমীর বা শাসক এবং একজন সেনাপতি ছাড়া হয় না। আবার এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, জামা'আত বা দল ইমাম বা শাসকের আনুগত্য ছাড়া চলতে পারে না। তাইতো আল্লাহ বলেছেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوْا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوْهُ، 'মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যখন তারা তার সঙ্গে কোন সমষ্টিগত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাথী হয়, তখন তারা চলে যায় না তার কাছ থেকে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত' *(নূর ২৪/৬২)*।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, কোন মুসলিম যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে উদাহরণ স্বরূপ জিহাদের মত কোন দলবদ্ধ কাজে থাকবে তখন তার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণের পরেই কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে স্ব স্থান ত্যাগ করার সুযোগ মিলবে। অনুমতি ছাড়া চুপিসারে কেটে পড়লে তা আনুগত্যের লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে। তাতে করে আল্লাহ্র অসন্তোষ ও শাস্তি ডেকে আনা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، 'আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে চলে যায়। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬২)*।

يَتَسَلَّلُوْنَ لِوَاذًا অর্থ 'তারা লুকিয়ে পড়ে'। তারা গাছ, দেয়াল কিংবা লুকানোযোগ্য কোন কিছুর আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি- যারা রাসূলের আদেশ লংঘন করবে আল্লাহ তাদের সাবধান করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে বিপদ অথবা জ্বালাময়ী শাস্তিতে পতিত হওয়ার ধমক দিয়েছেন। যদিও এখানে রাসূলের আদেশটা ছিল জিহাদ (আন্দোলন) মূলক কাজের বিষয়ে তবুও সার্বিকভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর সব আদেশই তাতে শামিল হবে। কেননা আয়াতের শিক্ষা শব্দের ব্যাপকতার সাথে যুক্ত; শুধু অবতরণের ঘটনার মধ্যে তা সীমিত নয় (اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ) অতএব এখানে اَوَامِر বা আদেশ বহুবচন বা আদেশ সমূহ অর্থে গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর সকল আদেশই মানতে হবে। তবে যে ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয় যেমন এখানে জিহাদ তা অবশ্যই ঐ আদেশের আওতাভুক্ত হবে। বরং তা প্রথম কাতারে থাকবে। কেননা তার প্রেক্ষিতেই তো আয়াত নাযিল হয়েছে।

সারকথা : ইসলাম একটি জামা'আত বা দল ভিত্তিক ব্যবস্থা। প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তা জামা'আত বা দলের উপর নির্ভরশীল। চাই তা সার্বিক জীবনাচারে হোক কিংবা ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জের মত রুকনের ক্ষেত্রে হোক। জিহাদ ও সফরের জন্যও যেমন জামা'আত বা দল আবশ্যক, তেমনি গ্রাম, শহর ও অঞ্চলের জন্যও জামা'আত বা দল আবশ্যক। খলীফাগণও প্রতিটি সেক্টরে আমীর বা শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন। যেমন বাজারের আমীর, শিল্প কারখানার আমীর ইত্যাদি।

শাসক বা নেতার দায়িত্ব

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যে, দ্বীন দুনিয়ার সকল কাজই যথার্থ ও পরিপূর্ণভাবে শুরু করতে এবং শেষ করতে চাইলে তাতে জামা'আত বা দল গঠন আবশ্যকীয় ফরয। আমরা এ কথাও জেনেছি যে, মুসলমানদের ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদির কোনটাই জামা'আত বা দল, শৃঙ্খলা বিধি এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা ছাড়া হয় না। আমরা আরও জেনেছি যে, মুসলিম দেশগুলোতে কোন গ্রাম, শহর, অঞ্চল এমনকি কোন পেশা ও শিল্পও এমন থাকতে পারবে না যেখানে বিবাদ মীমাংসার জন্য একজন ক্ষমতাশালী নেতা থাকবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর পরবর্তীকালে খলীফা ও ছাহাবীগণ এ পন্থাই অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা এ পথেরই পথিক ছিলেন।

এখন আমরা সর্বসাধারণের ইমাম বা রাষ্ট্র নায়কের সেসব দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করব, যা আল্লাহ তার উপর ওয়াজিব করেছেন। সেসব আসলে কী?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সর্ব সাধারণের ইমাম বা খলীফার উপর আল্লাহ তা'আলা অনেক গুরুদায়িত্ব আরোপ করেছেন। এসব দায়িত্বের মূল লক্ষ্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন। নিম্নে এমন কিছু দায়িত্ব তুলে ধরা হ'ল- (১) আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিধান জারি করা ও কার্যকর রাখা (২) আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার করা (৩) ছালাত প্রতিষ্ঠা করা (৪) যাকাত আদায় ও বণ্টন করা (৫) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা (৬) আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা, লেখনী ও অস্ত্রশস্ত্র সহ জিহাদ করা (৭) মুসলিম শিশুদের লালন-পালন, পরিচর্যা ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা (৮) অসহায় প্রতিবন্ধীদের

সহায়তা প্রদান করা (৯) মানুষের মাঝে সাম্য-ইনছাফ কায়েম করা (১০) বিদ্রোহী ও অন্যায়-অত্যাচারকারীদের প্রতিহত করা (১১) অত্যাচারিত ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার আদায় করে দেওয়া (১২) জনগণের জীবন-জীবিকা ও পার্থিব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা (১৩) ইনছাফ ও সমতার ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে অর্থ বণ্টন করা ইত্যাদি।

সন্দেহ নেই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে শাসনক্ষমতা একটি মহা গুরুদায়িত্ব এবং অনেক বড় ও কষ্টসাধ্য আমানত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমারত বা শাসনকার্য সম্পর্কে বলেছেন, إِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا 'নিশ্চয়ই তা আমানত এবং নিশ্চয়ই তা ক্বিয়ামতের দিন অপমান ও আফসোসের কারণ হবে। তবে তার জন্য নয়, যে উহার হক বুঝে উহাকে গ্রহণ করবে এবং ঐ সম্পর্কিত তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে'।[১৩]

কিন্তু আফসোস! বর্তমানে অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তি নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রক্ষমতাকে লুটের মাল মনে করে। এর মাধ্যমে তারা জনগণের মাথার উপর সওয়ার হয় এবং তাদের জান-মাল ও ইযযত-আবরুর উপর ইচ্ছেমত খবরদারি করে। অথচ আল্লাহ্র মানদণ্ডে অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্র মানদণ্ডে রাষ্ট্রক্ষমতা হ'ল এক দায়ভার ও জনগণের খেদমত। এ এমন এক দায়ভার যে, শাসনকর্তাই মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশী কষ্টের বোঝা বহনকারী। তার দায়িত্বই সবচেয়ে কঠিন। এ কারণেই এ উম্মতের সবচেয়ে নেককার লোকেরা নেতৃত্বের দায়িত্বকে সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন এবং তা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইতেন।

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-কে দেখুন! তিনি বলছেন, আল্লাহ্র কসম! আমি একদিন কিংবা এক রাতের জন্যও খিলাফতের দায়িত্ব চাইনি *(বুখারী)*। ওমর (রাঃ) খিলাফতকে বড়ই উপেক্ষার সাথে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তা একান্ত দায়িত্ব হিসাবে পালন করেছিলেন এবং মৃত্যুকালে তার প্রতি নিরুৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে খলীফা বানানোর জন্য আকারে-ইঙ্গিতে তাঁর নিকট বিষয়টি ব্যক্ত করলে তিনি বলেছিলেন, খাত্ত্বাব বংশের একজনের জন্যই খিলাফতের দায়িত্ব পালন যথেষ্ট। যদি এ দায়িত্ব মধুর হয় তাহ'লে তারা তো তার ভাগ পেয়েছে। আর যদি তা না হয় তাহ'লে তাদের জন্য ঐ একজনের দায়িত্ব পালনই যথেষ্ট'।

মোটকথা, ইসলামে শাসকের দায়িত্ব এক বিরাট ও মহা গুরুদায়িত্ব। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ– 'তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহ'লে তারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন' *(হজ্জ ২২/৪১)*।

এ যুগের মানুষের দৃষ্টিতে শাসনক্ষমতা, রাজত্ব ও রাষ্ট্রীয় পদ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় ইসলামে শাসন ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় পদের অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। অধিকাংশ লোক এখন রাষ্ট্রক্ষমতাকে পার্থিব মহাসুযোগ, নেতাগিরি করা এবং সম্মানের ব্যাপার মনে করে। তারা ভাবে, এতে করে তাদের অবস্থান দৃঢ় হবে এবং ক্ষমতা সুসংহত হবে। তারা কখনো ভাবে না যে, এ দায়িত্বের জন্য একদিন তাকে আল্লাহ্র সামনে কৈফিয়ত দিতে হবে।

অবস্থাতো এতটাই নীচে নেমে গেছে যে, অনেক মুসলিম দেশে অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। জাগতিক সুখ-সুবিধা লাভই এখন তাদের মুখ্য লক্ষ্য। দ্বীনী কল্যাণ-অকল্যাণ সংক্রান্ত কোন চিন্তা তাদের মাথায় নেই। জাগতিক চিন্তায় বিভোর একজন শাসক যদি সুশাসকও হয় তবুও সে একথাই ভাবে যে, সে শুধু মানুষের ইহজাগতিক দায়িত্বশীল। ইহজগতে তাদের জীবন যাপনের সুব্যবস্থা করা, জীবিকার উপকরণ বণ্টন করা, আরাম-আয়েশের সুব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি করা, শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, বৈধ-অবৈধ সকল কাজ ইচ্ছেমত করার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদিই তার কাজ। সুশাসক নিজে সুশাসনের জন্য উল্লিখিত বা অনুরূপ যা যা ভাবে জনগণও সুশাসন বলতে তেমনটাই ভাবে। তারা একজন শাসকের কাছে ঐগুলিই প্রত্যাশা করে।

কিন্তু আজ এমন সুশাসকেরও বড় অভাব। বেশীর ভাগ ক্ষমতাসীনই দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কে ধ্বংস করতে সদা তৎপর। তাদের কাছে দ্বীনের উল্লেখযোগ্য কোন গুরুত্বই নেই। দ্বীনের দিক দিয়ে না তারা ছালাত কায়েমের ব্যবস্থা করে, না সৎ কাজের আদেশ দেয়, না অসৎ কাজের নিষেধ করে, না ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাস সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়। আবার পার্থিব দিক দিয়েও তারা না জনজীবনে স্বাচ্ছন্দ আনয়নে তৎপর হয়, না জনগণের জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা বিধান করে, না দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নে আগুয়ান হয়। তাদের কেউ কেউ তো ইসলামের শত্রুদের থেকেও মুসলমানদের সঙ্গে বেশী নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করে।

মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য কী সে ব্যাপারে তারা বড়ই উদাসীন। সারা দেশ জুড়ে তারা অন্যায়-অবৈধ ও শরী'আত গর্হিত কাজের সয়লাব বইয়ে দিচ্ছে। যে সব কাজে আল্লাহ্র পথে ইসলামের পথে চলতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় সেগুলো করাই আজ তাদের পেশা ও নেশা। তারা অনুশীলনকারী (Practicing) মুমিনদের পাকড়াও করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। যখন কোন যুবক নিয়মিত মসজিদ পানে যেতে পা বাড়ায় তখন তারা তাকে ভয় দেখায়, অত্যাচার করে, জেলখানায় পুরে রাখে- অথচ তার কোনই অপরাধ নেই। অপরাধ শুধু একটাই যে, সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ'।

১৩. *মুসলিম হা/১৮২৫।*

Contents

আবার যখন কোন তরুণী হিজাব পরে বের হয় তখন তারা তাকে বিদ্রুপবানে জর্জরিত করে, লাঞ্ছিত করে। এমনকি অবস্থা এতদূর গড়ায় যে, শিক্ষা লাভ ও পথে ঘাটে স্বাধীনভাবে চলাচলের মত ন্যূনতম অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়।

সমাজে যত নিকৃষ্ট ও খারাপ শ্রেণীর লোক আছে এসব শাসক তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়। তাদেরকে তারা বড় বড় পদে আসীন করে। দেশকে নরক বানানোই হয় তাদের কাজ। তারা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেয়। নাগরিকদের চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা একেবারে তলানীতে নামিয়ে দেয়। সমাজের কল্যাণকামী সম্মানিত ব্যক্তিদের তারা তিরস্কৃত করে আর বদমাশ, যুলুমবায, ঘুষখোর ও চোর-ছ্যাচরদের করে পুরস্কৃত।

এইভাবে এসব শাসক আল্লাহ, তার রাসূল ও মুমিনদের বিরুদ্ধে সদা যুদ্ধে লিপ্ত। তারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী মুমিনদের আল্লাহ্র পথে চলতে বাধা দেয় এবং ইসলামের মাঝে এ দোষ সে দোষ খুঁজে বের করতে তৎপরতা চালায়। অনেক ইসলামী দেশে 'ধর্মীয় তৎপরতা রোধ' (شُعْبَةُ مُكَافَحَةِ النَّشَاطِ الدِّيْنِيِّ) নামক সংস্থা খুলে জনগণের পেছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

তাহ'লে দেখুন! কীভাবে মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ ও শক্তিকে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টিতে ব্যয় করা হচ্ছে। এভাবেই পাল্লা উল্টে গেছে, পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। ফলে যে শাসক, খলীফা বা রাষ্ট্রপতির আল্লাহ্র বান্দা হয়ে ছালাত কায়েম, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, দ্বীনের পাহারাদারী এবং মুসলমানদের হেফাযতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ছিল সেই তারাই এখন আল্লাহ্র শত্রু হয়ে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ এবং মুসলমানদের অর্থকড়ি নিয়ে যুদ্ধ করছে। বস্তুতঃ আল্লাহ ছাড়া পাপ থেকে বাঁচা ও পুণ্য কাজে আগুয়ান হওয়ার সামর্থ্য কারো নেই।

(চলবে)

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা

বাঁকাল, (বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন), সাতক্ষীরা। মোবাইল: ০১৭১০৬১৯১৯১, ০১৭১৬১৫০৯৫৩

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু : ১লা ডিসেম্বর হতে ৩০শে ডিসেম্বর'১৮।
ভর্তি পরীক্ষা : ৩১শে ডিসেম্বর '১৮ সোমবার সকাল ১০-টা।
ক্লাস শুরু : ০১লা জানুয়ারী ২০১৯ মঙ্গলবার।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যাসহ পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- প্রতি বৎসর দাখিল পরীক্ষায় অধিকহারে জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল ছাত্রের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণ পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- বিনা অনুমতিতে কোন আবাসিক ছাত্র হল ত্যাগ করলে তার ভর্তি বাতিল হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ফি ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।
- বোর্ডিং ফি প্রতি মাসে ১,২০০/- (এক হাযার দুইশত) টাকা।

হজ্জ ও ওমরাহ বুকিং চলছে

আমরা আপনার সাধ্য অনুযায়ী, হজ্জ ও ওমরাহ পালনে সকল প্রকার সুবিধা নিশ্চিত করব ইনশাআল্লাহ

উত্তরবঙ্গ হজ্জ কাফেলা

হজ্জ ও ওমরাহ পালনে বিশ্বস্ত সহযোগী

এজেন্সি : আল-আকসা ট্রাভেলস, হজ্জ লাইসেন্স নং-১৪৩৫

বৈশিষ্ট্য সমূহ :

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
হজ্জে যাওয়ার আগে বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
নিজস্ব গাইড দ্বারা পরিচালনা ও দেশী খাবার পরিবেশন।
আগে নিয়ে যাওয়া এবং কাছাকাছি রাখার ব্যবস্থা।
নিজস্ব চিকিৎসক দ্বারা মেডিকেল চেকআপ।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী হাজীদের হজ্জ করানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রংপুর অফিস
মোছতফা বিন আকবর
মোবাইল : ০১৭৩০-৪২৬৮৬৫
আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
মোবাইল : ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২
আল-আমীন ফার্মেসী, সেন্ট্রাল রোড
(কাস্টমস মসজিদ সংলগ্ন), রংপুর।

দিনাজপুর অফিস
মুহা: মঞ্জুরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৭১৬-২১০২০৬
প্রেসক্লাব রোড, নতুন বাজার, পার্বতীপুর।
মুহা: আবুল বাশার শুভ
মোবাইল : ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮
বিরামপুর।

ঢাকা অফিস
নাদীম বিন সিরাজ, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮৮৪-৭৪০৭১৪
নূরুল আলম সরকার, উত্তরা, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১-৪৭৯৪৪৬

Email:uttarbanggohajjkafela@gmail.com
www.facefook.com/uttarbanggohajjkafela

www.at-tahreek.com

আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
*অনুবাদ : মীযানুর রহমান**

(শেষ কিস্তি)

তাক্বলীদের ভয়াবহতা এবং মুসলমানদের ওপর এর কুপ্রভাব :

সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! এই ক্ষুদ্র পরিসরে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে তাক্বলীদের ভয়াবহতা ও কুপ্রভাব বর্ণনা করা অসম্ভব। এ বিষয়ে অনেক পুস্তক রয়েছে যেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই যিনি এ বিষয়ে আরো বেশী জানতে আগ্রহী তিনি সেসব পুস্তকের শরণাপন্ন হবেন। আমাদের এখানে উদ্দেশ্য হ'ল এটা বর্ণনা করা যে, তাক্বলীদ একটি কারণ অথবা সেটি অনেকগুলি কারণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ, যা মুসলিম উম্মাহকে কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ থেকে বিমুখ করেছে এবং 'মুক্বাল্লাদ' (অনুসৃত) ব্যক্তির মতামতকে পরিহার করে এ দু'টিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছে। কেননা আমি শুনেছি যে, তাক্বলীদপন্থীরা তাক্বলীদকে ওয়াজিব বিষয়ে পরিণত করে ফেলেছে। তারা এটাকে অনুসরণীয় দ্বীন হিসাবে গণ্য করে চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পরে কারো জন্য তাক্বলীদ থেকে বের হওয়া জায়েয নয় বলে মত প্রকাশ করেছে। কেউ তা থেকে বের হ'লে তাকে বিভিন্ন খারাপ উপাধিতে ডাকা হয়, তার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করা হয়, নানা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা থেকে ঐ ব্যক্তি রেহাই পান না। যেমন এ বিষয়ে উভয়পক্ষের লিখিত কতিপয় পুস্তক যারা দেখেছেন তারা বিষয়টি ভালভাবেই জানেন।

বর্তমানে অনেক মানুষেরই 'তুলনামূলক ফিক্বহ'(الفقه المقارن) বিষয়টি পড়া নেই। এটি এমন একটি বিষয় যা দক্ষ অনুসন্ধানী ব্যক্তির জন্য কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ হ'তে মুক্বাল্লিদদের দূরে যাওয়ার পরিধিটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। বরং নিজেদের মাযহাবের প্রতি অন্যায্য পক্ষপাতের কারণে স্বয়ং ইমামগণের তাক্বলীদ হ'তেও তারা কতদূরে চলে গেছে সে বিষয়টিও তুলে ধরে। তাদের (তাক্বলীদপন্থী) মাঝে এমন কিছু ডক্টরেট ডিগ্রীধারীও রয়েছেন, যারা এবিষয়টি শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহ'লে তাদের মধ্যকার যেকোন ব্যক্তির জন্য পূর্বে প্রথম দু'টি অধ্যায়ে যে সমস্ত হাদীছ উল্লেখ করেছি তা স্মরণ করা যথেষ্ট হবে, যা হাযার হাযার হাদীছের মধ্যে খুবই সামান্য। (এগুলি পড়লে) জানতে পারবে যে, তাক্বলীদকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করা এবং নিষ্পাপ নয় এমন সব লোকের অনুসরণ করার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি করার কারণেই মুক্বাল্লিদরা সেসব হাদীছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তাঁর 'ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন' গ্রন্থে মুক্বাল্লিদরা যে সকল স্পষ্ট ছহীহ সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এমন ৭৩টি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। তিনি সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা পেশ করেছেন। শুরুতেই আক্বীদা বিষয়ক যে সকল সুন্নাতকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে তা নিয়ে এসেছেন। যেমন সৃষ্টির ওপর আল্লাহ্র উঁচুত্ব (علو الله تعالى على خلقه) এবং আরশের ওপর তাঁর সমুন্নীত হওয়া বিষয়টি। এসব বিষয়ে আরো তাকীদ দিয়ে আমি বলব, আল্লামা ফাল্লানীর 'ইকাযুল হিমাম' গ্রন্থে *(পৃঃ ৯৯)* এসেছে যে, মুহাক্কিক ইবনু দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বিশাল এক খণ্ডে সে সকল মাসআলা একত্রিত করেছেন যেসব বিষয়ে চার ইমামের নামে সৃষ্ট মাযহাবগুলির প্রত্যেকটি মাযহাব এককভাবে ও সামষ্টিকভাবে ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করেছে। শুরুতেই তিনি উল্লেখ করেছেন, أَن نِسْبَة هَذِه الْمسَائِل إِلَى الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين حرَام وَأَنه يجب على الْفُقَهَاء المقلدين لَهُم مَعْرفَتُهَا لِئَلَّا يَعْزُوَهَا إِلَيْهِم فيكذبوا عَلَيْهِم– 'এই মাসআলাগুলিকে মুজতাহিদ ইমামগণের দিকে নিসবত করা হারাম। তাদের তাক্বলীদকারী ফকীহগণের এ বিষয়টি জানা ওয়াজিব। যাতে সেগুলিকে তাদের দিকে নিসবত না করে। নচেৎ তাদের ওপর মিথ্যারোপ করা হবে'।[১]

আজকের শিক্ষিত মুসলিম যুবসমাজের কর্তব্য :

ভ্রাতৃমণ্ডলী! পরিশেষে বলব আমি একথা বলতে চাইনি যে, আপনাদের সবাইকে মুজতাহিদ ইমাম ও মুহাক্কিক ফকীহ হ'তে হবে। যদিও এটা হ'লে আমার ও আপনাদের সবার জন্যই তা খুশীর কারণ হ'ত। যেহেতু বিশেষত্বের পার্থক্য এবং বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিন্নতার কারণে স্বভাবতই তা অসম্ভব। তাই আমি এর মাধ্যমে কেবল দু'টি বিষয় উদ্দেশ্য করেছি,

প্রথম: একটি বিষয়ে তোমরা সাবধান থাকবে যা বর্তমানে অনেক শিক্ষিত মুমিন যুবকের নিকটও অজানা রয়ে গেছে। অন্যদের কথা তো বাদই দিলাম। সেটি হ'ল, যে সময়ে তারা অনেক ইসলামী লেখক যেমন সাইয়েদ কুতুব ও আল্লামা মওদূদী (রহঃ) প্রমুখের বই-পুস্তক ও প্রচেষ্টায় জানতে পেরেছে যে, শরী'আত প্রবর্তনের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। এতে অন্য কোন মানুষ বা সংস্থার সামান্যতম কোন অংশীদারিত্ব নেই। যে বিষয়টিকে তারা اَلْحَاكِمِيَّــةُ لله تَعَالَى 'শাসন কেবল আল্লাহ তা'আলার' বলে বর্ণনা করেছেন। এই আলোচনার শুরুতেই কিতাব ও সুন্নাত হ'তে পূর্বে উল্লেখিত দলীলগুলির স্পষ্ট বক্তব্য এটাই। আমি ঠিক একই সময়ে বলব, ঐ সমস্ত অনেক যুবকই 'শাসন আল্লাহ তা'আলার' এই মূলনীতি বিরোধী অংশীদারিত্বের বিষয়ে আদৌ সাবধান নয়। (জেনে রাখা দরকার) কোন একজন মুসলিম যে আল্লাহ্র আহকাম সমূহের কোন একটি বিধানেও ভুল করে তাকে আল্লাহ ব্যতীত অনুসরণীয় মানুষ হিসাবে গ্রহণ করা অথবা কোন কাফের কর্তৃক নিজেকে শরী'আত প্রবক্তা হিসাবে দাবী করার মাঝে এবং তার আলেম হওয়া অথবা

* লিসান্স, এম.এ. (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. ঈকাযু হিমাম, পৃঃ ৯৯।

জাহেল হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এসবই উল্লেখিত মূলনীতিকে অস্বীকার করে যার প্রতি যুবকরা ঈমান এনেছে।

আমি আপনাদেরকে এই বিষয়েই সতর্ক করতে এবং উপদেশ দিতে চেয়েছি। وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ‘আর উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসে’ *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*।

আমি শুনেছি তাদের মধ্যে অনেক যুবক সাহসিকতা ও প্রশংসনীয় ইসলামী আবেগ সহকারে বক্তব্য দেন এ বিষয়টা সাব্যস্ত করার জন্য যে, ‘হুকুমত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য’। এর মাধ্যমে তারা কুফরী শাসন ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে। এটি একটি সুন্দর বিষয়। যদিও এই মুহূর্তে আমরা তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখি না।

আবার আমাদের মাঝে অনেকের অন্তরে এমন কিছু রয়েছে যা উল্লেখিত মূলনীতিকে অস্বীকার করে। যা পরিবর্তন করা সহজ। অথচ আমরা মুসলমানদেরকে সে বিষয়ে সতর্ক করি না এবং তাদেরকে উপদেশও দেই না। তা হ'ল তাক্বলীদকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করা এবং এর কারণে কিতাব ও সুন্নাতের দলীলগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা। আমি যদি ঐ সাহসী বক্তাকেই সতর্ক করে তার পক্ষ থেকে সংঘটিত কোন আয়াত অথবা হাদীছ বিরোধী আমল সম্পর্কে তাকে বলি তাহ'লে সে সে বিষয়ে সতর্ক না হ'য়ে খুব দ্রুত মাযহাবকেই দলীল হিসাবে পেশ করবে। এটা খুবই দুঃখজনক! অথচ সে তার এ আচরণের মাধ্যমে উল্লেখিত মহান মূলনীতিকেই নস্যাৎ করে দেয়। যার দিকে সে নিজেও মানুষকে আহ্বান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– ‘অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হ'তে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরাই হ'ল সফলকাম’ *(নূর ২৪/৫১)*। তার উচিত ছিল দলীল ও উপদেশ শোনার পর তা দ্রুত মেনে নেয়া। কেননা এটাই ইলম। আর সে তাক্বলীদের আশ্রয় নিবে না। কেননা তা অজ্ঞতা।

দ্বিতীয় : আপনারা আপনাদের অন্তরে একটি ওয়াজিব বিষয় প্রতিষ্ঠা করুন, যা কিছুটা হ'লেও প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে সম্ভব। তা ইজতিহাদ ও তাহক্বীক্বের পর্যায়ে নয়, যার যোগ্যতা কেবল বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা অর্জন করতে পারে। তা হ'ল কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা। আপনাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী তা করবেন। আপনারা যেমন ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক মানেন, তেমনি অনুসরণের ক্ষেত্রেও রাসূল (ছাঃ)-কে একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবেন। আপনাদের প্রভু একজন এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিও একজনই। এর মাধ্যমে ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই’ এবং ‘মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল’ এই সাক্ষকে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

সুতরাং প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী! আপনারা দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে এ কথা লালন করুন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ প্রমাণিত হ'লেই তার প্রতি ঈমান আনবেন; চাই তা আক্বীদা বিষয়ক হৌক বা আহকাম। সেটি আপনার মাযহাবী ইমাম বলুক অথবা অন্য কোন ইমাম বলুক। আর মুজতাহিদ নয় এমন লোকদের রায় ও ইজতিহাদী মূলনীতর উপর মোটেই নির্ভর করবেন না। কেননা এটাই আপনাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর ইত্তেবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। কোন মানুষের তাক্বলীদ করবেন না। তিনি যত বড় ব্যক্তিই হোন না কেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী আপনাদের নিকট পৌঁছানোর পরেও তার ওপরে কোন মানুষের কথাকে প্রাধান্য দিবেন তা কখনো হ'তে পারে না।

জেনে রাখুন! কেবল এর মাধ্যমেই ‘জীবনের মানহাজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ‘শাসন একমাত্র আল্লাহ্‌র’ এই মূলনীতিগুলিকে ইলম ও আমলগতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। এটা ব্যতীত কুরআনী অনন্য প্রজন্ম তৈরী করা অসম্ভব। যে প্রজন্ম একাই মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমেই কাঙ্খিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। একথার সত্যায়নে একজন বিশিষ্ট ইসলামী দাঈর জ্ঞানগর্ভপূর্ণ কথা উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, أَقِيْمُوْا دَوْلَةَ الْإِسْلَامِ فِيْ قُلُوْبِكُمْ تُقَمْ لَكُمْ عَلَى أَرْضِكُمْ– ‘তোমরা তোমাদের অন্তরে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কর, তাহ'লে তা যমীনে স্বয়ং প্রতিষ্ঠা লাভ করবে’। আশা করি, তা খুব শীঘ্রই ঘটবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ–

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। যখন তিনি তোমাদের আহ্বান করেন ঐ বিষয়ের দিকে যা তোমাদের (মৃত অন্তরে) জীবন দান করে। জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন (অর্থাৎ তাঁর অনুমতিক্রমেই মানুষ মুমিন ও কাফির হয়ে থাকে)। পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের সমবেত করা হবে’ *(আনফাল ৮/২৪)*।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2

আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

(৩য় কিস্তি)

১৪. ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া : ক্বিয়ামতের একটি আলামত হ'ল হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়া। হত্যাযজ্ঞ এত বেড়ে যাবে যে, পিতা ছেলেকে, ছেলে তার পিতাকে, চাচাকে ও প্রতিবেশীকে হত্যা করবে। এমনকি হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জানবে না হত্যাকাণ্ডের কারণ কি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَدْرِى الْقَاتِلُ فِىْ أَىِّ شَىْءٍ قَتَلَ وَلاَ يَدْرِى الْمَقْتُولُ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ قُتِلَ 'ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না যে, কি অপরাধে সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না যে, কি অপরাধে সে নিহত হয়েছে'।[১] তিনি আরো বলেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهْوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضُ–

'ক্বিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বা হত্যাকাণ্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে। হারজ অর্থ খুনখারাবী। তোমাদের সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে'।[২] অন্যত্র তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হারজ হবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'হারজ' কী? তিনি বলেন, ব্যাপক গণহত্যা। কতক মুসলমান বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা এখন এই এক বছরে এত মুশরিককে হত্যা করেছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তা মুশরিকদের হত্যা করা নয়, বরং তোমরা পরস্পরকে হত্যা করবে। এমনকি কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে, চাচাকে, চাচাতো ভাইকে এবং নিকটাত্মীয়কে পর্যন্ত হত্যা করবে। তারা বলল, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন কি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। তবে সে সময়ের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান লোপ পাবে। তাদের কেউ কেউ মনে করবে সে একটি বিষয়ের উপর আছে অথচ সে থাকবে অন্য বিষয়ের উপর। এরপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর শপথ! আমি আশঙ্কা করছি যে, সে অবস্থা আমাকে পেয়ে বসবে। আর তোমরা অবশ্যই উক্ত বিষয়গুলো থেকে নিজেদের রক্ষা করবে। (আবু মূসা আশ'আরী বলেন,) হয়তো এ যুগ তোমাদেরকে ও আমাকে পেত, তাহ'লে তা থেকে আমার ও তোমাদের বের হয়ে আসা মুশকিল হয়ে যেত, যেমন নবী করীম (ছাঃ) আমাদের জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, আমরা ঐ অনাচারে যত সহজে জড়িয়ে পড়ব তা থেকে বের হয়ে আসা ততোধিক দুষ্কর হবে'।[৩]

তিনি আরো বলেন, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَأَخَاهُ وَأَبَاهُ، 'কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, তার ভাই এবং তার পিতাকে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না'।[৪] বর্তমানে দুনিয়াবী স্বার্থে নিরপরাধ মানুষকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হচ্ছে, তেমনি গুম করে হত্যা করা হচ্ছে। অনেক নিহত ব্যক্তির পরিবার জানতেই পারে না যে, কি কারণে তার পিতা, স্বামী বা ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। এ ধরনের কাজ ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। যে ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহু পূর্বেই সতর্ক করে গেছেন।

১৫. প্রাসাদে বিভিন্ন কারুকার্য করা : প্রাসাদে নকশা অংকন ক্বিয়ামতের আলামত। বর্তমানে ব্যাপকভাবে এটা চলছে। প্রতিটি প্রাসাদ নির্মাণের সময় প্রতিযোগিতা করা হয়, কার বাড়ি কত নকশাদার হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَا تَقُومُ الساعةُ حَتى يَبنِىَ النَّاسُ بُيوتاً يُشَبِّهُونَها بالمَراجِلِ، 'লোকেরা নকশি কাঁথার মত কারুকার্যখচিত বাড়িঘর নির্মাণ না করা পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না'।[৫] অর্থাৎ বাড়ির প্রাচীরে ও নির্মাণ শৈলীতে বিভিন্ন প্রাণী বা প্রকৃতির ছবি সংযোজন করবে। যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

১৬. ভূমিকম্প বৃদ্ধি : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল ভূমিকম্পের ব্যাপকতা। এমন এক সময় আসবে যখন ঘন ঘন ভূমিকম্প হবে। তখন বুঝতে হবে যে, ক্বিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، 'ক্বিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে'।[৬]

সালমান বিন নুফাইল আস-সাকুনী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলাম, তখন একজন লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনাকে কি আসমান হ'তে খাদ্য প্রদান করা হয়েছে? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, তার থেকে কিছু উদ্বৃত্ত ছিল কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, তা কী করা হয়েছিল? তিনি বললেন, আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। আর আমার নিকট ওহী করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মাঝে সামান্য কয়টা দিনই অবস্থান করব। অতঃপর তোমরা অপেক্ষা করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা বলবে,

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *মুসলিম হা/২৯০৮; মিশকাত হা/৫৩৯০; ছহীহুল জামে' হা/৭০৭।*
২. *বুখারী হা/১০৩৬; মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪১০।*
৩. *হাকেম হা/৮৫৮৭; আহমাদ হা/১৯৬৫৩; বাযযার হা/২৬২৪; ছহীহাহ হা/১৬৮২।*
৪. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৮; ছহীহাহ হা/৩১৮৫।*
৫. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৫৯, ৭৭৭; ছহীহাহ হা/২৭৯।*
৬. *বুখারী হা/১০৩৬; মুসলিম হা/১৫৭; মিশকাত হা/৫৪১০।*

www.at-tahreek.com

(ক্বিয়ামত) কখন হবে, কখন হবে? তখন তোমরা দলে দলে আমার নিকট আসবে এবং একে অপরকে হত্যা করতে থাকবে। ক্বিয়ামতের পূর্বে দু'টি ভীষণ মহামারী দেখা দিবে এবং এরপর আসবে ভূমিকম্পের বছরসমূহ'।[৭] আরেকটি হাদীছে এসেছে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু হাওয়ালা আল-আযদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের একটি পদাতিক বাহিনীকে গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। আমরা ফিরে এলাম, অথচ কোন গনীমত পেলাম না। তিনি আমাদের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করলেন। তিনি আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তাদের ক্লান্তি দূর করতে তাদেরকে আমার দিকে সোপর্দ কর না এবং তাদেরকে তাদের দিকেও সোপর্দ কর না, তাহ'লে লোকেরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে। (ইবনু হাওয়ালা বলেন), এরপর তিনি আমার মাথা বা মাথার তালুতে হাত রেখে বললেন, হে ইবনু হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে যে, বায়তুল মাক্বদিসে (সিরিয়ার) ভূমিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন মনে করবে অধিক ভূমিকম্প, বিপদ-আপদ, মহা দুর্ঘটনা ও পেরেশানী সন্নিকটে। ক্বিয়ামাত তখন মানুষের এতই নিকটবর্তী হবে, যেমন আমার এ হাত তোমার মাথার নিকটে রয়েছে।[৮]

১৭. ব্যভিচার ও মদ্যপান বৃদ্ধি পাওয়া, ইলম উঠে যাওয়া ও অজ্ঞতা বেড়ে যাওয়া : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল সমাজে যেনা-ব্যভিচার ও মদ্যপান বেড়ে যাওয়া, জ্ঞানীদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম কমে যাওয়া ও মূর্খতা বৃদ্ধি পাওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا– 'ক্বিয়ামাতের কিছু আলামত হ'ল ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতা প্রসার লাভ করবে, মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে এবং যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করবে'।[৯] অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন,

لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِى، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنَّ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ–

'আমি কি তোমাদের এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের নিকট আর কেউ বর্ণনা করবে না। আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের কিছু আলামাত হ'ল ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে। এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ হবে পরিচালক'।[১০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ لأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ، 'অবশ্যই ক্বিয়ামতের আগে এমন একটি সময় আসবে যখন সব জায়গায় মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে এবং ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। সে সময় 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। আর হারজ হ'ল (মানুষ) হত্যা'।[১১] তিনি আরো বলেন, يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، 'যুগ নিকটবর্তী হবে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে'।[১২]

এক্ষণে ইলম উঠিয়ে নেওয়ার ধরন কেমন হবে সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম উঠিয়ে নেন না, বরং দ্বীনের আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেন। ফলে যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা না জেনেই ফৎওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[১৩]

আর আলেমদের মৃত্যুর ভয়েই ওমর বিন আব্দুল আযীয গভর্নরদের নিকট পত্র লিখে বলেন, অনুসন্ধান কর, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর যে হাদীছ পাও তা লিপিবদ্ধ করে নাও। আমি ধর্মীয় জ্ঞান লোপ পাওয়ার এবং আলেমদের বিদায় নেয়ার ভয় করছি। জেনে রাখ, নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করা হবে না এবং প্রত্যেকের উচিত ধর্মীয় জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটানো। আর তারা যেন একসাথে বসে (ধর্মীয় জ্ঞানের চর্চা করে), যাতে অজ্ঞ ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কারণ জ্ঞান গোপন না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না'।[১৪]

আর যখন ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে ও মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে তখন সমাজের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপরের কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না, ছাওম কি, ছালাত কি, কুরবানী কি, যাকাত কি? এক রাতে পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহ্র কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলমানদের) কতক দল অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই)-এর অনুসারী দেখতে পেয়েছি। সুতরাং আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকব। (তাবিঈ) ছিলা (রহঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে বললেন, 'লা ইলা-

৭. *হাকেম হা/৮৩৮৩; আহমাদ হা/১৭০০৫; ইবনু হিব্বান হা/৬৭৭৭; সনদ ছহীহ।*
৮. *আবূদাঊদ হা/২৫৩৫; মিশকাত হা/৫৪৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৩৮।*
৯. *বুখারী হা/৮০; মুসলিম হা/২৬৭১।*
১০. *বুখারী হা/৬৮০৮; মুসলিম হা/২৬৭১; মিশকাত হা/৫৪৩৭।*
১১. *বুখারী হা/৭০৬৩; ইবনু মাজাহ হা/৪০৫১।*
১২. *মুসলিম হা/১৫৭।*
১৩. *বুখারী হা/১০০।*
১৪. *বুখারী ১/১৮৬।*

www.at-tahreek.com

হা ইল্লাল্লা-হু' বলায় তাদের কি উপকার হবে? অথচ তারা জানে না ছালাত কি, ছিয়াম কি, হজ্জ কি, কুরবানী কি এবং যাকাত কি? ছিলা ইবনে যুফার (রহঃ) তিনবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবার তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তৃতীয়বারের পর তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে ছিলা! এই কালেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে। কথাটি তিনি তিনবার বলেন'।[১৫]

আর এ কারণে পরকালীন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) যে জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন তা হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জ্ঞান। যা উঠা শুরু হয়েছে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) দুনিয়ার জ্ঞান অর্জনে অগ্রগামী ব্যক্তিদের সমালোচনা করে বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَبْغَضُ كُلَّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ جِيفَةٍ بِاللَّيْلِ حِمَارٍ بِالنَّهَارِ عَالِمٍ بِالدُّنْيَا جَاهِلٍ بِالآخِرَةِ 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কর্কশভাষী অহংকারী, বাযারে চিৎকারকারী, রাতের বেলায় অলস, দিনের বেলায় কর্মঠ, দুনিয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পরকাল বিষয়ে অজ্ঞদের ঘৃণা করেন'।[১৬]

১৮. আমানত নষ্ট হওয়া ও তা হৃদয় থেকে উঠে যাওয়া : ক্বিয়ামতের আলামত হ'ল আমানতের খিয়ানত করা। আমানত রক্ষা করা দ্বীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ যার আমানতদারী নেই তার দ্বীনই নেই। আমানত রক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও' *(নিসা ৪/৫৮)*। রাসূল (ছাঃ) তার অধিকাংশ খুৎবায় বলতেন, لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ 'যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন নেই'।[১৭] আমানত রক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْهُ الصَّلاَةُ 'তোমরা দ্বীন থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি হারাবে তা হ'ল আমানতদারিতা। আর সর্বশেষ যা হারাবে তা হ'ল ছালাত'।[১৮] আমানত রক্ষা করতেই রাসূল (ছাঃ) হিজরতের দিন শত বিপদ থাকা সত্ত্বেও আলী (রাঃ)-কে আমানতের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন।[১৯] আর আমানত রক্ষা না করা মুনাফিকের অন্যতম লক্ষণ।[২০] আজকাল অধিকাংশ মানুষ আমানত রক্ষা করে না, যা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، 'যখন আমানত বিনষ্ট হবে তখন ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমানত কিভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, তখনই তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে'।[২১] অন্য হাদীছে এসেছে, যায়েদ বিন ওয়াহ্‌হাব বলেন, হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের দু'টি হাদীছ বর্ণনা করেছিলেন, যার একটি আমি দেখেছি (সত্যে পরিণত হয়েছে) আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাদের বলেন, 'আমানত মানুষের অন্তর্মূলে প্রবিষ্ট হয়। এরপর তারা কুরআন শিখে, তারপর তারা সুন্নাহ্‌র জ্ঞান অর্জন করে। তিনি আমাদের আমানত বিলুপ্তি সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ এক সময় ঘুমাবে। তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। এরপর সে আবার ঘুমাবে। তারপর আবার তুলে নেয়া হবে, তখন ফোসকার মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। যেমন একটা জ্বলন্ত অঙ্গারকে যদি তুমি পায়ের উপর রেখে দাও এতে পায়ে ফোস্কা পড়ে, তখন তুমি সেটাকে ফোলা দেখবে। অথচ তার মধ্যে কিছুই নেই। (এ সময়) মানুষ বেচাকেনা করবে বটে কিন্তু কেউ আমানত রক্ষা করবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছেন। কোন কোন লোক সম্পর্কে বলা হবে যে, লোকটি কতই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বীর, অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান নেই। [এরপর হুযায়ফা (রাঃ) বললেন] আমার উপর দিয়ে এমন একটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে তখন আমি তোমাদের কার সঙ্গে লেনদেন করছি এ সম্পর্কে মোটেও চিন্তা-ভাবনা করতাম না। কেননা সে যদি মুসলিম হয় তাহ'লে তার দ্বীনই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে। আর যদি সে খ্রিস্টান হয়, তাহ'লে তার অভিভাবকরাই (হক আদায়ের জন্য) তাকে আমার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুককে ব্যতীত কারো সঙ্গে বেচাকেনা করি না'।[২২]

স্বামীর যাবতীয় কার্যক্রম স্ত্রীর নিকট আমানত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا 'সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা বড় আমানতের খিয়ানতকারী যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়। এরপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়'।[২৩] এক্ষণে আমানতের ক্ষেত্রগুলো বুঝে তা যথাযথভাবে পালন করা মুমিনের একান্ত কর্তব্য।

১৫. *হাকেম হা/৮৬৩৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৯; ছহীহাহ হা/৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৮০৭৭।*
১৬. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭২; ছহীহাহ হা/১৯৫; ছহীহুল জামে' হা/১৮৭৮।*
১৭. *আহমাদ হা/১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫; ছহীহুল জামে' হা/৭১৭৯।*
১৮. *হাকেম হা/৮৫৩৮; ছহীহাহ হা/১৭৩৯; ছহীহুল জামে' হা/২৫৭০।*
১৯. *ইরওয়াউল গালীল হা/১৫৪৬, ৫/৩৮৪ পৃঃ; সনদ হাসান; মা শা-'আ ৭৭ পৃঃ।*
২০. *বুখারী হা/৩৩; মুসলিম হা/১০৭; মিশকাত হা/৫৫।*
২১. *বুখারী হা/৬৪৯৬; মিশকাত হা/৫৪৩৯।*
২২. *বুখারী হা/৬৪৯৭; মুসলিম হা/১৪৩; মিশকাত হা/৫৩৮১।*
২৩. *মুসলিম হা/১৪৩৭; আহমাদ হা/১১৬৭৩।*

১৯. পূর্ববর্তী জাতির রীতি-নীতির অনুকরণ করা : ইহুদী-খৃষ্টান ও মুশরিকদের অনুকরণে জীবন পরিচালনা করা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। তাদের অনুকরণ চলা-ফেরা, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি, ইবাদত ইত্যাদি ক্ষেত্রে হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) সকল ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের বিরোধিতা করতে বলেছেন'।[২৪] রাসূলের উক্ত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণই পাপ। এটা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত, যা বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِى بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَئِكَ، 'ক্বিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মত পূর্বপুরুষদের আচার-অভ্যাসকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহণ করবে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পারস্য ও রোমকদের মত কি? তিনি বললেন, তাহ'লে আর কারা'?[২৫] অন্যত্র তিনি বলেন,

لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ-

'অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের আগের লোকেদের নিয়ম-পদ্ধতিকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তে ঢুকে, তাহ'লে তোমরাও তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরা কি ইহুদী ও নাছারা? তিনি বললেন, তবে আর কারা'?[২৬] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَحَتَّى لَو أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ أُمَّهُ بِالطَّرِيْقِ لَفَعَلْتُمْ، 'এমনকি তাদের কেউ যদি রাস্তায় তার মায়ের সাথে যেনা করে তোমরাও তাই করবে'।[২৭]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, তাদের অনুকরণের অর্থ হ'ল পাপাচার ও শরী'আত বিরোধী কাজে তাদের মত হয়ে যাওয়া। কাফের হয়ে যাওয়া নয়।

২০. দাসী কর্তৃক মনিবকে জন্মদান, নগ্ন পা ওয়ালা, উলঙ্গ ও ছাগলের রাখালদের প্রাসাদ নিয়ে অহংকার করা : ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল দাসী কর্তৃক মুনিবকে জন্মদান করা এবং সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের বড় বড় ভবন নির্মাণ নিয়ে অহংকার প্রকাশ করা, যা বর্তমানে চলছে। ক্বিয়ামতের পূর্বে অবস্থা এমন হবে যে, সমাজের গুরুত্বহীনরা হবে সমাজ নেতা। তারা সমাজের নেতৃত্ব দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتَ الأَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا وَرَأَيْتَ أَصْحَابَ الْبُنْيَانِ يَتَطَاوَلُونَ بِالْبُنْيَانِ وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِيَاعَ الْعَالَةَ كَانُوْا رؤوسَ النَّاسِ فَذَلِكَ مِنْ مَعَالِمِ السَّاعَةِ وأَشْرَاطِهَا-

'যখন তুমি দেখবে দাসী তার মনিবকে জন্ম দিচ্ছে, ভবন নির্মাণকারীদের দেখবে তাদের প্রাসাদ নিয়ে গর্ব করছে, ক্ষুধার্ত নগ্নপদ বিশিষ্ট রাখালেরা লোকদের নেতৃত্ব দিতে দেখবে, এটিই ক্বিয়ামতের আলামত'।[২৮] হাদীছে জিব্রীলে এসেছে, জিব্রীল (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ ব্যাপারে প্রশ্নকারীর চেয়ে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে অধিক জানে না। তবে আমি তোমার কাছে এর কতগুলো নিদর্শন বলছি। তা হ'ল, যখন দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে, এটা তার একটি নিদর্শন। আর যখন নগ্নপদ ও নগ্নদেহ বিশিষ্ট লোকেরা মানুষের নেতা হবে, এও তার একটি নিদর্শন। এটি ঐ পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেন না (১) ক্বিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। (২) তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, (৩) তিনিই জানেন, মাতৃগর্ভে কী আছে। এরপরে সে লোকটি চলে গেল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাঁকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। ছাহাবীগণ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তিনি হ'লেন জিব্রীল, লোকেদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন'।[২৯]

২১. পাতলা কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ নারীদের আত্মপ্রকাশ : মুসলিম নারীদের বেপর্দা হওয়া ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। তারা ইহুদী-খৃষ্টান ও বিধর্মী নারীদের ন্যায় অর্ধনগ্ন হয়ে রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাযারে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলাফেরা করবে। যারা নিজেরা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং দেহ প্রদর্শনের মাধ্যমে পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করবে। এর ফলে সমাজে ফিৎনা ছড়িয়ে পড়বে। নারীদের ফিৎনার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করে বলেন, مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، 'পুরুষের জন্য স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোন ফিৎনা আমি ছেড়ে যাইনি'।[৩০] তিনি আরো বলেন, إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ، 'অবশ্যই দুনিয়াটা চাকচিক্যময় সুমিষ্ট আকর্ষণীয়। আল্লাহ তা'আলা সেখানে তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করছেন যে, তোমরা কিরূপ আমল করো। তোমরা দুনিয়া ও নারী জাতি থেকে সতর্ক থেক। কেননা বনী ইসরাঈলদের প্রথম

২৪. *বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা/২৬০; মিশকাত হা/৭৬৫,৪৪২১।*
২৫. *বুখারী হা/৭৩১৯; আহমাদ হা/৮২৯১।*
২৬. *বুখারী হা/৭৩২০; মুসলিম হা/২৬৬৯; আহমাদ হা/১০৬৪৯; মিশকাত হা/৫৩৬১।*
২৭. *হাকেম হা/৮৪০৪; ছহীহুল জামে' হা/৫০৬৭; ছহীহাহ হা/১৩৪৮।*
২৮. *আহমাদ হা/২৯২৬; ছহীহাহ হা/১৩৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৫৬০।*
২৯. *বুখারী হা/৪৭৭৭; মুসলিম হা/৯; আহমাদ হা/৯৪৯৭; মিশকাত হা/০২।*
৩০. *বুখারী হা/৫০৯৬; মিশকাত হা/৩০৮৫।*

www.at-tahreek.com

ফিৎনা ছিল নারীকেন্দ্রিক '।[৩১] অন্যত্র তিনি বলেন,

سَيَكُونُ فِى آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوْجٍ، كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ، كَمَا يَخْدُمُنَكُمْ نِسَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ-

'শেষ যামানার আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক হবে, যারা ঘরের মত জিনে (মোটর গাড়ি)-তে সওয়ার হয়ে মসজিদের দরজায় নামবে (গাড়িতে করে ছালাত পড়তে আসবে)। তাদের মহিলারা হবে অর্ধনগ্ন, যাদের মাথা (খোঁপা) বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের মত হবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো। কারণ তারা অভিশপ্ত। তোমাদের পরে কোন জাতি যদি থাকে তবে তোমাদের নারীরা তাদের নারীদের খেদমত করবে। যেমন পূর্বের জাতির নারীরা তোমাদের খেদমত করেছিল'।[৩২] রাসূল (ছাঃ) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا –

'জাহান্নামীদের মধ্যে দু'টি এমন দল হবে যাদেরকে আমি দেখতে পাব না। কিন্তু তাদের একদল লোকের হাতে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে। যা দিয়ে তারা লোকেদেরকে মারধর করবে। আর দ্বিতীয় দলটি হবে ঐ সমস্ত মহিলা, যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে। তারা পুরুষদের আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরা পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের খোঁপা বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ এত এত দূর হ'তে পাওয়া যাবে'।[৩৩]

২২. সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া : মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়াও ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। ক্বিয়ামতের পূর্বে এমন সময় আসবে যখন লোকদের অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। এক ব্যক্তিকে একশ' দীনার দেয়ার পরেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে।[৩৪] এমনকি লোকেরা দান করার জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য ও নগদ অর্থ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু সে দান গ্রহণ করার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার কেউ বলবে, গতকাল দান করলে গ্রহণ করতাম, আজকে আমার কোন অভাব নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، 'মানুষের এমন এক সময় আসবে যখন স্বর্ণ ছাদাক্বা করার জন্য লোক ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা নেয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না'।[৩৫] সম্পদের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাবে যে অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জনকারী আফসোস করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِى هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِى هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِى. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِى هَذَا قُطِعَتْ يَدِى ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلاَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا-

'যমীন তার বক্ষস্থিত বস্তুসমূহ সোনা ও রূপা স্তম্ভের মত বের করে দিবে। তখন হত্যাকারী ব্যক্তি এসে বলবে, আমি এর জন্য হত্যা করেছি। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ব্যক্তি এসে বলবে, আমি এর জন্য আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছি। চোর এসে বলবে, এরই কারণে আমার হাত কাটা হয়েছে। অতঃপর সকলেই তা ছেড়ে দিবে। এর থেকে তাঁরা কেউ কিছুই গ্রহণ করবে না'।[৩৬] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لاَ أَرَبَ لِى فِيهِ-

'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের মাঝে এত প্রাচুর্য দেখা দিবে যে, তা উপচে পড়বে। এমনকি সম্পদের মালিক তখন চিন্তা করবে যে, কে তার ছাদাক্বা গ্রহণ করবে? ছাদাক্বা নেওয়ার জন্য লোকদেরকে আহ্বান করা হবে। তখন সে বলবে, আমার প্রয়োজন নেই।[৩৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِى بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِى أُعْطِيهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَأَمَّا الآنَ فَلاَ حَاجَةَ لِى بِهَا. فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا- 'তোমরা ছাদাক্বা কর, কেননা তোমাদের ওপর এমন যুগ আসবে যখন মানুষ নিজের ছাদাক্বা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। (দাতা যাকে দেয়ার ইচ্ছা করবে সে) লোকটি বলবে, গতকাল পর্যন্ত নিয়ে আসলে আমি গ্রহণ করতাম। আজ আমার আর কোন প্রয়োজন নেই'।[৩৮]

---

৩১. *মুসলিম হা/২৭৪২; মিশকাত হা/৩০৮৬।*
৩২. *হাকেম হা/৮৩৪৬; আহমাদ হা/৭০৮৩; ছহীহাহ হা/২৬৮৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৪৩, সনদ হাসান।*
৩৩. *মুসলিম হা/২১২৮; মিশকাত হা/৩৫২৪; ছহীহাহ হা/১৩২৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৯৯।*
৩৪. *বুখারী হা/৩১৭৬।*
৩৫. *বুখারী হা/১৪১৪; মুসলিম হা/১০১২।*
৩৬. *মুসলিম হা/১০১৩; মিশকাত হা/৫৪৪৪; ছহীহাহ হা/৩৬১৯।*
৩৭. *মুসলিম হা/১৫৭; ইবনু হিব্বান হা/৬৬৮০; ছহীহুল জামে' হা/৭৪৩০।*
৩৮. *বুখারী হা/১৪১১; মুসলিম হা/১০১১; মিশকাত হা/১৮৬৬।*

ইমাম নববী বলেন, শেষ যামানায় সম্পদের ব্যাপকতা, যমীনের ধন-ভাণ্ডারের প্রকাশ এবং পৃথিবীতে অজস্র বরকতের প্রেক্ষিতে দান গ্রহণ করার জন্য কাউকে পাওয়া যাবে না। আর এটা ঘটবে ক্বিয়ামতের পূর্বক্ষণে ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর মানুষ যখন ফিৎনায় পতিত হয়ে নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তখন কেউ সম্পদের দিকে খেয়াল করবে না। অথবা এটা ঘটবে মাহদী ও ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর যখন মানুষ ন্যায় ও নিরাপদে অবস্থান করবে তখন প্রত্যেকের নিকট যে সম্পদ থাকবে সেটাকেই সে যথেষ্ট মনে করবে।[৩৯]

ইবনুল মালাক বলেন, সে সময় সকল মানুষই ধনী হয়ে যাবে। কারণ তারা তখন দুনিয়া ত্যাগী ও পরকালমুখী হয়ে যাবে। আর তারা প্রতিদিনের জীবিকায় সন্তুষ্ট থাকবে। আগামী দিনের জন্য কোন সম্পদ গচ্ছিত রাখবে না।[৪০] সেজন্য রাসূল (ছাঃ) অল্প হ'লেও প্রতিদিন দান করতে উৎসাহিত করেছেন। কারণ প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন'।[৪১]

ওমর বিন উসায়েদ বলেন, إِنَّمَا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَنَتَيْنِ وَنِصْفًا : ثَلَاثِينَ شَهْرًا لَا وَاللهِ مَا مَاتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِينَا بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُونَ اجْعَلُوا هَذَا حَيْثُ تَرَوْنَ فِي الْفُقَرَاءِ فَمَا يَبْرَحُ حَتَّى يَرْجِعَ بِمَالِهِ يَتَذَكَّرُ مَنْ يَضَعُهُ فِيهِمْ فَلَا يَجِدُهُ فَيَرْجِعُ بِمَالِهِ 'ওমর বিন আব্দুল আযীয আড়াই বছর বা ত্রিশ মাস ক্ষমতায় ছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম ওমর বিন আব্দুল আযীযের জীবদ্দশায় জনৈক লোক অঢেল সম্পদ নিয়ে আমাদের নিকটে এসে বলত, এই সম্পদগুলো দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দাও। এই অবস্থা চলতে থাকত। আর ক্ষেত্র না পাওয়ার কারণে তারা সম্পদ নিয়ে ফিরে যেত'।[৪২] আর এই সম্পদ আরো বৃদ্ধি পাবে যখন ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ يَسْقِيهِ اللهُ الْغَيْثَ، تُخْرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْطَى الْمَالُ صِحَاحًا تَنْعَمُ الأُمَّةُ، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، وَيَعِيشُ سَبْعَ سِنِيْنَ، أَوْ ثَمَانِ سِنِيْنَ– 'আমার উম্মতের শেষ যামানায় মাহদীর আগমন ঘটবে। আল্লাহ তাকে পানি দ্বারা সিক্ত করবেন। যমীন তার শস্য উৎপাদন করবে। প্রচুর সম্পদ দান করা হবে। ফলে জাতি নে'মত প্রাপ্ত হবে। চতুষ্পদ জন্তু বৃদ্ধি পাবে। তিনি সাত বা আট বছর অবস্থান করবেন'।[৪৩] অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমার উম্মাতের মাঝে মাহদীর আগমন ঘটবে, সে পাঁচ অথবা সাত অথবা নয় বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবে (যায়েদ সন্দেহে পতিত হয়েছেন যে, ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী কোন সংখ্যাটি বলেছেন)। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা প্রশ্ন করলাম, এই সংখ্যা দ্বারা কি বুঝায়? তিনি বললেন, বছর। মানুষ তার নিকট এসে বলবে, হে মাহদী! আমাকে কিছু দান করুন, আমাকে কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তারপর সে তার কাপড় বা থলেতে যেটুকু পরিমাণ বহন করে নিতে পারবে তিনি তাকে সেটুকু পরিমাণ দান করবেন'।[৪৪] তিনি আরো বলেন, وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ 'শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক রূপে মারয়াম তনয় [ঈসা (আঃ)] অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ক্রুশ ভেংগে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযয়া রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না'।[৪৫]

২৩. বিশেষ ব্যক্তিদের সালাম প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, ব্যবসায় মহিলাদের অংশগ্রহণ : ক্বিয়ামতের আরো কিছু আলামত হ'ল ক্ষমতাশীল বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দেখলে সালাম প্রদান করা, বাড়িতে বাড়িতে দোকান সৃষ্টি হওয়া ও নারীদের ব্যবসায় সম্পৃক্ত হওয়া। বর্তমান সময়ে উপরোক্ত বিষয়গুলো সমাজে প্রচলিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ لاَ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، 'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল লোকেরা মসজিদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে অথচ তাতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে না। আর লোকেরা কেবল পরিচিত ব্যক্তিদের সালাম প্রদান করবে'।[৪৬] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لاَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ لِلْمَعْرِفَةِ 'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল কেবল পরিচিতির ভিত্তিতে লোকেরা একে অপরকে সালাম প্রদান করবে'।[৪৭] তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ، 'পরিচয়ের ভিত্তিতে পরস্পরকে

৩৯. *শারহু মুসলিম, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
৪০. *মিরকাত ১৮৬৬ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
৪১. *বুখারী হা/১৪৪২; মিশকাত হা/১৮৬০।*
৪২. *বায়হাকী, দালায়েলুল নবুআত হা/২৮৪৮; ফাৎহুল বারী ৬/৬১৩।*
৪৩. *হাকেম হা/৮৬৭৩; ছহীহাহ হা/৭৭১।*
৪৪. *তিরমিযী হা/২২৩২; ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৩; মিশকাত হা/৫৪৫৫, সনদ হাসান।*
৪৫. *বুখারী হা/২২২২; মুসলিম হা/১৫৫; মিশকাত হা/৫৫০৫।*
৪৬. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৩২৬; ছহীহাহ হা/৬৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯৬।*
৪৭. *আহমাদ হা/৩৮৪৮; ছহীহাহ হা/৬৪৮।*

www.at-tahreek.com

অভিবাদন জানানো ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত'।[৪৮] অথচ সালামের আদান-প্রদান পরিচিত অপরিচিত সবার জন্য প্রযোজ্য। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ 'কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বলেন, ক্ষুধার্তকে আহার করানো এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিতজনকে সালাম দেওয়া'।[৪৯]

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও ব্যবসায় নারীদের সম্পৃক্ত হওয়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ وَتَفْشُو التِّجَارَةُ حَتَّى تُعِيْنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَتُقْطَعُ الأَرْحَامُ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ وَظُهُورَ الْقَلَمِ– 'ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী কালে ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করে সালাম দেয়ার প্রচলন হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। ফলে স্বামীর ব্যবসায়ে স্ত্রীও সহযোগিতা করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্রচলন হবে, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটবে'।[৫০] তিনি আরো বলেন,

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ، وَتَفْشُو التِّجَارَةُ، وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ أَوِ الْقَلَمُ قَالَ : قَالَ عَمْرٌو : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ، فَيَقُولُ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلاَنٍ، وَيَلْتَمِسُ فِي الْحَوِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبَ فَلاَ يُوجَدُ–

'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া, ব্যবসায়ের প্রসার হওয়া ও ইলম বা কলমের জোর প্রকাশ পাওয়া। আমর বলেন, কোন লোক যখন কোন কিছু ক্রয় করবে তখন বলবে, আমি অমুক গোত্রের ব্যবসায়ীর সাথে পরামর্শ করি। আর বিরাট এলাকায় একজন লেখক খোঁজা হবে। কিন্তু পাওয়া যাবে না'।[৫১]

[চলবে]

৪৮. *আহমাদ হা/৩৬৬৪; ছহীহাহ হা/৬৪৮।*
৪৯. *বুখারী হা/১২; মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/৪৬২৯।*
৫০. *হাকেম হা/৭০৮৩, ৮৩৭৮; আহমাদ হা/৩৮৭০, ৩৯৮২; ছহীহাহ হা/৬৪৭; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৪৯; ছহীহাহ হা/৬৪৭।*
৫১. *নাসাঈ হা/৪৪৫৬; হাকেম হা/২১৪৭; ছহীহাহ হা/২৭৬৭।*

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০১৯

নির্বাচিত গ্রন্থ

সকলের জন্য উন্মুক্ত

রিয়াযুছ ছালেহীন

(প্রথম অধ্যায় থেকে 'সফরের আদব-কায়েদা' অধ্যায় পর্যন্ত)

পুরস্কার
১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০১৯-এর ২য় দিন, সকাল ৯-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৮৭-১১৫৬৬২
০১৭২২-৬২০৩৪০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
১. আধুনিক পদ্ধতিতে মলদ্বার না কেটে পাইলসের অপারেশন
২. জটিল ফিস্টুলা অপারেশন
৩. রেক্টাল প্রলাপসের (মলদ্বার বের হয়ে আসা) আধুনিক চিকিৎসা
৪. স্ট্যাপলিং পদ্ধতিতে বৃহদান্ত্র (কোলন) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৫. কোলনস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্র ও মলদ্বারের পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

দুনিয়ার মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে যেসব নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।[১] আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছেন *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*। তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও দাওয়াতের ফলেই আমরা সত্যের দিশা পেয়েছি। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তিনিই শাফা'আত করবেন। এই মহামানবের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য দো'আ করেন। আর তাঁর প্রতি দরূদ পাঠের জন্য সকল মুমিনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(আহযাব ৩৩/৫৬)*। এজন্য আমাদের দায়িত্ব হ'ল তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা ও তাঁর উচ্চ মর্যাদার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা। তাই রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ছালাত ও সালাম পাঠ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর প্রত্যেকটি ইবাদত সম্পাদক করতে হবে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে। আলোচ্য প্রবন্ধে দরূদ পাঠের ফযীলত ও পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ছালাত (দরূদ) পাঠের অর্থ :

'ছালাত' শব্দটি কুরআন ও হাদীছে ব্যবহৃত একটি পরিচিত শব্দ। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে ছালাত শব্দটি দু'টি ইবাদতকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমটি হ'ল, 'ছালাত' যা নামায হিসাবে উপমহাদেশে বহুল প্রচলিত। আর দ্বিতীয়টি হ'ল, নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর প্রতি 'দরূদ' পাঠ করা। আবুল আলিয়া (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র ক্ষেত্রে ছালাতের অর্থ ফেরেশতাদের সামনে নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্র প্রশংসা। ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে ছালাতের অর্থ দো'আ'।[২]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি ছালাত হ'ল আল্লাহ্র রহমত, তাঁর সন্তুষ্টি এবং ফেরেশতাদের সামনে তাঁর প্রশংসা। আর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে ছালাত হ'ল- নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করা এবং তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর উম্মতদের পক্ষ থেকে ছালাতের অর্থ হ'ল- তাঁর জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাঁর ব্যাপারে সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি।[৩]

আহমদ বিন ফারিস (৩৯৫ হিঃ) বলেন, ছালাত শব্দের অর্থ দো'আ বা প্রার্থনা। ...আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছালাত অর্থ- রহমত। হাদীছে এসেছে, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِيْ أَوْفَى 'হে আল্লাহ! আবূ আওফার বংশধরের প্রতি সালাম বর্ষণ করুন'।[৪] অর্থাৎ রহমত বা করুণা করুন।[৫]

রাসূল (ছাঃ)-এর উপর সালাম পাঠের অর্থ :

'সালাম' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- শান্তি, নিরাপত্তা, অভিবাদন ইত্যাদি।[৬] রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সালামের অর্থ হ'ল- রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য আল্লাহ্র কাছে শান্তি কামনা করা। যেমন প্রত্যেক মুছল্লী ছালাতের ২য় ও শেষ বৈঠকে এই বলে নবী করীম (ছাঃ)-কে সালাম প্রদান করেন, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، 'আপনার উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক হে নবী'![৭]

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ছালাত (দরূদ) ও সালাম এক সাথে পেশ করা উত্তম। যেমনটি আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে বলেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরা তার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর' *(আহযাব ৩৩/৫৬)*।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাছীর (রহঃ) (৭০০-৭৭৮ হিঃ) বলেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কদর, মান-সম্মান ও ইয্যত মানুষের নিকট প্রকাশ পেয়ে যায়। তারা যেন জানতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূলের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর ফেরেশতারা রাসূলের জন্য দো'আ করে থাকেন। মালায়ে আ'লার এই খবর দিয়ে জগতবাসীকে আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারাও যেন তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পাঠাতে থাকে। যাতে আল্লাহর দরবারের ফেরেশতামণ্ডলী ও দুনিয়াবাসীর মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।[৮]

কোন কোন বিদ্বানের মতে, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি শুধু ছালাত (দরূদ) পাঠ করা যায়। আবার শুধু সালামও পেশ করা যায়। কেননা রাসূল (ছাঃ) প্রথমে ছাহাবীদেরকে শুধু সালাম শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ ছালাত (দরূদ) পাঠের নির্দেশ দেওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে দরূদ শিক্ষা দেন।[৯] রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! أَمَا يُرْضِيْكَ أَنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ : إِنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ أَحَدٌ صَلَاةً، إِلاَّ

---

* তুলাগাঁও, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

১. বুখারী হা/৩৫৩৫; মুসলিম হা/২২৭৮।
২. বুখারী হা/৪৭৯৭-এর অংশ।
৩. তাফসীরে কুরতুবী ১৪/২৩২; আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, (কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুঊনিল ইসলামিয়া, ২য়প্রকাশ ১৯৮৩), ২৭/২৩৪ পৃঃ।
৪. বুখারী হা/১৪৯৭; মুসলিম হা/১০৭৮; আহমাদ হা/১৯১৩৩।
৫. ইবনে ফারিস, মু'জামু মাক্বায়িসিল লুগাহ, ৩/৩০০-৩০১ পৃঃ; গৃহীত: ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত (৫ম প্রকাশ, ২০০৯) পৃঃ ১৪৯।
৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী), পৃঃ ৪৭০।
৭. বুখারী হা/৮৩৫, ১২০২; মুসলিম হা/৪০২; তিরমিযী হা/২৮৯; আবূদাঊদ হা/৯৬৮; ইবনু মাজাহ হা/৮৯৯।
৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আহযাব ৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
৯. বুখারী হা/৪৭৯৭; মুসলিম, মিশকাত হা/৯১৯, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪০৫।

www.at-tahreek.com

صَلَّيْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ تَسْلِيْمَةً، إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، فَقُلْتُ : بَلَى، أَيْ رَبِّ!

'জিব্রীল আমার নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার প্রতিপালক বলেছেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করবে আমি তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করব। আর আপনার উম্মতের যে আপনার উপর সালাম পেশ করবে, আমি তার উপর দশ বার শান্তি বর্ষণ করব। আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই হে আমার রব'।[১০]

সুতরাং এক সাথে ছালাত ও সালম প্রদান করাই উত্তম। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত ও শান্তি পাওয়া যায়। আর যার উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন আল্লাহ তাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا– 'তিনি তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও রহমতের দো'আ করে তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আনার জন্য। বস্তুতঃ আল্লাহ ঈমানদারগণের প্রতি অতীব দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৪৩)*।

শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'যখন রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত ও সালাম একত্রিত হয় তখন চাহিদা পূরণ হয় এবং ভীতি দূর হয়। আর সালাম ভীতি দূর করে এবং অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে। আর ছালাত চাহিদা পূরণ করে এবং পরিপূর্ণতাকে নিশ্চিত করে'।[১১]

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের হুকুম :

বিদ্বানগণের মতে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ছালাত (দরূদ) পাঠ কখনো ওয়াজিব আবার কখনো মুস্তাহাব। ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মতে তাশাহহুদের পর দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (রহঃ)-এর মতে সুন্নাত।[১২]

হানাফী ও মালেকী মাযহাব মতে সূরা আহযাবের ৫৬নং আয়াতের আদেশ অনুযায়ী জীবনে একবার হ'লেও দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব।[১৩] ইমাম তাহাবী (রহঃ) বলেন, যখনই রাসূল (ছাঃ)-এর নাম আসবে তখনই তার প্রতি দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব।[১৪] আর মুস্তাহাব হ'ল, হাদীছে উল্লেখিত বিভিন্ন সময়ে। যেমন জুম'আর দিনে, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়, আযানের পরে, দো'আর শুরুতে ইত্যাদি।

১০. নাসাঈ হা/১২৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৭১; মিশকাত হা/৯২৮।
১১. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৪/৩৪৭-৩৮৪ পৃঃ।
১২. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-বাসসাম, তায়সীরুল আল্লাম শরহে উমদাতুল আহকাম, ১ম খণ্ড (কুয়েত : জমঈয়াতু ইহয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১৯৯৪ খৃঃ/১৪১৪ হিঃ), পৃঃ ২৬৮।
১৩. আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ২৭/২৩৪ পৃঃ।
১৪. ঐ, ২৭/২৩৫ পৃঃ।

দরূদ পাঠের ফযীলত

নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা তাঁর উম্মতের প্রতি অবশ্য পালনীয় একটি ইবাদত। এই ইবাদত পালনের মাধ্যমে দরূদ পাঠকারী অনেক ছওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি ফযীলত উল্লেখ করা হ'ল-

১. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত লাভ :

দরূদ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমত লাভ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন'।[১৫]

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের সাথে যদি সালাম প্রদান করা হয় তাহ'লে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দশটি শান্তি অবতীর্ণ হয়।[১৬] এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য রহমত। তিনি বান্দার সকল ভাল কাজকেই ১০গুণ করে বৃদ্ধি করেন *(আন'আম ৬/১৬০)*।

আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাইরে যান, আর আমি তাঁকে অনুসরণ করি। তিনি একটি খেজুরের বাগানে প্রবেশ করেন এবং সিজদা করেন। তিনি সিজদারত অবস্থায় অনেক সময় অতিবাহিত করেন, ফলে আমি ভয় পেয়ে যাই এই ভেবে যে, সিজদারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল কি-না? এজন্য আমি কাছে এসে লক্ষ্য করি। তিনি মাথা তুলে বললেন, আব্দুর রহমান, তোমরা কী হয়েছে? তখন আমি আমার (মনের ভয়ের) কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, জিব্রীল আমাকে বললেন, আপনি কি এ ব্যাপারে খুশি নন যে, আল্লাহ বলেছেন, مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، 'আপনার উপর যে দরূদ পাঠ করবে আমিও তার উপর রহমত, বরকত নাযিল করব, আর যে আপনার উপর সালাম পাঠাবে আমি তার উপর শান্তি বর্ষণ করব'। (নবী করীম (ছাঃ) বলেন) 'আর এজন্য আমি শুকরিয়ার সিজদা করি'।[১৭]

২. ফেরেশতা কর্তৃক আল্লাহ্র কাছে রহমতের জন্য দো'আ :

রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠকারীর জন্য ফেরেশতারা আল্লাহর নিকটে দো'আ করে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ آنِفًا عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا صَلَّيْتُ أَنَا وَمَلَائِكَتِيْ عَلَيْهِ عَشْرًا،

'তোমরা জুম'আর দিন আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। কারণ কিছুক্ষণ পূর্বে জিব্রীল তাঁর প্রতিপালক আল্লাহ্র

১৫. মুসলিম হা/৪০৮; আবূদাঊদ হা/১৫৩০; নাসাঈ হা/১২৯৬; তিরমিযী হা/৪৮৫; মিশকাত হা/৯২১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩৯৭।
১৬. নাসাঈ হা/১২৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৭১; মিশকাত হা/৯২৮।
১৭. আহমাদ হা/১৬৬৪; হাকিম হা/২০১৯; মিশকাত হা/৯৩৭, হাদীছ হাসান।

www.at-tahreek.com

নিকট থেকে আগমন করে বললেন, (হে নবী!) পৃথিবীর বুকে যে কোন মুসলিম তোমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আমি তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করব এবং আমার ফেরেশতাবর্গ তার জন্য দশ বার ক্ষমা প্রার্থনা করবে'।[১৮] তিনি আরো বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ عَلَيَّ إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، 'যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং যতক্ষণ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য দো'আ করতে থাকেন। অতএব বান্দা চাইলে তার পরিমাণ (দরূদ পাঠ) কমাতেও পারে বা বাড়াতেও পারে'।[১৯]

৩. পাপ মোচন, ছওয়াব ও মর্যাদা লাভ :

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ গুনাহ মাফ, ছওয়াব ও মর্যাদা লাভের অন্যতম মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، 'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, (তার বিনিময়ে) সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ দশটি রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি পাপ মোচন করেন এবং তার দশ ধাপ মর্যাদার স্তর উন্নীত করেন'।[২০]

৪. ক্বিয়ামতের দিন মর্যাদা লাভ :

দুনিয়াতে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি যারা যত বেশী দরূদ পাঠ করবে ক্বিয়ামতের দিন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর তত বেশী নিকটবর্তী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً، 'ক্বিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে যে আমার উপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়ে'।[২১]

৫. রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভ :

দরূদ পাঠের আরেকটি ফযীলত হ'ল ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল অথবা আমার জন্য 'অসীলার' দো'আ করল ক্বিয়ামতের দিন তার ব্যাপারে শাফা'আত করা আমার জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে'।[২২] তিনি আরো বলেন,

إِذَا سَمِعْتُمِ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ–

'তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শুনলে তার উত্তরে সেই শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করবে। আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে এবং এর পরিবর্তে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করবে। 'ওয়াসীলা' হ'ল জান্নাতের একটি উচুঁ স্থান, যা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে শুধু একজন পাবেন। আর আমার আশা আমিই হব সেইজন। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলা'র দো'আ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সুফারিশ করা আমার উপর আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে'।[২৩]

৬. জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা লাভ :

জান্নাতে উচ্চমর্যাদা লাভের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের কোন বিকল্প নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبُهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً، 'যে ব্যক্তি যত বেশী আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি (জান্নাতে) মর্যাদায় তত বেশী আমার নিকটবর্তী হবে'।[২৪]

৭. ফেরেশতারা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে দরূদ পৌঁছান :

দুনিয়াতে রাসূলের উপরে কেউ দরূদ পাঠ করলে বা সালাম পেশ করলে ফেরেশতারা তা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পৌঁছে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ، 'পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্র ভ্রমণরত বহু ফেরেশতা রয়েছেন, যারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমাকে সালাম পৌঁছে দেন'।[২৫]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। কেননা আল্লাহ আমার কবরের কাছে ফেরেশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন। যখন আমার উম্মতের কোন লোক আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, তখন ফেরেশতা আমাকে জানায় যে, নিশ্চয়ই অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি এই সময়ে দরূদ পাঠ করেছে'।[২৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের উপর একজন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে থাকেন এবং যখনই কেউ দরূদ পাঠ করে তখনই তাকে বলেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করেছেন।[২৭]

---

১৮. ত্বাবারানী; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৬২; মিশকাত হা/৯২৭।
১৯. ইবনু মাজাহ হা/৯০৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৪৪, হাদীছ হাসান।
২০. নাসাঈ হা/১২৯৭; মিশকাত হা/৯২২।
২১. তিরমিযী হা/৪৮৪, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩৯৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৬৮।
২২. ইমাম ইসমাঈল বিন ইসহাক্ব আল-কাযী (১৯৯-২৮২ হিঃ) : ফাযলুছ ছালাত 'আলান নাবী (ছাঃ), তাহক্বীক : আলবানী (বৈরূত : মাকতাবা ইসলামিয়া, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৯ হিঃ ১৯৯৬ খৃঃ), পৃঃ ৫১, নং ৫০।
২৩. মুসলিম হা/৩৮৪; আবূদাঊদ হা/৫২৩; নাসাঈ হা/৬৭৮; তিরমিযী হা/৩৬১৪; মিশকাত হা/৬৫৭।
২৪. বায়হাক্বী; আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৪৯; ছহীহ তারগীব হা/১৬৭৩।
২৫. নাসাঈ হা/১২৮২; আহমাদ হা/৩৬৬৬, ৪২১০; ইবনে হিব্বান হা/৯১৪; ছহীহ তারগীব হা/১৬৬৪।
২৬. ছহীহুল জামে' হা/১২০৭।
২৭. ছহীহ আত-তারগীব ও তাহযীব ২/২৯৬; হা/১৬৬৭।

www.at-tahreek.com

উল্লেখ্য যে, এই দরূদ পাঠের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের কাছে যাওয়া শর্ত নয়; বরং বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন সময় দরূদ পাঠ করলেই রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে তা পৌঁছানো হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ 'তোমরা আমার কবরকে উৎসব কেন্দ্রে পরিণত করো না। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পেশ কর। কারণ তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের পেশকৃত দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়'।[২৮]

মুসলিম সমাজে বর্তমানে ধর্মের নামে আলেম-ওলামার কবরকে কেন্দ্র করে যে অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে সেগুলোর কোনটিই জায়েয নয়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ-

'সাবধান, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি'।[২৯]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি নিজের মুখমণ্ডলকে চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলতে লাগলেন। আবার অসস্তিবোধ করলে তা চেহারা থেকে সরিয়ে ফেলতেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ 'ইহুদী ও নাছারাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে'।[৩০]

৮. রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সালামের জবাব দান :

কেউ যদি সালাম পেশ করে তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) সেই সালমের জবাব দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ 'কোন ব্যক্তি যখন আমার উপর সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ আমার মধ্যে আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন, ফলে আমি তার সালামের জবাব দেই'।[৩১]

৯. দরূদ পাঠের মাধ্যমে চিন্তা দূর হয় :

রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠের কারণে চিন্তা দূর হয় এবং পাপ মোচন হয়। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার উপর অনেক বেশী দরূদ পাঠ করি। আপনি আমাকে বলে দিন, আমি (দো'আর জন্য যতটুকু সময় বরাদ্দ করে রেখেছি তার) কতটুকু সময় আপনার উপর দরূদ প্রেরণের জন্য নির্দিষ্ট করব? উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার মন যা চায়। আমি আরয করলাম, যদি এক তৃতীয়াংশ করি? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার মন যা চায়, যদি আরো বেশী কর তাহ'লে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি আরয করলাম, যদি অর্ধেক সময় নির্ধারণ করি? নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তোমার মন যা চায়। যদি বেশী নির্ধারণ কর তাহ'লে তা তোমার জন্যই ভাল। আমি বললাম, যদি দুই-তৃতীয়াংশ করি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার মন যা চায়। যদি আরো বেশী নির্ধারণ কর তা তোমার জন্যই কল্যাণকর হবে। আমি আরয করলাম, তাহ'লে আমি আমার (দো'আর) সবটুকু সময়ই আপনার উপর দরূদ পাঠ করার জন্য নির্দিষ্ট করে দেব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ 'তাহ'লে তোমার চিন্তা ও ক্লেশের জন্য তা যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ মাফ করা হবে'।[৩২]

১০. দরূদ পাঠের দ্বারা অন্তর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয় :

রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করলে অন্তর পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ زَكَاةٌ لَكُمْ، وَسَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ 'তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। নিশ্চয়ই আমার উপর তোমাদের দরূদ তোমাদের (অন্তরের) পবিত্রতা। আর তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট 'ওয়াসীলা' চাও'।[৩৩]

১১. দো'আ কবুল হয় :

হামদ ও ছানা তথা আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করার পরে দো'আ করা হ'লে তা কবুল হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ছালাত আদায় করছিলাম এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে আবু বকর ও ওমর (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। আমি (শেষ বৈঠকে) বসলাম, প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলাম, তারপর নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করলাম, তারপর নিজের জন্য দো'আ করলাম। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, سَلْ تُعْطَهْ سَلْ تُعْطَهْ 'তুমি প্রার্থনা করতে থাক, তোমাকে দেয়া হবে; তুমি প্রার্থনা করতে থাকে তোমাকে দেয়া হবে'।[৩৪] অপর দিকে দরূদ পাঠ না করে দো'আ করলে তা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتَّي يُصَلَّى

২৮. *আবূদাঊদ হা/২০৪২; মিশকাত হা/৯২৬; ছহীহুল জামে' হা/৭২২৬।*
২৯. *মুসলিম হা/৫৩২; ছহীহুল জামে' হা/২৪৪৫।*
৩০. *বুখারী হা/৪৩৫; মুসলিম হা/৫৩১; আহমাদ হা/১৮৮৪।*
৩১. *আবূদাঊদ হা/২০৪১, হাদীছ হাসান।*
৩২. *তিরমিযী হা/২৪৫৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৭০; মিশকাত হা/৯২৯।*
৩৩. *সিলসিলা ছহীহা হা/৩২৬৮।*
৩৪. *তিরমিযী হা/৫৯৩; মিশকাত হা/৯৩১।*

Contents

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'প্রত্যেক দো'আ দরূদ পাঠ না করা পর্যন্ত আড়াল করে রাখা হয়'।[৩৫]

১২. বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হওয়া থেকে রক্ষা :

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ বান্দাকে দুনিয়া ও আখেরাতে বিপদ ও আশাহত হওয়া থেকে রক্ষা করবেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ 'কোন সম্প্রদায় কোন মজলিসে বসে যদি আল্লাহ তা'আলার যিকর না করে এবং তাদের নবীর প্রতি দরূদ পাঠ না করে, তারা বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হবে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা মাফও করতে পারেন'।[৩৬]

দরূদ পাঠ ছেড়ে দেয়ার ক্ষতি

নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা যেমন ফযীলতপূর্ণ কাজ, তেমনি তা ছেড়ে দেওয়াও অনেক ক্ষতির কারণ। নিম্নে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে কয়েকটি ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করা হ'ল।

১. আল্লাহ অপমানিত করবেন :

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠে অলস ব্যক্তিকে ইসলাম তিরস্কার করেছে এবং তিনি অপমানিত হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ 'সেই ব্যক্তির নাসিকা ধূলায় ধূসরিত হোক (অপমানিত হোক), যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়েনি'।[৩৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, একদা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। প্রথম ধাপে উঠে বললেন, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উঠে বললেন, আমীন। অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও উঠে বললেন, আমীন। অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান পেল অথচ পাপমুক্ত হ'তে পারল না আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তখন আমি (প্রথম) আমীন বললাম। তিনি আবার বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে জাহান্নামে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও তাঁর রহমত থেকে দূর করুন। এতে আমি আমীন বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন। এতে আমি আমীন বললাম'।[৩৮]

৩৫. আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭২১; ছহীহুল জামে' হা/৪৫২৩; ছহীহাহ হা/২০৩৫।
৩৬. তিরমিযী হা/৩৩৮০, হাদীছ ছহীহ।
৩৭. তিরমিযী হা/৩৫৪৫; মিশকাত হা/৯২৭, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪০০।
৩৮. ইবনে হিব্বান হা/৪০৯, ৯০৭; ছহীহ তারগীব হা/৯৮২।

২. কৃপণ গণ্য হবে :

দরূদ পাঠে অলস ব্যক্তি আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির পরিবর্তে আল্লাহর কাছে বখীল হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلِّ عَلَـــيَّ 'সেই হচ্ছে কৃপণ, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়েনি'।[৩৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না, সবচেয়ে বখীল কে? সকলে বলল, অবশ্যই হে আল্লাহ রাসূল! তিনি বললেন, যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হ'ল, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না। সেই হ'ল সবচেয়ে বড় কৃপণ'।[৪০] সুতরাং দরূদ পাঠের মাধ্যমে সে কৃপণতা থেকে মুক্ত হ'তে পারে।

৩. জান্নাতের পথ ভুলিয়ে দেয়া হবে :

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ না করলে জান্নাতের পথ ভুলে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করতে ভুল করল, সে আসলে জান্নাতের পথ ভুল করল'।[৪১] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ : آمِيْنَ، قُلْتُ : آمِيْنَ '(জিব্রীল (আঃ) এসে বললেন) আপনি আমীন বলুন (এই কথার উপর) যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হ'ল অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করল না, অতঃপর মারা গেল। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ তাকে তার রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন। জিব্রীল বললেন, আপনি আমীন বলুন! অতঃপর আমি আমীন (হে আল্লাহ! কবুল কর) বললাম'।[৪২]

৪. কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্টে থাকার কারণ :

নবী করীম (ছাঃ)-এর উপরে দরূদ পাঠ করা না হ'লে পরকালে দুঃখ-কষ্টের মাঝে পতিত হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ، وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّـــوَابِ 'যখন কোন জাতি কোন বৈঠকে বসে আর সেখানে যদি তারা আল্লাহকে স্মরণ না করে ও নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ না করে তাহ'লে তাদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন সেটি আফসোসের কারণ হবে, যদিও তারা পুরস্কার হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করে'।[৪৩]

(চলবে)

৩৯. তিরমিযী হা/৩৫৪৬; আহমাদ হা/১৭৩৫; মিশকাত হা/৯৩৩, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪০৩।
৪০. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৮৪।
৪১. ইবনে মাজাহ হা/৯০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৮২।
৪২. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৩৮৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৭৯।
৪৩. হাকেম ১/৫৫০; মুসনাদে আহমাদ হা/৯৯৬৬; ছহীহাহ হা/৭৬।

আকাশের দরজাগুলো কখন ও কেন খোলা হয়?

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(জুন'১৮ সংখ্যার পর)

যেসব আমল সম্পাদনকালে আকাশের দরজাগুলো খোলা হয় :

কিছু কিছু আমল রয়েছে, যা সম্পাদনের সময় আল্লাহ আকাশের দরজাগুলো খুলে দেন। সৎকর্মশীল বান্দার আমলের নেকী গ্রহণের জন্যই মূলতঃ আসমানী দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এ জাতীয় কিছু আমলের বর্ণনা দেওয়া নিম্নে হ'ল।-

(১) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা :

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের পূর্বে ও পরে ১০/১২ রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। তন্মধ্যে যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বের চার রাক'আত এমন অন্যতম, যা আদায়ের প্রাক্কালে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আস-সায়েব (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য ঢলে পড়ার পর যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তিনি বলেন, এটা এমন একটা সময় যখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, আর আমি ভালোবাসি যে, এই সময়ে আমার নেক আমল উত্থিত হোক'।[১]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إنه إذا زالت الشمسُ فتحَتْ فلا يُغلقُ منها بابٌ حتى يُصلى الظهرُ، فأنا أبوابُ السماءِ، أُحبُّ أن يُرفعَ لي في تلك الساعة خير. 'নিশ্চয়ই যখন সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়ে, আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর যোহর ছালাত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোন দরজাই বন্ধ করা হয় না। আর আমি পসন্দ করি যে, এই সময় আমার আমল উঠিয়ে নেওয়া হোক'।

রাসূল (ছাঃ) এই চার রাক'আত ছালাতকে এতই গুরুত্ব দিতেন যে, কখনো যোহরের পূর্বে তা আদায় করতে না পারলে যোহরের পরে পড়ে নিতেন। আর যারা যোহরের পূর্বের চার রাক'আতের পাশাপাশি পরেও চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করে, আল্লাহ তাদের জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، 'যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতের ব্যাপারে যত্নশীল হয়, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন'।[২]

২. এক ফরয ছালাত শেষে অপর ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা :

এক ফরয ছালাত আদায়ের পর অপর ফরয ছালাতের জন্য অপেক্ষায় থাকলে আল্লাহ ঐ বান্দাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন এবং তাদের জন্য আসমানের বিশেষ একাটি দরজা খুলে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। তারপর যার চলে যাওয়ার সে চলে গেল, আর যার থাকার সে (মসজিদে) থেকে গেল। একটু পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এত দ্রুতবেগে ফিরে এলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হ'তে লাগল। তিনি তাঁর দু'হাঁটুর উপর ভর করে বসে বললেন, أَبْشِرُوْا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، يَقُوْلُ: انْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ قَدْ قَضَوْا فَرِيْضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ أُخْرَى. 'তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক আকাশের একাটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের সামনে তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করে বলছেন, 'তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা এক ফরয আদায়ের পর পরবর্তী ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে'।[৩]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু আমলের সন্ধান দিব না, যা তোমাদের পাপরাশি মিটিয়ে দিবে এবং মর্যাদা উচ্চকিত করবে? তাহ'ল- কষ্টের সময় সুন্দররূপে ওযূ করা, অধিক পদক্ষেপে মসজিদে গমন করা এবং এক ছালাতের পর অপর ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই হ'ল তোমাদের পাহারা দেওয়া, এটাই হ'ল তোমাদের পাহারা দেওয়া, এটাই হ'ল তোমাদের পাহারা দেওয়া।[৪] অর্থাৎ ছালাতের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারারত মুজাহিদের মত মর্যাদাবান।

ইবনে বাত্তাল বলেন, 'অনেক বড় পাপী বান্দা যদি কামনা করে যে, কোন কষ্ট ছাড়াই তার পাপগুলো মিটিয়ে দেওয়া হোক, সে যেন ছালাতের পর তার মুছাল্লাতে (তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে) অবস্থান করাকে গনীমত মনে করে। কেননা এতে তার দো'আ কবুল করা হয় এবং ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করে ও তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

৩. আল্লাহ্র কিতাব পঠন-পাঠনের মজলিসে :

কোন বান্দা যদি তার রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর কিতাব পঠন-পাঠনে সময় অতিক্রান্ত করে এবং তাঁর গৃহে সমবেত হয়ে দ্বীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে রত থাকে, তাহ'লে ফেরেশতারা

* ছাত্র, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. তিরমিযী হা/৪৭৮; তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত হা/৪৪১২।

২. আবূদাঊদ হা/১২৬৯; তিরমিযী হা/৪২৮; নাসাঈ হা/১৮১৬।

৩. ইবনু মাজাহ হা/৮০১; আল-মু'জামুল কাবীর হা/১৪৫২৩।

৪. মুসলিম হা/২৫১; তিরমিযী হা/৫১।

www.at-tahreek.com

আকাশের দরজা খুলে যমীনে অবতরণ করে ঐ বান্দাদেরকে ঘিরে রাখেন এবং আকাশের উন্মোচিত দরজা দিয়ে তাদের উপর রহমত ও প্রশান্তি বর্ষিত হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ، يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

‘যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্র কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের উপর প্রশান্তি বর্ষিত হয়, (আল্লাহ্র) রহমত তাদেরকে ঢেকে রাখে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন’।[৫]

একদা উসাইদ বিন হুযায়ের (রাঃ) রাতে তার বাড়ীতে বসে সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করছিলেন। হঠাৎ তার পাশে বেঁধে রাখা ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করে। তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করলেন, তখন ঘোড়াটি শান্ত হ’ল। পুনরায় যখন তেলাওয়াত শুরু করলেন, ঘোড়াটিও লাফাতে শুরু করে দিল। আর ঘোড়াটির পাশে তার শিশু পুত্র ইয়াহইয়া শুয়েছিল। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন, না জানি ছেলের গায়ে আঘাত লেগে যায়। তখন তিনি পুত্রকে টেনে আনলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলেন। অতঃপর পরের দিন সকালে তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে রাতের ঘটনাটি জানালেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে ইবনু হুযায়ের! তুমি পড়তেই থাকতে! হে ইবনু হুযায়ের! তুমি পড়তেই থাকতে! তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছেলেকে ঘোড়ার পায়ের আঘাত লাগার ভয়ে আমি তেলাওয়াত বন্ধ করেছিলাম। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছায়ার মত এক জ্যোতির্ময় জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম এবং তা দেখতে দেখতে উপরের দিকে উঠে শূন্যে মিলিয়ে গেল। তখন রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, وَتَدْرِيْ مَا ذَاكَ؟ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ، ‘তুমি কি জান, সেটা কি ছিল? তাঁরা ছিল ফেরেশতা। তোমার তেলাওয়াত শুনে তোমার কাছে এসেছিল। যদি তুমি তেলাওয়াত করতেই থাকতে, তাহ’লে তাঁরা সকাল পর্যন্ত এভাবেই থাকত এবং লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত। একজন ফেরেশতাও তাদের দৃষ্টির অন্তরাল হ’তেন না’।[৬]

অতএব এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের মজলিসকে বরকতমণ্ডিত করার জন্য ফেরেশতারা কল্যাণের বার্তা নিয়ে যমীনে নেমে আসেন এবং ঐ মজলিসে উপবেশনকারী বান্দাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

৪. প্রতিশোধ বর্জন করে সহনশীল হওয়া :

যারা প্রতিশোধ না নিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তারা সফলকাম। তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং আকাশ থেকে ফেরেশতা নাযিল হয়ে তাদের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ) বলেন, ‘একদা রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের নিয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবুবকর (রাঃ)-কে গালি দিয়ে কষ্ট দিল, কিন্তু আবুবকর (রাঃ) কোন জবাব না দিয়ে চুপ থাকলেন। তারপর লোকটা পুনরায় আবুবকর (রাঃ)-কে কষ্ট দিল। কিন্তু তিনি কোন জবাব না দিয়ে চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার লোকটা আবারও আবুবকর (রাঃ)-কে গালি দিয়ে কষ্ট দিল, কিন্তু তিনি এবার লোকটির প্রতিশোধ নিলেন (অর্থাৎ লোকটাকে পাল্টা জবাব দিলেন)। যখন আবুবকর (রাঃ) তার প্রতিশোধ নিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উঠে দাঁড়ালেন। আবুবকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (যখন তুমি চুপ ছিলে) আসমান থেকে একজন ফেরেশতা অবতরণ করে তোমার পক্ষ হয়ে জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তুমি তার প্রতিশোধ নিলে, তখন এখানে শয়তান উপস্থিত হ’ল। আর যেখানে শয়তান উপস্থিত হয়, সেখানে আমি বসে থাকতে পারি না’।[৭] তারপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِيْ عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِلَّا أَعَزَّ اللهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ، يُرِيدُ بِهَا صِلَةً، إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً، إِلَّا زَادَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً– ‘হে আবুবকর! তিনটি বিষয় আছে, যেগুলোর প্রত্যেকটি সত্য। (১) যদি কোন ব্যক্তির উপর যুলুম করা হয়, আর সে যুলুমের প্রতিবাদ না করে চুপ থাকে, তাহ’লে মহান আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। (২) যদি কোন ব্যক্তি তার দানের দরজা খুলে দেওয়ার মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহ’লে আল্লাহ অবশ্যই তা বৃদ্ধি করে দিবেন। (৩) কোন ব্যক্তি ভিক্ষার দরজা খুলে দিলে এবং এর মাধ্যমে তার সম্পদ বৃদ্ধি করতে চাইলে আল্লাহ তার সম্পদ কমিয়ে দিবেন’।[৮]

অন্যত্র ওক্ববা ইবনে ‘আমের (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর হাত ধরে বললাম, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কতিপয় উৎকৃষ্ট আমলের কথা বলুন! তখন তিনি বললেন, يَا عُقْبَةُ، صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وفي رواية: واعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، ‘হে ওক্ববা! যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে,

৫. মুসলিম হা/২৬৯৯; আবূ দাঊদ হা/১৪৫৫।
৬. বুখারী হা/৫০১৮।
৭. আবূদাঊদ হা/৪৮৯৬; শু‘আবুল ঈমান হা/৬২৪২; ছহীহাহ হা/২৩৭৬।
৮. মুসনাদে আহমাদ হা/৯৬২২; মিশকাত হা/৫১০২; ছহীহাহ হা/২২৩১।

তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান করো। যে তোমার প্রতি যুলুম করে তাকে এড়িয়ে চল। অপর বর্ণনায় আছে, যুলুমকারীকে ক্ষমা করে দাও'।[৯]

ইউসুফ (আঃ) শত নির্যাতন ও যুলুমের স্বীকার হয়ে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছিলেন, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি মেহেরবানদের চেয়ে অধিক মেহেরবান' *(ইউসুফ ১২/৯৬)*।

নবী করীম (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন এমন লোকদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন, যারা ছিল তার প্রাণঘাতি শত্রু। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কারণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে নিজেকে নিবৃত রাখেন, আকাশের দরজা খুলে ফেরশতা নেমে এসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে মাযলূম হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হয়। যেমন আল্লাহ আখেরাত পিয়াসী বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ 'আর তারা অত্যাচারিত হ'লে প্রতিশোধ গ্রহণ করে' *(শূরা ৪২/৩৯)*।

৬. যিকিরের মজলিস অংশগ্রহণ করা :

যখন কোন বৈঠকে আল্লাহ্র যিকির করা হয়, তখন আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিযুক্ত একদল ফেরেশতা আছেন, যারা যিকিরের মজলিস অনুসন্ধান কারার জন্য সর্বদা যমীনে পরিভ্রমণ করে বেড়ান। আর যখন কোন মজলিস খুঁজে পান, তখন আকাশ-যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে সেই মজলিসকে ঘিরে রাখেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র একদল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহ্র যিকিরে রত লোকেদের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। যখন তাঁরা কোথাও আল্লাহ্র যিকিরে রত লোকেদের দেখতে পান, তখন ফেরেশতারা পরস্পরকে ডেকে বলেন, তোমরা আপন আপন কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো। তখন তাঁরা তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঢেকে ফেলেন নিকটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। তখন তাঁদের প্রতিপালক তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যদিও ফেরেশতাদের চেয়ে তিনিই অধিক জানেন, مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ؟ 'আমার বান্দারা কি বলছে'? তখন তাঁরা বলেন, তারা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, আপনার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, আপনার গুণগান করছে এবং আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন,؟ هَلْ رَأَوْنِي 'তারা কি আমাকে দেখেছে'? তখন তাঁরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার শপথ! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলবেন, ؟ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي 'আচ্ছা যদি তারা আমাকে দেখত তাহ'লে কি করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করত, আরো অধিক আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করত, আরো অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করত। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ বলবেন, فَمَا يَسْأَلُونِيْ؟ 'তারা আমার কাছে কি চায়'? তাঁরা বলবেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলবেন, না। আপনার সত্তার কসম! হে রব! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা দেখত তবে তারা কি করত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত তাহ'লে জান্নাতের জন্য আরো অধিক লোভ করত, আরো বেশী চাইত এবং এর জন্য আরো বেশী বেশী আকৃষ্ট হ'ত। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলবেন, জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দিবেন, আল্লাহ্র কসম! হে প্রতিপালক! তারা জাহান্নাম দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, যদি তারা তা দেখত তখন তাদের কি হ'ত? তাঁরা বলবেন, যদি তারা তা দেখত, তাহ'লে তারা তাথেকে দ্রুত পালিয়ে যেত এবং একে অত্যধিক ভয় করত। তখন আল্লাহ বলবেন, فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ 'আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম'। তখন ফেরেশতাদের একজন বলবে, তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সে কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তারা এমন উপবেশনকারী যাদের মজলিসে উপবেশনকারী বিমুখ হয় না'।[১০]

তবে বিভিন্ন মাযারে নাচের তালে তালে ও গানের সুরে সুরে যিকির করার যে পদ্ধতি চালু আছে, তা অবশ্যই পরিত্যজ্য এবং 'লা-ইলাহা' অথবা শুধু 'ইল্লাল্লাহ' এরূপ অংশবিশেষ বলে যিকির করা শরী'আত সম্মত নয়। অপরদিকে নবীর নামে যিকির করা শিরক। কারণ যিকির হ'তে হবে আল্লাহ্র নামে, কোন সৃষ্টির নামে নয়। তাছাড়া আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) চিৎকার করে যিকির করতে নিষেধ করেছেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নিয়ে খায়বারের দিকে যাত্রা করেছিলেন, তখন লোকেরা কোন উপত্যকায় উপনীত হ'লে উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' বলে তাকবীর দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন তাদেরকে বললেন, ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ، 'তোমরা নিজেদের প্রতি দয়া কর। কারণ তোমরা বধির ও অনুপস্থিত কোন সত্তাকে ডাকছ না; বরং তোমরা সেই সত্তাকে ডাকছ, যিনি সর্বশ্রোতা এবং তোমাদের অতি নিকটে অবস্থানকারী'।[১১]

৯. মুসনাদে আহমাদ হা/১৭৪৮৮; ছহীহাহ হা/৯৮১।

১০. বুখারী হা/৬৪০৮।
১১. বুখারী হা/৪২০৫।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর মনে মনে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে অনুচ্চৈঃস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায়। আর তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*।

৭. রোগীকে দেখতে যাওয়া :

নবী করীম (ছাঃ) রোগীর সেবা এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর উম্মতকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেন, عُودُوا الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، 'তোমরা রোগীর সেবা কর এবং জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ কর, যা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।[১২]

একবার আলী (রাঃ)-এর পুত্র হাসান (রাঃ) খুব অসুস্থ হ'লেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) তাকে দেখার জন্য আলী (রাঃ)-এর বাড়িতে গেলেন। আলী (রাঃ) তাকে বললেন, আপনি রোগীকে দেখতে এসেছেন নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসেছেন? আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বললেন, আমি আপনার অসুস্থ ছেলে হাসানকে দেখতে এসেছি। তখন আলী (রাঃ) বললেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا إِلا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ، إِنْ كَانَ مُصْبِحًا حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُمْسِيًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، 'কোন মুসলিম ব্যক্তি সকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে গেলে সত্তর হাযার ফেরেশতা তার সাথে রওনা দেয়। প্রত্যেক ফেরেশতাই সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরী করা হয়। আর সে যদি সন্ধ্যা বেলা কোন রোগীকে দেখতে বের হয়, তাহ'লে সত্তর হাযার ফেরেশতা তার সাথে রওনা দেয়। প্রত্যেক ফেরেশতাই সকাল পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান বরাদ্দ করে রাখা হয়'।[১৩]

এমনকি কোন মুসলিম যদি এমন দিন মৃত্যুবরণ করে, যেদিন সে কোন রোগীর সেবা করেছে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য যিম্মাদার হয়ে যান। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, خَمْسٌ مَنْ فَعَلَ واحدةً مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً على الله عزَّ وجلَّ: مَنْ عادَ مَرِيْضاً، أو خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ خَرَجَ غَازِياً، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمامٍ يُرِيْدُ تَعْزِيرَه وتوْقِيرَه، أو قعَد في بَيْتِه فسَلِمَ الناسُ مِنْهُ وسَلِمَ مِنَ الناسِ، 'পাঁচটি কাজ রয়েছে, যে ব্যক্তি সেগুলোর কোন একটি সম্পাদন করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য যিম্মাদার হয়ে যাবেন। (১) যে ব্যক্তি রোগীর সেবা করবে। (২) জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করবে। (৩) জিহাদ থেকে গাযী হয়ে ফিরে আসবে। (৪) ইমাম বা আমীরের নিকটে গমন করবে, এ উদ্দেশ্যে যে, তাকে সাহায্য করবে এবং তাকে সম্মান করবে। (৫) বাড়িতেই অবস্থান করবে, ফলে মানুষ তার থেকে নিরাপত্তা লাভ করে এবং সেও মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে'।[১৪]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোন রোগীকে দেখতে যায় অথবা নিজের ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যায়, একজন ঘোষক (ফেরেশতা) তাকে ডেকে বলতে থাকেন, তোমার জীবন কল্যাণময় হয়েছে এবং পথচলাও কল্যাণময় হয়েছে। তুমি তো জান্নাতের মধ্যে একটি বাসস্থান বানিয়ে নিলে'।[১৫]

সে রোগীর কাছে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে। আর তাদের পঠিত দো'আর শেষে ফেরেশতা মণ্ডলী 'আমীন' বলতে থাকেন। এজন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) রোগীকে দেখতে যেতেন, তার শিয়রে বসে দো'আ করতেন এবং তাঁর উম্মতকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। *[চলবে]*

---

১২. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০৮৪১।

১৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০৮৪১।
১৪. আহমাদ হা/২২১৪৬; ছহীহাহ হা/৩৩৮৪।
১৫. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০৮৪১।

আইডিয়াল ইসলামিক একাডেমী, জামালপুর
জুয়েল ম্যানশন (জাপানী), নয়াপাড়া (মণি চেয়ারম্যান বাড়ী মোড়ের পশ্চিম পার্শ্বে), জামালপুর।
যোগাযোগ : ০১৮৬৩-৬৮২৪৭০ (প্রধান শিক্ষক); ০১৭৮২-১১৩৮৪২ (পরিচালক); ০১৮৩৬-৯৫৮৭২৬ (সভাপতি)।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
প্লে গ্রুপ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত
(৯ম শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় ভর্তি নেওয়া হবে)

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা নভেম্বর'১৮ হতে।
ভর্তি পরীক্ষা : ২৯ ডিসেম্বর'১৮, সকাল ১০-টা।
ক্লাস শুরু : ১লা জানুয়ারী'১৯

আমাদের সাফল্য : ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্তি ও A+ সহ ১০০%।
২০১৭ সালে জেডিসি পরীক্ষায় পাশের হার ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্তি ও A+ সহ ১০০%।
২০১৬ ও ২০১৭ সালে মোট ৪ জন হিফয সম্পন্ন করে (একজন ৮ মাসে ও অন্য ৩ জন ১ বৎসরে)।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

* সাধারণ, আলিয়া, কওমী ও হিফয শিক্ষার সমন্বয়।
* বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর হাতের লেখা অনুশীলন।
* আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথন ও লেখালেখিতে দক্ষ করে তোলা।
* ৭ম শ্রেণীর মধ্যেই হাদীছের মূল কিতাব পড়ার দক্ষতা অর্জন।
* নিজস্ব ডাক্তার দ্বারা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান।
* শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।
* পূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধানের উপর গড়ে তোলা।
* প্রতি দিনের পড়া শিক্ষকদের তদারকীতে তৈরী করে দেওয়ার ব্যবস্থা। ফলে গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হয় না।
* গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা।
* প্রজেক্টরের সাহায্যে ক্লাস পরিচালনা ও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরিং।
* দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা।
* একই ভবনে একাডেমিক ও আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা।
* শিরক-বিদ'আত ও রাজনীতি মুক্ত প্রতিষ্ঠান।
* চতুর্থ শ্রেণী হতে বালক ও বালিকা আলাদা শাখা।
* হাদীছের মূল কিতাব ও তাফসীর পড়ানোর মাধ্যমে যোগ্য আলেম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
* বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আবাসিক রুম ও স্পেশাল খাবার সহ জি.আই.পি ব্যবস্থা।

খতীবে আযম : টুকরো স্মৃতি

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

[খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমাদ দেশের একজন উদারমনা প্রখ্যাত হানাফী আলেম ছিলেন। তিনি ১৯০৩ সালে কক্সবাজার যেলাধীন চকরিয়া উপযেলার বরইতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী দীর্ঘ ৪৩ বছরের এই মহান শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক শেষ জীবনে ৩ বছর পক্ষাঘাতগ্রস্ত থাকার পর ১৯৮৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন ও নিজ গ্রামে নিজের প্রতিষ্ঠিত জামে'আ ইসলামিয়া ফয়যুল উলূম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে কবরস্থ হন। তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীছ ডিগ্রী লাভ করার পর ১৯২৬ সালে ভারতের সাহারানপুর ও ১৯২৯ সালে দেউবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। দেশে ফিরে ১৯৩০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ১৫ বছর হাটহাজারী মাদ্রাসায় 'মুহাদ্দিছ' হিসাবে এবং ১৯৬৬ হ'তে ১৯৮৩ পর্যন্ত ১৭ বছর চট্টগ্রামের জামে'আ ইসলামিয়া পটিয়া মাদ্রাসায় 'শায়খুল হাদীছ' হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে বিশেষ করে পীরপূজা, কবরপূজা, কবর পাকা করা, ওরস, হিল্লা প্রথা, কাদিয়ানী মতবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় বক্তব্য রাখতেন। ১৯৬৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ফেনী আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে তাঁকে 'খতীবে আযম' উপাধি দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে এই লকবেই তিনি পরিচিত হন। ভারতে শিক্ষা গ্রহণকালে তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৩ খৃ.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার মুহতামিম মুফতী ফয়জুল্লাহ (১৮৯২-১৯৭৬) ও সাতকানিয়ার চুড়ামণির পীর মাওলানা শাহ আহমাদুর রহমান (১৮৮৪-১৯৬৪)-এর নিকট হ'তে 'খেলাফত' লাভ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন লড়াই করে গেছেন। তিনি পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি এবং বাংলাদেশ আমলে উক্ত পার্টির আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদল হিসাবে নেযামে ইসলাম পার্টি থেকে মহেশখালী-কুতুবদিয়া আসনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক এসেম্বলীর সদস্য (এম.পি.এ) নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৬ সালের ২৪শে আগষ্ট ৬টি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ-আইডিএল-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ'-র ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তিনি এই সংগঠনের মজলিসে ছাদারাতের ১ নং সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর দুই স্ত্রীর গর্ভজাত ৭ পুত্র ও ৬ কন্যার মধ্যে তৃতীয় জামাতা জামে'আ ইসলামিয়া পটিয়া-র সুপ্রাচীন মুখপত্র মাসিক আত-তাওহীদ-এর সম্পাদক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন গত ১২ ও ১৭ই নভেম্বর পর পর দু'বার রাজশাহী মারকাযে আসেন এবং তাঁর শ্বশুরের স্মৃতিতে প্রকাশিতব্য স্মারক গ্রন্থের জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর নিকটে তাঁর সম্পর্কে অভিমত ও মন্তব্য লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করেন। যা ই-মেইল যোগে তার নিকট পাঠানো হয়।] যেটি নিম্নরূপ-

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দীক আহমাদ (১৯০৩-১৯৮৭ খৃ.)-এর সাথে আমাদের পরিচয় স্বল্পকালের জন্য। তাতেই তিনি আমাদের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছেন।

১৯৭৮ সালের ১২ই মে থেকে ২৪শে মে পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশ বার্মা থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই-বোনদের ত্রাণ সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে সদ্য গঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর একটি দল নিয়ে আমরা উখিয়া ও নাইক্ষংছড়ির সীমান্তবর্তী এলাকায় গমন করি। আমাদের সাথে 'লালবাগ জামে'আ কুরআনিয়া'-র একজন শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্র ছিলেন। সে সময় গঠিত 'জাতীয় ত্রাণ কমিটি'র তিনজন নেতা উক্ত উদ্দেশ্যে একই সময়ে চট্টগ্রাম যান। তারা হ'লেন পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি মাওলানা ছিদ্দীক আহমাদ ও সহ-সভাপতি হাজী আক্বীল (বংশাল, ঢাকা)। চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী পত্রিকার অফিসে ১২ই মে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নেতাদের আবেদনে আমিও সেখানে বক্তব্য রাখি। যাতে খতীব ছাহেব খুবই খুশী হন। আমাদের ত্রাণবাহী ট্রাকগুলি কক্সবাজার রওয়ানা হয়ে যাবে, আমিও সেই সাথে যাব। কিন্তু খতীব ছাহেব ইতিমধ্যে আমার জন্য বিমানের টিকেট কেটেছেন। ফলে আমাকে রেখেই 'যুবসংঘে'র ট্রাকগুলি কর্মীদের নিয়ে কক্সবাজার চলে যায়। পরে আমি তিন নেতার সাথে চট্টগ্রাম থেকে বিমানে কক্সবাজার যাই। এটাই ছিল আমার জীবনে প্রথম বিমান ভ্রমণ। খতীবে আযমের বদান্যতায় আমরা মুগ্ধ হ'লাম।

কক্সবাজার নেমে হোটেলে বসে ওনারা সংক্ষিপ্ত বৈঠকের পর ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সাথে আমার উপর দায়িত্ব দিলেন আমাদের ত্রাণের সাথে ওনাদের ত্রাণগুলি একত্রে বিতরণের জন্য। কারণ তাঁদের সাথে কোন কর্মী ছিল না। ওনারা আমাদের জন্য দো'আ করে ফিরে গেলেন। অতঃপর আমরা গন্তব্যস্থলে গিয়ে প্রচুর বৃষ্টি ও কাদা-পানির মধ্যে দিন-রাত ত্রাণ বিতরণ, ঘর তৈরী, চিকিৎসা সহায়তা প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত সময় কাটিয়ে ২৪শে মে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ বিতরণের সফরে প্রাথমিক পরিচয়ের সূত্র ধরে কিছুদিন পর মাওলানা ছিদ্দীক আহমাদ অঘোষিতভাবে একদিন ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াতে আসেন। তখন আমি সেখানে 'মুহতামিম' ছিলাম। আমরা তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালাম। অতঃপর তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের সামনে চেয়ারে বসে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। ভাষণে তখনকার সময়ের প্রেক্ষিতে কুরআনের সূরা আন'আম ৭৬-৭৮ আয়াতের তাফসীর পেশ করে বলেন, 'তাফসীরের নামে যেন আমরা যে কোন তাফসীর পড়ে বিভ্রান্ত না হই'। তিনি পীরপূজা, কবরপূজা, ওরস প্রভৃতি শিরকী ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধেও বক্তব্য রাখেন। সেদিন তাঁর সাবলীল ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণে আমরা চমৎকৃত হই। তাঁর ইলমের গভীরতায় ও নিরহংকার ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হই। এরপর থেকে আর কোনদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। তাঁর মত উদারমনা আলেমের সংখ্যা বেশী থাকলে হানাফী সমাজ থেকে তাক্বলীদী গোঁড়ামী অনেকটা হালকা হয়ে যেত এবং আহলেহাদীছদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব আল্লাহ্র রহমতে অনেক কমে যেত। আমরা তাঁকে সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন- আমীন!

দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে তাঁর জামাতা সুযোগ্য আলেম ও বক্তা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন-এর সৌজন্যে মুহতারামের স্মৃতিতে কিছু লিখতে পেরে নিজেকে ধন্য ও ভারমুক্ত মনে করছি। তাই আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া আদায়ের সাথে সাথে জামাতাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ রইল।

কবরে মানুষের পরীক্ষা

মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের ইহকালীন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। পরকালীন যাত্রা পথের প্রথম মনযিল হচ্ছে 'কবর'। কবরে মানুষকে পৃথিবীর কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী মানুষ সঠিক ও সুন্দর উত্তর দিবে। ফলে তার কবর শান্তিময় হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তি উত্তর দিতে পারবে না। ফলে তার কবর ভয়াবহ শাস্তির স্থলে পরিণত হবে। এভাবে উভয় শ্রেণীর মানুষই ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত কবরে অবস্থান করবে। এ প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত হাদীছ-

আসমা বিনতে আবূবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে গেলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল এবং লোকেরা সেজন্য ছালাতে দাঁড়িয়েছিল। আর তিনিও ছালাতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, লোকেরা ছালাত পড়ছে কেন? তখন তিনি সুবহানাল্লাহ বলে হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমি বললাম, এটা কি কোন আযাবের আলামত? তখন তিনি হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত করলেন। বর্ণনাকারিণী বলেন, আমিও তখন (ছালাতের জন্য) দাঁড়ালাম। পরিশেষে (গ্রহণজনিত) অন্ধকার কেটে গেল। আর আমি (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে যে ক্লান্তি এসেছিল তা দূর করার উদ্দেশ্যে) আমার মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শেষ করলেন তখন প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন, আমি এই স্থানে থেকে যা দেখলাম, তা হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম। আর আমার নিকট অহী পাঠানো হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কবরের মধ্যে দাজ্জালের ফেতনার ন্যায় অথবা তার কাছাকাছি ফেতনায় লিপ্ত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, 'ন্যায় (মিছল) অথবা কাছাকাছি (কারীবা) এ শব্দ দু'টির কোনটি আসমা (রাঃ) বলেছিলেন, তা আমার মনে নেই। তোমাদের প্রত্যেকের সম্মুখেই আমাকে উপস্থিত করে তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, এ লোকটি সম্পর্কে কি জান? অতঃপর যে ব্যক্তি ঈমানদার ও নিশ্চিত বিশ্বাসী হবে- বর্ণনাকারী বলেন, আসমা ঈমানদার (মুমিন) শব্দ বলেছিলেন না ইয়াক্বীনকারী (মুক্বীন) বলেছিলেন তা আমার স্মরণ নেই। তখন সে বলবে, ইনি মুহাম্মাদ, আল্লাহ্র রাসূল। তিনি সুস্পষ্ট দলীল ও হেদায়াত নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরা তাতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি এবং তা অনুসরণ করেছি। এরপর তাকে বলা হবে, তুমি নেক্কার বান্দারূপে ঘুমাও, আমরা নিশ্চিতরূপে জানলাম যে, তুমি ইয়াক্বীনকারী ছিলে। আর যে ব্যক্তি মুনাফিক বা সন্দেহকারী সে বলবে, (এই ব্যক্তি কে?) আমি তা জানি না। (দুনিয়ায়) আমি মানুষকে কিছু কথা বলতে শুনেছি এবং আমিও তাই বলেছি' *(বুখারী হা/৯৮৯ 'সূর্য গ্রহণের বর্ণনা' অধ্যায়)*।

অপর এক বর্ণনায়ও হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। লোকেরা তখন ছালাত আদায় করছিলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি? তখন তিনি মাথার সাহায্যে আসমানের দিকে ইশারা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম (আযাব, ক্বিয়ামত বা অন্য কিছুর) আলামতের কথা বলছেন কি? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করলেন অর্থাৎ হ্যাঁ বললেন। (তখন আমিও তাদের দেখাদেখি ছালাতে যোগ দিলাম)। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাত এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, আমি প্রায় বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার পাশেই একটি চামড়ার মশকে পানি রাখা ছিল। আমি সেটি খুলে আমার মাথায় পানি দিতে শুরু করলাম। তারপর যখন সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ করে ফিরে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মা বা'দ...। আসমা বলেন, তখন আনছারদের কিছু সংখ্যক মহিলা যেন কিসের একটা গুঞ্জন তুললেন। তাই আমি তাদেরকে চুপ করাবার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। তারপর আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, আয়েশা বললেন, তিনি বলেছেন, এমন কোন জিনিস নেই যা আমাকে দেখানো হয়নি, আমি আজ এ স্থানে থেকেই সেসব কিছুই দেখে নিলাম। এমনকি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলাম। আমার নিকট প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদেরকে মসীহ দাজ্জালের ফেতনার (পরীক্ষার) ন্যায় বা অনুরূপ ফেতনায় ফেলা হবে (অর্থাৎ তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে)। তোমাদের প্রত্যেককে উঠানো হবে এবং প্রশ্ন করা হবে। এ লোকটি সম্পর্কে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে) তুমি কি জান? তখন মুমিন অথবা মুক্বীন নবী করীম (ছাঃ) এ দু'টির মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন সে ব্যাপারে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে। সে (কবরবাসী) বলবে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ), তিনি মুহাম্মাদ, তিনি আমাদের নিকটে সুস্পষ্ট দলীল ও হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর আমরা ঈমান এনেছি, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তাঁর আনুগত্য করেছি এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। তখন তাকে বলা হবে, নেক্কার হিসাবে ঘুমিয়ে থাক। তুমি যে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ তা আমরা অবশ্যই জানতাম। আর যে মুনাফিক বা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী কাফের) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ দু'টির মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন সে সম্পর্কে হিশামের সন্দেহ রয়েছে- তাকেও প্রশ্ন করা হবে যে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান? জবাবে সে বলবে, আমি কিছুই জানি না। অবশ্য মানুষকে তার সম্পর্কে কিছু একটা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলতাম' *(বুখারী হা/৯২২ 'জুম'আ' অধ্যায়)*।

** রফীক আহমাদ*
বিরামপুর, দিনাজপুর।

আমি কখনো দরিদ্র হব না

সন্ধ্যারাতের সড়কে হলুদ-লাল-নীল রঙিন আলো-আঁধারি পেরিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। সারাদিনের কর্মক্লান্তি শেষে যানজটে ব্যস্ত সড়ক কিছুটা দম নিচ্ছে বোধহয়। হাল্কা যানজটে মাঝে মাঝে গাড়ির গতি কমিয়ে কয়েক মিনিট বিরতি নিয়ে পুনরায় ছুটে চলা। রৌদ্রপ্রখর দিনের তীব্র গরমে ভ্রমণের ক্লান্তিতে চোখ দু'টো মুদে আসছিল। তন্দ্রায় হেলে পড়লাম কিছুক্ষণের জন্য পাশের দ্বীনি ভাইয়ের উপরেই। শারীরিক ভারসাম্য ফিরে আসলে পুনরায় উঠে বসে গাড়ির চালকের সাথে দ্বীনি ভাইদের টুকটাক অপ্রয়োজনীয় কথোপকথন শুনছিলাম। তাদের কথার ফাঁকে গাড়ির চালককে প্রশ্ন করলাম, গাড়ি কি আপনার নিজের, নাকি ভাড়ায় চালাচ্ছেন? কথাটা ধরতে তিনি কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন। পরক্ষণেই কিছুটা দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, এটা ভাড়ায় চালাই। কথার টানে কিছুটা আভিজাত্যবোধ অনুভব করলাম।

আপনি কোথায় থাকেন, আর পরিবার? থাকি খিলক্ষেতে (ঢাকা)। দুই ছেলে এক মেয়ে নিয়ে আমার পরিবার। মেয়েটা তিতুমীর কলেজে মাষ্টার্সে, এক ছেলে কলেজে, অন্যজন স্কুলে পড়ে। গাড়ির মালিককে প্রতিদিনের জমা দিয়ে আপনার সংসার চলে? আল্লাহ্‌র রহমতে চলে যায়। যানজটের কারণে আয়টা কম হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা যানজটে বহু কর্মঘণ্টা ও শ্রম নষ্ট হয়। জীবনের পুরো সময়টা কি গাড়ি চালিয়েই কাটাচ্ছেন? কিছুক্ষণ নীরবতা। ড্রাইভিং সিট থেকে পেছনে ফিরে সড়ক বাতির আব্‌ছা আলোয় আলোকিত গাড়ির পেছনের অংশে বসা দু'জনের মধ্যে প্রশ্নকারীকে এক ঝলক দেখে নিলেন। কিছুটা দম নিয়ে শুরু করলেন, আপনারা বিরক্ত হবেন নাতো? না না বিরক্তি কিসের? এখনও পথের অনেক বাকী। আপনি বলুন। আমার রেন্ট-এ-কার এর ব্যবসা ছিল। নিজেরই গাড়ি ছিল চারটা। প্রথম জীবনে আজকের মতই ভাড়ায় গাড়ি চালাতাম। তবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আরামদায়ক এই গাড়ির মতো নয়। শুরুর সময়গুলোতে টেম্পু-লেগুনা ছিল। সময়ের পরিবর্তনে বাহনও পরিবর্তিত হয়েছে। এক সময় রেন্ট-এ কার এ কমিশন নিয়ে গাড়ি ভাড়ায় দিতাম। কেউ গাড়ি ভাড়া নিতে আসলে তাদের সাথে রেন্ট-এ কার এর চালক ও মালিকদের সাথে সমঝোতার মাধ্যম হিসাবে গাড়ি ভাড়ার একটা অংশ আমাকে দেওয়া হ'ত। এটাকে হেয় অর্থে দালালী, ভদ্র উচ্চারণে মধ্যস্বত্বভোগীও বলতে পারেন।

এভাবে একটা সময় পারিবারিক খরচের পরও উদ্বৃত্ত টাকা জমাতে থাকি। সময়ের পরিক্রমায় জমানো টাকা দিয়ে পুরোনো গাড়ি ক্রয় করে তা মেরামত ও রং করে বেশী দামে বিক্রয় করা শুরু করি। এতে লাভের পরিমাণ অতীতের তুলনায় আরো অধিক হারে বাড়তে থাকে। দিন-মাস-বছর গড়িয়ে আমার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন চারটি গাড়ি, আশিয়ান সিটিতে কয়েকটি প্লটও ক্রয় করি। নিজের ও পরিবারের ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি রেখে তিনটি রেন্ট-এ কার ব্যবসায় দিয়ে দেই, তা থেকেও আয় আসতে থাকে। নতুনভাবে কয়েকজন মিলে জমির ব্যবসাতেও বিনিয়োগ করি। এতেও প্রচুর লাভ হয়। গ্রামের বাড়িতে জায়গা ক্রয় করতে থাকি। গ্রামের লোকজন সম্মুখে সম্মান দেখালেও হঠাৎ করে নতুন নতুন জায়গা ক্রয় করায় অনেকেই আড়ালে-আবডালে মাদক ব্যবসায়ীও বলতো। আসলে সত্যটা তো আমিই অবগত। তখনকার হিসাবে আমি প্রায় ৭ কোটি টাকার মালিক। সে-ই সময়গুলোতে (অহংকারে) আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম আমি কখনোই দরিদ্র হব না।

সময়ের পরিক্রমায় আরও বেশী আয়ের আশায় ছোট ব্যবসাগুলো বন্ধ করে জমির ব্যবসাতেই সম্পদের বড় অংশ বিনিয়োগ করি। এক পর্যায়ে কয়েক কোটি টাকা বিনিয়োগ করে জমি কিনতে গিয়ে একজন জনপ্রতিনিধি ও তার অনুচরদের ধোঁকায় পড়ে যাই। পরবর্তীতে জমি বুঝে নিতে গিয়ে দেখি পুরো সম্পত্তিই জাল দলীলের মাধ্যমে দখল করা। এত বড় ধোঁকা আর কয়েক কোটি টাকা চোখের সামনেই হারিয়ে যাওয়ার ধাক্কা তাৎক্ষণিকভাবে দেহ-মন সামলে নিতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে চরম অসুস্থতা ও মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। স্বজনদের কান্নাকে সঙ্গী করে কয়েক মাস একাধারে ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকি। পরিবারের সবার তখন আমাকে নিয়ে চিন্তা। ৬ সদস্যের পরিবার পরিচালনা ও আমার চিকিৎসার ব্যয় সামলাতে গিয়ে যারপর নেই হিমশিম খেতে হয় পরিবারের সদস্যদের। গ্রামের জায়গাগুলো স্বল্পমূল্যেই বিক্রয় করতে হয়। সেই সাথে বিভিন্নজনের কাছ থেকে ঋণ করতে করতে ঋণের পরিমাণও বিরাট আকার ধারণ করে। ক্ষমতার পালাবদলে আশিয়ান সিটিও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পত্রিকায় তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদ প্রচারিত হয়। ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব ও প্রশাসনিক তদন্তে তাদের সম্পদের বিশাল অংশ কাগজপত্রে সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়। যার মধ্যে আমার ক্রয়কৃত প্লটগুলোও পড়ে যায়। চারপাশের এই সমস্যাগুলো মোকাবিলা করে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠার পর দেখি অর্থ-সম্পদের কোন অংশই আর অবশিষ্ট নেই।

শুধু থাকার জন্য খিলক্ষেতে (ঢাকা) টিনশেড ছোট্ট বাড়িটা আছে। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সবাই আমার পাশে থেকে সর্বক্ষণ সান্ত্বনা দিয়েছে, যা হারিয়েছি তার জন্য যেন দুঃখিত না হই। এত বড় বিপর্যয় শেষে সুস্থভাবে পরিবারের কাছে ফিরে এসেছি; এখনও বেঁচে আছি সেজন্য আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞ, বলেই কিছুটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। পরক্ষণেই মৃদু হেসে বলতে থাকলেন, একসময় বলেছি, আমি কখনোই আর দরিদ্র হব না। আর আজ সব হারিয়ে এখন আবার ভাড়ায় অন্যের গাড়ি চালাই। নিজের একটা আছে। তবে সেটা দিয়ে যাত্রী পরিবহন করি। সেটা ঠিক করতে ওয়ার্কশপে দিয়েছি। জীবনের গল্প শুনতে শুনতে ধানমণ্ডি চলে এসেছি। গাড়ি চলছে আপন গতিতে। মধ্যরাতে এখনও থেমে থেমে যানজট। সশব্দে চালকের ফোন বেজে উঠল। রিসিভ করেই তিনি বলছেন, বাবা এখনও খাইনি, এইতো আর কিছুক্ষণ পর যাত্রীদের নামিয়েই খেয়ে নেব। আজ বাড়িতে আসতে একটু দেরি হবে বাবা, বলেই ফোন রাখলেন। বলতে লাগলেন, ছেলেটা ফোন দিয়েছে এখন একটা ঔষধ খাওয়ার সময়তো, তাই খেয়েছি কি-না জানতে চাইল। বললাম, আপনার বর্তমান অবস্থা সন্তানরা কিভাবে নিয়েছে? উত্তরে বললেন, সন্তানরা স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে। তাদের বাবা সুস্থভাবে এখনও বেঁচে আছেন, কর্ম করছেন সেটাই তাদের কাছে বড় পাওয়া। আপনাদের আমীর ছাহেব আমাকে একটা বই দিয়েছেন বলেই ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইটা দেখালেন। বললাম, বইটা আপনি পড়বেন, পরিবারের সদস্যদেরও পড়তে বলবেন। অনেক কিছু শেখার আছে এতে।

ড্রাইভিং সিটের পাশে বসা 'আল-আওন'র সহ-সভাপতি জাহিদ বললেন, আজ সকালে আসার পথে উনি গোলাপ শাহ মাযারে সালাম দিয়েছেন! বললাম, তাই নাকি ভাই? আচ্ছা আপনার নামটা তো জানা হ'ল না? আমার নাম আব্দুল মজীদ ভাণ্ডারী। ভাণ্ডারী কেন? আমি ওখানকার মুরীদ।

তারপর তাওহীদ-শিরক, গোলাপ শাহ মাযার, পীর-মুরীদির অসারতা, আল্লাহ্র উপরই সর্বদা ভরসা করা, রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা ইত্যাদি বিষয়ে যৎসামান্য জানি বললাম। তিনি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে বললেন, এভাবে তো কেউ কখনও বুঝায়নি। আপনার কথাগুলোতে যথেষ্ট যুক্তি আছে। আজ ইফতারের পূর্বে আপনাদের আমীর ছাহেবের বক্তব্যও অনেক ভালো লেগেছে। আমি প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। এভাবে যদি সকলকে বুঝানো যেত আর সবাই সত্য বিষয়গুলো বুঝতে পারতো তাহ'লে সত্যিকারার্থে সমাজে জাগরণ সৃষ্টি হ'ত, সমাজটা আমূল পরিবর্তিত হ'ত। এখন থেকে আর খানকা-মাযারে যাব না। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করব। কথা বলতে বলতে ততক্ষণে বংশাল চৌরাস্তা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। গাড়ি থেকে নামতেই হাসিমুখে ব্যাগগুলো নামাতে সাহায্য করলেন ড্রাইভার। ভালোভাবে চেহারার দিকে তাকিয়ে জীবনসংগ্রামে পোড় খাওয়া সদা হাস্যোজ্জ্বল পরিশ্রমী এক বাবাকে দেখলাম। যিনি তার তিলে তিলে গড়ে তোলা সম্পদ হারিয়ে পুনরায় পরিবার নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখার ব্যয় ও পরিবারের খরচ যোগাতে আবার স্টিয়ারিং-এ হাত রেখেছেন। দিন-রাত অতিবাহিত করছেন নতুন কোন স্বপ্ন ছোয়ার আশায়। বললেন, আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া যে তিনি আমাকে ভালো রেখেছেন। আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহই আমাকে সম্পদ দিয়েছেন, তিনিই আবার নিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

ইফতার হিসাবে প্রাপ্য বিরানির কয়েকটি প্যাকেট ছিল। বললাম, এগুলো আপনি বাড়িতে নিয়ে যান (আমরা ইতিপূর্বে ইফতারসহ রাতের খাবার খেয়েছি)। তা নিতে হাসিমুখে কিছুটা অস্বীকৃতি জানালেও জোর আপত্তি করল না। সালাম দিয়ে বিদায় নিয়ে কয়েক মিনিটের পথ হাঁটছি আর ভাবছি জীবনের গতিটা কত বিচিত্র! সকাল বেলার ধনী যে ফকীর সন্ধ্যাবেলা। আলহামদুলিল্লাহ! যিনি আমাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক রেখেছেন। তাঁর অফুরন্ত নে'মত দিয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রেখছেন। সেই আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা।

শিক্ষা: অহংকার সৃষ্টির জন্য শোভা পায় না। এই অধিকার শুধু স্রষ্টার জন্যই সংরক্ষিত।

** বেলাল বিন ক্বাসেম, তেজগাঁও, ঢাকা।*

দারুল হাদীছ একাডেমী

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য শিক্ষা

বাংলাবাজার, ইব্রাহীম ব্রীজ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৮১৮-৫৯৭০০৯, ০১৭১৭-৮৩৩৬৫২, ০১৬২৩-৮৬৪২৮৮।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী। পর্যায়ক্রমে দাখিল পর্যন্ত

ভর্তি শুরু : ২০শে ডিসেম্বর'১৮
ক্লাশ শুরু : ৪ঠা জানুয়ারী'১৯

আমাদের সেবাসমূহ

১. সমগ্র ক্যাম্পাস সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
২. পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা।
৩. মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন।
৪. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, স্কুল বোর্ড, ইংলিশ মিডিয়াম ও মদীনা ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন সিলেবাসের সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন।
৫. বছরে তিনটি সেমিষ্টারসহ ক্লাস টেস্ট, Monthly টেস্ট এবং মডেল টেস্টের ব্যবস্থা।
৬. ছাত্রদের জ্ঞান বিকশিত করার জন্য আধুনিক পাঠাগারের ব্যবস্থা।
৭. প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য খাট ও পৃথক চেয়ার-টেবিলসহ আকর্ষণীয় থাকার রুম।
৮. আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষকের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়।
৯. সাপ্তাহিক আঞ্জুমানের মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী সংগীত, হাদীছ পাঠ ও বিভিন্ন বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজী, আরবী) বক্তব্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া (MHS)

(ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়)

আকাশতারা, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, বগুড়া।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

প্লে থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু	: ১০ই ডিসেম্বর ২০১৮ ইং।
ভর্তি পরীক্ষা	: ০২রা জানুয়ারী ২০১৯ ইং।
নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি	: ০৩রা জানুয়ারী ২০১৯ ইং।
ক্লাস শুরু	: ০৬ই জানুয়ারী ২০১৯ ইং।

আমাদের সাফল্য : ২০১৭ সালে ইবতেদায়ী ও জেডিসি পরীক্ষায় মোট ৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে A+ ৩৯ জন, বৃত্তি ৩৬ জন।

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- নির্ধারিত ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- প্রত্যেক বছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।
- একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সাথে সমন্বয় করে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠ দান।
- আধুনিক তথ্য ও দেশী-বিদেশী গ্রন্থ সমৃদ্ধ লাইব্রেরী।
- আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথনে অভ্যস্তকরণ।
- ক্লাসের পর কোচিং-এর বিকল্প হিসাবে 'সুপারভাইজরী স্টাডি প্রোগ্রাম'-এর সুবিধা।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম গ্রহণ।
- যুগোপযোগী উন্নতমানের সিলেবাস।
- ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী ও JDC এবং দাখিল পরীক্ষায় এ প্লাস সহ শতভাগ পাশের নিশ্চয়তা।
- স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা।

বিস্তারিত জানতে : ০১৭১০-১৪৬৯৯৯, ০১৭৪৯-০৬০৩৭৩, ০১৭৩২-৪২০২৬২। e-mail : madrasaassalafia@gmail.com

ডাবের পানির সাথে মধু মিশিয়ে পান করলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে

ডাবের পানি অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর একটি পানীয়। সুস্থতার জন্য যরূরী আরেকটি প্রাকৃতিক উপাদান মধু। ডাবের পানির সঙ্গে মধু মিশিয়ে নিয়মিত পান করলে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়। এক গ্লাস ডাবের পানিতে এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে নাশতার আগে পান করা অত্যন্ত উপকারী। এতে বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়ে : ডাবের পানির সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে নিয়মিত পান করলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি দূর হয়। সেই সাথে হার্টের পেশির কর্মক্ষমতা বাড়তে থাকে। ফলে কোন ধরনের হার্টের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। আর রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

২. এনার্জির ঘাটতি দূর হয় : একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এই পানীয়টি পান করলে শরীরে বিশেষ কিছু খনিজের মাত্রা বাড়তে শুরু করে। ফলে সহজে শরীর ক্লান্ত হয় না।

৩. শরীর ও ত্বকের উন্নতি : ডাবের পানি ও মধু মিশিয়ে তৈরী পানীয়তে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন- এ রয়েছে, যা শরীরকে নানা রকমের ক্ষতিকর উপাদানের প্রভাব থেকে রক্ষা করে। ফলে শরীর ভেতর থেকে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এ কারণে শরীর ও ত্বকের লাবণ্য বজায় থাকে।

৪. হজমশক্তি বাড়ায় : প্রতিদিন ডাবের পানির সঙ্গে মধু পান করলে অ্যাসিড উৎপাদনের পরিমাণ কমতে শুরু করে। ফলে বদহজম, অ্যাসিডিটি ও কনস্টিপেশনের মতো সমস্যা দূরে থাকে।

৫. খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায় : যারা কোলেস্টরলের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য ডাবের পানি ও মধু বেশ কার্যকর। এ পানীয় নিয়মিত পান করলে অল্প দিনেই কোলেস্টেরল লেভেল একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এছাড়া এই পানীয়টি খেলে রক্তনালীতে জমতে থাকা কোলেস্টরল বা ময়লাও পরিস্কার হয়ে যায়। ফলে হার্ট অ্যাটাকসহ নানা জটিল রোগ হওয়ার আশঙ্কা কমে।

৬. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : শরীরে বিভিন্ন ব্যথা কমানোর পাশাপাশি যেকোন ধরনের সংক্রমণ থেকে দূরে রাখতে ডাবের পানি ও মধু অত্যন্ত উপকারী। কারণ এই দু'টিতেই রয়েছে অ্যান্টিসেপটিক প্রপার্টিজ, যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে। এই পানীয়টিতে বিদ্যমান ভিটামিন এবং মিনারেল কোষকে উজ্জীবিত করে। ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটে।

৭. কিডনীর কর্মক্ষমতা বাড়ায় : শরীর থেকে ময়লা ও ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দেয় কিডনী। কিন্তু কিডনীকেও পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। তাই প্রতিদিন ডাবের পানি ও মধু মিশিয়ে পান করলে কিডনী পরিষ্কার থাকে। ফলে শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বেরিয়েই যায়, কিডনীও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

প্রতিদিন ১টি এলাচ দূর করতে পারে ৮টি স্বাস্থ্য সমস্যা

এলাচ রান্নার স্বাদ ও গন্ধ বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দূরে রাখে। এজন্য প্রতিদিন মাত্র ১টি এলাচ খাওয়ার অভ্যাস করা ভাল। নিম্নে এলাচের গুণাগুণ উল্লেখ করা হল।-

১. এলাচ ও আদা সমগোত্রীয়। আদার মতই পেটের নানা সমস্যা এবং হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে এলাচ অতি কার্যকরী। বুক জ্বালাপোড়া, বমি ভাব, পেট ফাঁপা, অ্যাসিডিটির হাত থেকে মুক্তি পেতে এলাচ মুখে দিয়ে চাবালে উপকার হবে।

২. দেহের ক্ষতিকর টক্সিন দূর করে দিতে এলাচের জুড়ি নেই। এলাচের ডিউরেটিক উপাদান দেহের ক্ষতিকর টক্সিন পরিষ্কারে সহায়তা করে।

৩. রক্তনালীতে রক্ত জমে যাওয়ার সমস্যায় ভুগে থাকেন অনেকেই। এলাচের রক্ত পাতলা করার দারুণ গুণটি এই সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। প্রতিদিন এলাচ খেলে রক্তের ঘনত্ব সঠিক থাকে।

৪. এলাচের ডিউরেটিক উপাদান উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা কমিয়ে আনতে সক্ষম। দেহের বাড়তি ফ্লুইড দূর করে এলাচ উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়তা করে।

৫. মুখে খুব বেশী দুর্গন্ধ হ'লে একটি এলাচ নিয়ে চুষতে থাকলে এলাচ মুখের দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

৬) নিয়মিত এলাচ খাওয়ার অভ্যাস মুখের দুর্গন্ধের পাশাপাশি মাড়ির ইনফেকশন, মুখের ফোঁড়া সহ দাঁত ও মাড়ির নানা সমস্যা থেকে রক্ষা করে।

৭. গবেষণায় দেখা যায়, নিয়মিত এলাচ খাওয়ার অভ্যাস ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। এলাচ দেহে ক্যান্সারের কোষ গঠনে বাঁধা প্রদান করে থাকে।

৮. এলাচের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান ত্বকে বয়সের ছাপ, রিংকেল, ফ্রি র‍্যাডিকেল ইত্যাদি পড়তে বাঁধা প্রদান করে। এলাচ ত্বকের ক্ষতি পূরণেও বেশ সহায়ক। *॥ সংকলিত ॥*

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

পরিচালনায় : ১৩ বছরের অভিজ্ঞ মু'আল্লিম
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

বিঃ দ্রঃ * ২০১৯/২০২০ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।
* রামাযান মাস ব্যতীত সারা বছরে ৭০/৮০ হাযার টাকায় ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা : আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
পরিচালক, **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান**
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭।
(সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনাল, লাইসেন্স নং ২০৪)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ ।

www.at-tahreek.com

নারিকেল গাছের পরিচর্যা

নারিকেল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকারী ফসল। নারিকেলের ইংরেজি নাম Coconut। নারিকেলের বহুবিধ ব্যবহারের জন্য নারিকেল গাছকে কল্পবৃক্ষ বলা হয়। ঔষধি গুণসম্পন্ন পানীয় হিসাবে ব্যবহারের পাশাপাশি নারিকেল দিয়ে বিভিন্ন রকম সুস্বাদু খাদ্য তৈরি হয় যেমন- পিঠা, মোয়া ইত্যাদি।

সার প্রয়োগ :

নারিকেল গাছের গোড়ায় মাটিতে পানি ও খাবার কম থাকলে কচি ডাব ঝরে পড়ে। পটাশিয়ামের অভাবে কচি ডাব বেশী ঝরে। এক্ষেত্রে মাটিতে পটাশিয়াম ও নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করতে হবে। নারিকেল গাছের গোড়ায় চারদিকে ১.৮ মিটার দূরে বৃত্তাকার গর্ত করে ইউরিয়া ৪ কেজি, এমওপি ৬ কেজি, টিএসপি ১ কেজি এবং সামান্য লবণ দিতে হবে। তবে লবণাক্ত এলাকায় লবণ দেয়া যাবে না।

আগাছা নিড়ানি :

নারিকেল গাছের কিছু নিয়মিত পরিচর্যা করলে গাছের পুষ্টি উপাদানে ভারসাম্য আসে, পোকা ও রোগবালাই কম হয় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে আছে নিয়মিত নারিকেল গাছ বাছাই বা গাছ ঝাড়া, সুষম সার ও সেচ প্রয়োগ, ইঁদুর দমন এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা।

ঝুনা নারিকেল বা ডাব সংগ্রহের সময় গাছের মাথা পরিষ্কার করে দেয়া ভালো। সাথে সাথে মরা ও হলুদ পাতা ফেলে দিতে হবে।

পোকামাকড় :

ক) নারিকেল গাছ ও ফলের জন্য ক্ষতিকর হ'ল পোকামাকড়, রোগবালাই ও ইঁদুর। পোকামাকড়ের মধ্যে আছে প্রধানত গণ্ডার পোকা, লাল কেড়ি পোকা ও উইপোকা।

খ) গণ্ডার পোকা ও লাল কেড়ি পোকা গাছের মাথায় আক্রমণ করে কচি অংশে ছিদ্র করে ভেতরের নরম অংশ খেতে থাকে। ফল গাছের মাথায় অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়।

গ) আক্রমণ বেশী হ'লে গাছের মাথা শুকিয়ে যায় ও গাছ মারা যায়। লাল কেড়ি পোকার ছিদ্রের মুখে বাদামী চটচটে গদের আঠার মতো রস গড়িয়ে পড়ে ও চিবানো কাঠের গুড়া দেখা যায়।

ঘ) কাণ্ডের গায়ে কান পাতলে কড় কড় শব্দ শোনা যায়। সামান্য বাতাসে গাছ ভেঙে পড়ে। বছরের যে কোন সময় এসব পোকা আক্রমণ করতে পারে।

ঙ) তবে উইপোকা চারার জন্য লাগানো নারিকেল ও কচি গাছকে বেশী আক্রমণ করে। অনেক সময় নারিকেল গাছের কাণ্ডে ঢিবি তৈরি করে কাণ্ডের যে অংশে ঢিবি করে সেই অংশ দুর্বল হয়ে গাছ ভেঙ্গে যায়।

পোকামাকড় দমন :

ক) বাগান সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে বিশেষ করে গোবরের গাঁদা ও ময়লার স্তূপ পরিষ্কার করে সেখানে ৬০ সেন্টিমিটার বা ২৪ ইঞ্চি বা ১ ফুট গভীর করে ফুরাডান ও জি ১০ থেকে ১২ গ্রাম দিলে গণ্ডার পোকা বা লাল কেড়ি পোকা দমন হয়।

খ) আক্রান্ত গাছের ছিদ্রে শিক ঢুকিয়ে বা খুচিয়ে পোকা মারতে হবে। ছিদ্রে আলকাতরা বা তারপিন ঢেলে কাদা দিয়ে ছিদ্র মুখ বন্ধ করে দিলে ভেতরের পোকা মারা যায়।

গ) এতে যদি পোকা দমন না হয় তাহ'লে ২ মিলিলিটার বা ৪ ফোঁটা ডাইক্রোমেন ১০০ ইসি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে বা ৫.৭ সিসি বা ১১ ফোঁটা বাইড্রিন ৮.৫ ডবিউপি ৬ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ঘ) উইপোকার জন্য কড়া রোদ উঠলে নারিকেলের বীজতলার মাটি ওলটপালট করে দিতে হবে। নারিকেলে বাগানে উইয়ের আক্রমণ দেখা দিলে জমি প্লাবিত করে রাখলে উইপোকা মারা যায়।

ঙ) এছাড়াও নারিকেলের বীজতলায় লাগানোর সময় ও মূল জমিতে নারিকেলের চারা লাগানোর সময় এবং মূল জমিতে নারিকেলের চারা লাগানোর আগে ১ শতাংশ জমির মাটির সাথে ৪ গ্রাম বাইফেনথ্রিন ২০ ডব্লিউপি মিশিয়ে দিলে উইপোকার আক্রমণ কম হয়।

রোগ-বালাই নিরাময় :

ক) নারিকেলের প্রধান রোগের মধ্যে আছে কুঁড়ি পচা, কাণ্ডের রস ঝরা ও পাতায় দাগ পড়া। কুঁড়ি পচা রোগ হ'লে গাছের মাথার সবচেয়ে কচিপাতাগুলো শুকিয়ে যায়।

খ) পাতা প্রথমে ধূসর বাদামী ও পরে গাঢ় বাদামী হয়ে গোড়ার দিকে ভেঙ্গে পড়ে। আক্রান্ত জায়গা থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হয় এবং জায়গাটি আঠার মত দগদগে দেখায়।

গ) গাছের আগার একেবারে মাঝের নরম কুঁড়ি পাতাটি পচে যায়, অবশেষে গাছ মরে যায়। একইভাবে নারিকেল, কাদি, কুঁড়ি প্রভৃতির গোড়া আক্রান্ত হয় ও ভেঙ্গে পড়ে।

ঘ) কাণ্ডের রস ঝরা রোগে গাছের কাণ্ড লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায়। ঐ ফাটা জায়গা দিয়ে লালচে বাদামী রঙের রস ঝরতে থাকে।

ঙ) রস ঝরার কিছু দিনের মধ্যে আবার তা শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। এই ফাটা জায়গা আস্তে আস্তে পচতে শুরু করে।

চ) এছাড়া পাতার দাগ পড়া রোগে নারিকেলের পাতায় বিভিন্ন আঁকারের ধূসর-সাদা দাগ পড়ে। কয়েকটি দাগ মিলে বড় দাগের সৃষ্টি হয়।

ছ) আক্রমণ বেশী হ'লে পাতা শুকিয়ে যায়। কুঁড়ি পচা বা পাতার রোগ দেখা দিলে গাছের মাথা পরিষ্কার করে মাথায় মিশ্রণ ছিটাতে হবে।

জ) অথবা ৪০ গ্রাম ডায়থেন এম ৪৫ বা কপার অক্সিক্লোরাইড কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউপি ১২ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

ঝ) কাণ্ডের রস ঝরলে ফাটা ও পচা অংশ পরিষ্কার করে বোর্দো মিশ্রণ ১০ থেকে ১৫ দিন পর পর লাগাতে হবে। মিশ্রণের সাথে যেকোন কীটনাশক মিশিয়ে ফাটা অংশে লাগালে ভালো হয়।

বাংলাদেশে নারিকেলের ফলন অত্যন্ত কম। প্রতি বিঘা জমিতে বছরে গড়ে প্রায় ৪০০ কেজি নারিকেলের ফলন হয়।

॥ সংকলিত ॥

www.at-tahreek.com

কবিতা

পাঁচটি বিষয় মানতে হবে

মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন
খয়েরসুতি, পাবনা।

পাঁচটি বিষয় মানতে হবে
নবীজীর ফরমান এটা যে আল্লাহ্র বিধান।
জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন
আমীরের আদেশ শ্রবণ
আনুগত্য হিজরত আর জিহাদে গমন
আল্লাহ তা'আলা নবীর কাছে বলেছেন এমন।
এক বিঘত কেউ যদি ভাই দল থেকে যায় দূরে
ইসলামের গণ্ডি হ'তে সে গিয়েছে সরে।
ছালাত-ছিয়াম কায়েম করেও এমন যদি হয়
মুসলিম বলে দাবী করে জাহেলী দাওয়াত দেয়
যাবে জাহান্নামে এটা যে অহি-র বিধান
আহমাদ ও তিরমিযীর হাদীছে প্রমাণ।
আমীর মানতে হয় একথা আল-কুরআনে কয়
সূরা নিসার ৬৯ নম্বর আয়াতে পাওয়া যায়
আমীর মানলে নবীকে মানিয়া আল্লাহকে মানা হয়
বুখারীর হাদীছে রয়, মুসলিম ও মিশকাতেও পাওয়া যায়।
যে মুসলিম আমীরে কাছে বায়'আত করে নাই
জাহেলিয়াতের মরণ তার হাদীছ পাওয়া যায়।
চেতনায় আজি জনতা এসে আমীরের কাছে বায়'আত নেন
রব উঠেছে সারা দেশে আহলেহাদীছ আন্দোলন।
আযাযীলের মাথায় এখন আগুন লেগেছে
ভণ্ড আলেম দিয়ে বেটায় ফৎওয়া দেওয়াচ্ছে
ভ্রান্ত হয়ে মুফতীগণের কেউবা আবার কয়
রাষ্ট্রীয় আমীর ও যুদ্ধে ছাড়া বায়'আত বৈধ নয়।
ছাহাবীদের বায়'আত করান নবী মক্কার আকাবায়
সেথায় রাষ্ট্রীয় বায়'আত নয়, নবীজীর যুদ্ধের বায়'আতও নয়।
জাহেলিয়াতের রাজপ্রাসাদে লাগলো অহি-র ঝড়-তুফান
মুশরিকদের অট্টালিকায় মুনাফিকরা হাকে- বাঁচান
মূর্খ ওরা মানুষ মেরে দোহাই পাড়ে জিহাদের
জঙ্গীবাদী প্রমাণ করতে অহি-র পথের যাত্রীদের।
তাকবীর দেয় হবে বিজয় আহলেহাদীছ আন্দোলনের
তোল ধ্বনি সেই ঈমানী বজ্রধ্বনি খালেদের।

দেখবে না কেউ

এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ঘরটি আমার আঁধার কালো
প্রদীপ হীনা সাঁঝ,
বিষাদ যতনে প্রিয় স্বজনে
রাখিল সেথায় আজ।
বন্ধ করে দিল একে একে সবে
আমার গৃহের দ্বার,
চারিদিক থেকে এলো এক নিমিশে
তিমির অন্ধকার।
পৃথিবীর আলো এই বুঝি শেষ
বন্ধ করে দিল গৃহের তালা,
বুকের মাঝে উঠল জ্বলে
আগ্নেয়গিরির অগ্নিজ্বালা।
মৃত্যুর পরে কোন দিন আর
আসব না এই ভবে,
মাটির দেহ আমার মাটির সাথে মিশে
অনন্তকাল রবে।
জনমে জনমে জনম আমার
কাটবে সেথায় নিশি,
সোনার দেহ আমার পঁচে গলে মাটি হবে
দেখবে না কেউ আর আসি।

ওরা বাঙালীর রক্ত চুষে খায়

কে.এম. নযরুল ইসলাম
নারায়ণপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

দেশ ভরেছে শিয়াল, শকুন আর কুত্তায়
মাগো, কে মুছবে তোর চোখের পানি
এখনও ওরা রক্ত চুষে খায়
হায়! বাঙালীর রক্ত চুষে খায় ॥
সোনাভরা দেশে সোনার মানুষ
মুক্তির চেতনায় হয় যে বেহুঁশ
ভোরের আকাশে লাল সূর্যটা উঁকি দেয়
দেশমাতৃকা বুঝি আঁখি মেলে চায় ॥
বাংলা মায়ের বুকের ধন হচ্ছে শুধুই খালি
রক্ত নেশায় পাগল ওরা দিচ্ছে হাততালি
লাশ নিয়ে সব করছে কাড়াকাড়ি
পার্থিব লোভে ফায়দা লুটতে চায় ॥
শান্তির বাণী সবই ফাঁকা,
সংক্রমিত বীজ উপ্ত হবেই, যায় না ধরে রাখা
ভিক্ষার দানে দেশ কি কখনও মুক্তির স্বাদ পায়?
লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগ কভু কি ভোলা যায় ॥
লাশের পরে লাশগুলো সব হচ্ছে শুধুই ভারি
রক্তে ভেজা মাটির গর্তে সাজাও সারি সারি
ইবলীসেরা হাসছে দেখ হিঃ হিঃ করে হায়
থলে ভর্তি রক্ত নিয়ে মাখাও তাদের গায় ॥
মানুষগুলো মরছে মরুক কিবা এসে যায়
রক্ত নেশায় পাগল এখন শিয়াল, শুকুন, কুত্তায় ॥

শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) **সহকারী শিক্ষক** (ইংরেজী, ১ জন)। যোগ্যতা : এম.এ (ইংরেজী)।

(২) **সহকারী শিক্ষিকা** (বিজ্ঞান, ১ জন)। যোগ্যতা : বি.এস.সি।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৮।

যোগাযোগ

সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ২৮টি সূরা। ২. সূরা মুজাদালায়।
৩. সূরা ফাতিহা, আন'আম, কাহাফ, সাবা ও ফাতির।
৪. (১) ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসমাঈল, (২) ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসহাক, (৩) ইসহাক (আঃ)-এর পুত্র ইয়া'কূব, (৪) ইয়া'কূব (আঃ)-এর পুত্র ইউসুফ, (৫) যাকারিয়া (আঃ)-এর পুত্র ইয়াহইয়া ও (৬) দাউদ (আঃ)-এর পুত্র সুলাইমান (আঃ)।
৫. (১) জাহান্নাম *(নাবা ২১)*, (২) সাঈর *(নিসা ১০)*, (৩) হুতামা *(হুমাযাহ ৪)*, (৪) লাযা *(মা'আরিজ ১৫)*, (৫) সাক্বার *(মুদ্দাছছির ৪২)*, (৬) হাভিয়া *(ক্বারিয়া ৯)*।
৬. সূরা আলে ইমরানে (আয়াত ৬১)।
৭. সূরা নূর, আয়াত নং ২। ৮. সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৬।
৯. সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৩৮। ১০. সূরা নূর, আয়াত নং ৪।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. যুক্তরাষ্ট্র ২. তৈরী পোষাক
৩. চামড়াজাত দ্রব্য ৪. ৩য়
৫. ১ম- মূলধনী যন্ত্রপাতি ও ২য়- পেট্রোলিয়াম
৬. ১ম- পোষাক ও ২য়- চামড়া ৭. ইউরোপীয় ইউনিয়নে
৮. সঊদী আরবে (১৯৭৬ সালে) ৯. ওমানে
১০. সঊদী আরব।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কোন সূরার কোন আয়াতে মুমিন নারী-পুরুষকে দৃষ্টি অবনত রেখে চলাফেরা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?
২. কোন সূরার কোন আয়াতে মীরাছ বণ্টন সম্পর্কিত বর্ণনা এসেছে?
৩. কোন সূরার কোন আয়াতে মাহরাম (বিবাহ নিষিদ্ধ) নারীদের পরিচয় দেয়া হয়েছে?
৪. কোন সূরার কোন আয়াতে যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ বর্ণিত হয়েছে?
৫. কোন সূরার কোন আয়াতে ছিয়াম সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হয়েছে?
৬. কোন সূরার কোন আয়াতে নৌযানে আরোহনের দো'আ উল্লেখিত হয়েছে?
৭. কোন সূরার কোন আয়াতে নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পড়ার আদেশ করা হয়েছে?
৮. কোন সূরার কোন আয়াতে হুনায়ন যুদ্ধের কথা আলোচিত হয়েছে?
৯. কোন সূরায় বদর যুদ্ধের ঘটনাবলী উল্লেখিত হয়েছে?
১০. কোন সূরায় বনী নযীরের যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)

১. বাংলাদেশ কোন দেশে সবচেয়ে বেশী রপ্তানী করে?
২. বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য কোনটি?
৩. বাংলাদেশের ২য় প্রধান রপ্তানী পণ্য কোনটি?
৪. পাটজাত দ্রব্য বাংলাদেশের কততম রপ্তানী পণ্য?
৫. বাংলাদেশের প্রধান আমদানী পণ্য কি কি?
৬. বাংলাদেশের সর্বাধিক রপ্তানী পণ্য কি কি?
৭. অঞ্চল হিসাবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী রপ্তানী করে কোথায়?
৮. বাংলাদেশ প্রথম জনশক্তি রপ্তানী করে কোন দেশে?
৯. গত বছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী জনশক্তি (শ্রমিক) রপ্তানী করেছে কোন দেশে?
১০. জনশক্তি রপ্তানী করে সর্বাধিক রেমিটেন্স আসে কোন দেশ থেকে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

খিরশিন টিকর, শাহ মখদুম, রাজশাহী ৬ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব মহানগরীর শাহ মখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বাদশাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সুমাইয়া খাতূন।

ছোট পাইকপাড়া, পবা, রাজশাহী ৬ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ৬-টায় যেলার পবা উপযেলাধীন ছোট পাইকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ তাওফীক হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে জান্নাতুন।

রসূলপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ৭ই অক্টোবর রবিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন রসূলপুর মক্তবে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও সোনামণি মারকায এলাকার পরিচালক আবু রায়হান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক রূহুল আমীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ইমাম হোসাইন। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণে ১১৫ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কওমী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত বালিকা মাদ্রাসা

মাদ্‌রাসাতুল বানাত আস-সালাফিইয়াহ

আবাসিক ● অনাবাসিক ● ডে-কেয়ার

শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী (মীযান) পর্যন্ত
(পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদীছ)

ভর্তি শুরু : ১লা ডিসেম্বর ২০১৮ ইং
ক্লাস শুরু : ১লা জানুয়ারী ২০১৯ ইং

মাদ্‌রাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- কওমী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা।
- দেশী-বিদেশী উচ্চ ডিগ্রীধারী উপদেষ্টা মণ্ডলীর পরামর্শে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
- অভিজ্ঞ ও আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- শিরক-বিদ'আত, ব্যক্তি ও প্রচলিত রাজনীতি মুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- মেধা বিকাশে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সাপ্তাহিক আঞ্জুমানের ব্যবস্থা।
- কম্পিউটার শেখার সু-ব্যবস্থা।
- শারঈ পর্দাসহ যাবতীয় ইসলামী বিধান পালনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
- ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার জন্য বিশেষ তত্ত্বাবধান।
- মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান।

যোগাযোগের ঠিকানা

হাসপাতাল রোড (কদম আলী ছাত্রাবাস সংলগ্ন), কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
মোবাইল: ০১৭২৮২৬১১৭৬, ০১৮৭৪০৭০৩৮৪, ০১৭৩৫১৬৭২০৮
E-mail: m.banaatas2016@gmail.com

Contents

স্বদেশ

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফল সংগ্রহশালা ময়মনসিংহে

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এ প্রিয় বাংলাদেশ, শস্যের পাশাপাশি ফলমূলেও প্রসিদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে এদেশের ১৬ কোটি মানুষের জন্য ফল নিরাপত্তা একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ফলমূলে দেশকে আরও প্রসিদ্ধ করতে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) জার্মপ্লাজম সেন্টার। আমেরিকার US-DARS এর গবেষণায় এটি বাংলাদেশ তথা এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ফলদ বৃক্ষের সংগ্রহশালা।

ফলের জিন সংরক্ষণ, শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্র, ফলের হিডেন নিউট্রেশন সংরক্ষণ এবং কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাকৃবির উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের সহযোগিতায় 'সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কো-অপারেশনে'র অর্থায়নে ১৯৯১ সালে ১ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এই ফল জাদুঘর। তখন এর নাম ছিল 'ফ্রুট ট্রি স্টাডিজ'। পরবর্তীকালে এ প্রকল্পের নাম দেয়া হয় 'ফল গাছ উন্নয়ন প্রকল্প'। যার বর্তমান নাম ফলদ বৃক্ষের জার্মপ্লাজম সেন্টার এবং এর বর্তমান আয়তন ৩২ একর ।

এই জাদুঘরে ড্রাগনসহ হাযার প্রজাতির আকর্ষণীয় বিরল দেশী-বিদেশী ফলের গাছ রয়েছে। কোনটি মৌসুমী, কোনটি দোফলা, কোনটি ত্রিফলা আবার কোনটি বারমাসী। কোনটি দেশী, কোনটি বিদেশী আবার কোনটি উদ্ভাবিত। প্রতি বছর বিভিন্ন সময়ে দেশী-বিদেশী অনেক গবেষক ও দর্শনার্থী আসেন এ ফল জাদুঘর দেখতে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে চারা সংগ্রহ করতেও আসে হাযার হাযার মানুষ। দেশের বাইরেও এর প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন।

১৯৯১ সাল থেকে মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত গবেষকদের নিরলস গবেষণার ফলে সর্বমোট ৭৫টি বিভিন্ন প্রজাতির ফলের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। এ জাতগুলোর মধ্যে আমের ২১টি, পেয়ারার ১০টি, কুলের ৩টি, লেবুর ৩টি, জাম্বুরার ৫টি, কামরাঙ্গা ৩টি, বাউ-কুলের ৩টি, লিচু ৩টি, জলপাই, আমলকী, ডুমুর, মালটা, অরবরই ও কাজুবাদামের ১টি করে জাত, জামরুলের ৩টি ও সফেদার ৩টি, বাউ রসুন ৩টি, বাউ গাজর ২টি, বাউ মিষ্টি কুমড়া ২টি জাত, বাউ মাল্টা-১, বাউ ষ্ট্রবেরি-১ এবং বাউ ডুমুর-১। এছাড়া বাউ ড্রাগন ফল-১ (সাদা), বাউ ড্রাগন ফল-২ (লাল), বাউ ড্রাগন ফল-৩, বাউ লঙ্গা-১ (বোগর), বাউ তেঁতুল-১ (মিষ্টি), বাউ তেঁতুল-২ (টক), বাউ কদবেল-১ (বনলতা), বাউ পেয়ারা-৭ (বীজশূন্য গোল), বাউ পেয়ারা-৮ (বীজশূন্য ডিম্বাকার) উল্লেখযোগ্য।

এ জার্মপ্লাজম সেন্টারে রয়েছে ১৮১ প্রজাতির প্রায় ১০,২৭৩ টি (দশ হাযার দুই শত তিয়াত্তর) জাতের মাতৃগাছ যার মধ্যে ১১৯৫টি দেশী-বিদেশী বিরল জাতের। এসব দেশী-বিদেশী বিরল গাছের মধ্যে রয়েছে ২২০ রকমের আম, ৫৭ রকমের পেয়ারা, ২৩ রকমের লিচু, ৪৭ রকমের লেবু, ৯৪ রকমের কাঁঠাল, ৬৭ প্রজাতির বিলুপ্ত প্রায় অপ্রধান ফল, ৬৮ প্রজাতির ফলদ ঔষধি গাছ, ২৭ প্রজাতির ভেষজ গাছ ও ৫৮ প্রজাতির বিদেশী ফল।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ১৩০ রকম ফলের সন্ধান পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে প্রায় ৭০টি ফল অপ্রচলিত বা স্বল্প পরিচিত। এর মধ্যে রয়েছে টাকিটুকি, পানকি, চুনকি, লুকলুকি, উড়িআম, বৈঁচি, চামফল, নোয়াল, রক্তগোটা, মাখনা, আমঝুম, মুড়মুড়ি, তিনকরা, সাতকরা, তৈকর, আদা জামির, ডেফল, কাউফল, বনলেবু, চালতা ইত্যাদি ফল নানা কারণে এবং আমাদের অসচেতনতায় দেশ থেকে বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আশার বিষয় হচ্ছে, বিলুপ্ত প্রায় এসব ফল এ জার্মপ্লাজম সেন্টার বন-জঙ্গল, পাহাড়, বসত-ভিটাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সন্ধানের মাধ্যমে সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে এবং এর উপর নিবিড় গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া বিভিন্ন বিদেশী ফল বা ফলের গাছ যেমন- প্যাসন ফল, জাবাটিকাবা, শানতোল, রাম্বুটান, লংগান, ম্যাঙ্গোষ্টিন, সীডলেস লিচু, ডুরিয়ান, এভোকেডো ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করছেন ভবিষ্যতে এ দেশে নতুন জাত হিসেবে মুক্তি দিতে। বর্তমানে এখানে ৪৯টি দেশের প্রায় ৫৮টি ফল ও ফল গাছের উপর গবেষণা করা হচ্ছে। এ সেন্টারে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত পিএইচডি ও এমএস পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা। বর্তমানে ২৮ জন এমএস এবং ৭ জন পিএইচডি ছাত্র-ছাত্রী গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

জার্মপ্লাজম সেন্টারের পরিচালক হিসাবে আছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম.এ. রহীম ও তাঁর গবেষণা সহযোগী হিসাবে রয়েছেন কৃষিবিদ ড. মো. শামসুল আলম মিঠু।

বাসক গাছের চাষ

বাড়িতে ঘেরা বেড়া দেওয়ার কাজে বেশ জনপ্রিয় ঔষুধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ বাসক গাছ। এক ধরনের দুর্গন্ধের জন্য এর পাতায় গবাদিপশু মুখ দেয় না। অথচ সর্দি-কাশি সারাতে সবুজ বাসক পাতা রস দারুণ উপকারী। এর ঔষুধি গুণ এত বেশী যে, এই পাতা দিয়ে তৈরী হচ্ছে কাশির সিরাপ। বাসক পাতার নির্যাস, রস বা সিরাপ শ্লেষ্মা তরল করে নির্গমে সুবিধা করে বলে সর্দি-কাশি এবং শ্বাসনালীর প্রদাহ নিরাময়ে বেশ উপকারী।

সাতক্ষীরা অঞ্চলে বাসক গাছ জন্মায় প্রচুর পরিমাণে। ঘেরা বেড়ায় ব্যবহার করা এই পাতা ছিঁড়লে গাছ মরে যায় না। আবারো নতুন নতুন পাতা গজায়। সারা বছর চলে নতুন পাতা গজানো। ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে হয়ে ওঠে নতুন গাছ। আর্দ্র ও সমতল ভূমিতে এই উদ্ভিদ জন্মায়। বিকট গন্ধের কারণে এতে ছত্রাক জন্মায় না। এমনকি পোকামাকড়ও ধরে না।

শুকনো বাসক পাতা এখন কিনে নিচ্ছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড সহ বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানী। জার্মান প্রযুক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বাসক পাতা কাশির সিরাপ তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে বাসক উদ্ভিদের চাষ শুরু হয়েছে।

গ্রামবাসীরা এখন নিজ নিজ বাড়ির চারপাশে বাসক গাছ লাগাচ্ছেন। দরিদ্র নারীরা প্রতিদিনই সংগ্রহ করছেন বাসক পাতা। পরিচ্ছন্নভাবে রোদে শুকিয়ে তা বিক্রি করছেন ওষুধ কোম্পানির কাছে। এতে তারা অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করছেন। ফলে বাসক পাতা যেমন আনতে পারে অর্থনৈতিক বিপ্লব, তেমনি বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পাতা দেশের ওষুধ শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

হলুদ তরমুজে রঙিন কৃষক

হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় গোপীনাথপুর গ্রামের কৃষক বদু মিয়া এলাকার একজন আদর্শ চাষী হয়ে ওঠেছেন। তার খামারে এখন বার মাসী তরমুজ উৎপাদিত হচ্ছে। হলদে রঙের এ তরমুজ খেতে সুস্বাদু। দেখতেও সুন্দর। জানা যায়, চায়না হ'তে আমদানী করা নতুন জাতের ফল এটি। রাজধানী ঢাকার অভিজাত হোটেলগুলোতে এ জাতীয় তরমুজের প্রচুর চাহিদা। বার মাস এ জাতের তরমুজ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করেন কৃষক বদু মিয়া।

বদু মিয়া জানান, বিদেশী হলুদ জাতের তরমুজের বীজ চীন ও ভারত থেকে আমদানী করে জমিতে চাষ করেন। এখানকার মাটি ও আবহাওয়া এ জাতীয় তরমুজ চাষের উপযোগী। এরপরই তার চিন্তায় আসে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হলুদ তরমুজ চাষ করার। এ বছর তিনি ৩ বিঘা জমিতে তরমুজের চাষাবাদ করেছেন। তানীয়া মনিয়া, ব্ল্যাকবেরী, সামমাম এই তিন জাতের তরমুজে বদু মিয়ার ক্ষেত এখন ভরে গেছে। জমি চাষাবাদ করতে বীজ সার

www.at-tahreek.com

পরিচর্যাসহ প্রতি বিঘায় তার খরচ পড়েছে ৩৫ থেকে ৪০ হাযার টাকা। তার ক্ষেতে ফলানো তরমুজ রাজধানীতে সরবরাহ করা হয়। মৌসুম ভেদে প্রতি কেজি তরমুজ ১শ' থেকে দেড়শ' টাকা করে বিক্রি হচ্ছে।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, উঁচু এলাকায় প্রায় অধিকাংশ সময় জমি পতিত পড়ে থাকত। কৃষক বদু মিয়ার নতুন জাতের তরমুজ ও অন্যান্য সবজির চাষাবাদের সংবাদ কৃষি বিভাগের নযরে এলে ঐ এলাকায় বিএডিসির উদ্যোগে শুকনো মৌসুমে সেচের জন্য সরকারীভাবে গভীর নলকূপ ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন খরা মৌসুমেও দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা গভীর নলকূপ থেকে সেচ সুবিধা পাচ্ছেন।

দেশের ৮০ শতাংশ তরুণ ভোটারের অপসন্দ রাজনীতি

দেশের ৮০ শতাংশ তরুণ ভোটার রাজনীতি পসন্দ করে না। আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের তরুণ ভোটারদের ভাবনা নিয়ে এক জরিপে এমন ফলাফল উঠে এসেছে। রাজধানীর ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২ যেলার ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে এক হাযার ১৮৬ জনের মতামতের ভিত্তিতে এই গবেষণার ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে। মতামত দেওয়া সবাই তরুণ ভোটার। গবেষণামূলক এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে ৮০ লাখ থেকে ১ কোটি তরুণ ভোটার রয়েছে।

[বাকস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংগঠন করার স্বাধীনতা না থাকলে মানুষ ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ে। দেশের অবস্থা এখন সেটাই। গুম, খুন, অপহরণ, মিথ্যা মামলার ভয়ে আতংকিত তরুণ সমাজ। ফলে তাদের দেশগড়ার চিন্তা ও রাজণীতি চিন্তা ক্রমেই বিলুপ্ত হচ্ছে। যা দেশের জন্য অশনি সংকেত। অতএব কর্তৃপক্ষ সাবধান হউন (স.স.)]।

ভারতকে ট্রানজিট দিতে ২২৭ কোটি টাকা ব্যয়

বাংলাদেশ-ভারত নৌ-ট্রানজিট দ্রুত কার্যকর করা হচ্ছে। এজন্য অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় হবে ২২৭ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। এর আওতায় সিরাজগঞ্জ থেকে দাকুয়া পর্যন্ত নৌপথ সংস্কার করা হবে। দু'বছরের মধ্যে এই অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষ করা হবে। এ সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন করবে 'ধরিত্রী বঙ্গ জয়েনভেঞ্চার' নামে একটি কোম্পানী। অবকাঠামো উন্নয়নে যে অর্থ ব্যয় হবে তার ৮০ ভাগ দেবে ভারত বাকী ২০ ভাগ বাংলাদেশ সরকারকে বহন করতে হবে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এ প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ থেকে দাকুয়া পর্যন্ত নৌপথ ৩০ মিটার প্রস্থ এবং ২ দশমিক ৫ মিটার গভীর করে খনন করা হবে। এ নৌপথ থেকে প্রায় ৩৬ লাখ ঘনমিটার বালি অপসারণ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ধরা হয়েছে ২ বছর। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী ৫ বছর এ প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

[এর বিনিময়ে দেশ পাচ্ছে কি? (স.স.)]

ছানিজনিত অন্ধের সংখ্যা বছরে বাড়ছে ১ লাখ ৩০ হাযার

বাংলাদেশে ছানিজনিত অন্ধের সংখ্যা বাড়ছে বছরে এক লাখ ৩০ হাযার। যদিও দেশে বছরে দুই লাখ মানুষের ছানি অপারেশন হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, সংখ্যাটা ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে খুবই কম। তবে হতাশার কথা হ'ল দেশে প্রতি এক লাখ ৭০ হাযার মানুষের জন্য মাত্র একজন চিকিৎসক আছেন। চিকিৎসকরা বলছেন, চক্ষু স্বাস্থ্যসেবায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের অনেক পিছনে রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ব্লাইন্ডনেসের (আইএপিবি) গবেষণার ফল অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি ১০ লাখ ছানিজনিত অন্ধত্বে ভোগা ব্যক্তির মধ্যে ছানি অপারেশন হয় মাত্র ১৩০০ জনের। অথচ ভারতে এ সংখ্যা ৬০০০ এবং নেপালে ৩৮৪৫।

এশিয়া প্যাসিফিক একাডেমী ফর অপথালমোলজির ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আভা হোসাইনের মতে, চক্ষু চিকিৎসায় বাংলাদেশে প্রতি একজন সহযোগী কর্মীর বিপরীতে রয়েছে দুই লাখ ৯৫ হাযার ৫৭৩ জন রোগী, ভারতে ৭২ হাযার ৪৭৪ এবং নেপালে ৫৯ হাযার ৯১ জন।

ন্যাশনাল আই কেয়ারের পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদফতরের লাইন ডিরেক্টর ও এনআইওএইচের ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা: গোলাম মোস্তফা বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে ৩০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী মানুষের মধ্যে সাড়ে ৭ লাখ দৃষ্টিহীন। এর মধ্যে সাড়ে ছয় লাখ বা ৮০ শতাংশ মানুষ অন্ধত্ব বরণ করেছে ছানির কারণে। বাংলাদেশে ৬০ লাখ মানুষের দৃষ্টিত্রুটি রয়েছে চশমার কারণে। চশমা ব্যবহার করলেই এসব ত্রুটি দূর হওয়া সম্ভব।

সরবরাহ করা ৪১ শতাংশ পানিতে ডায়রিয়ার জীবাণু

ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে পাইপে সরবরাহ করা ৪১ শতাংশ পানির উৎসে ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। ই-কোলাইয়ের জীবাণু ডায়রিয়ার জন্য দায়ী। এছাড়াও সারা দেশের ১৩ শতাংশ পানির উৎসে আর্সেনিকের উপস্থিতি রয়েছে। গত ১১ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে হোটেল সোনারগাঁওয়ে এ সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্ট প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক। এই রিপোর্টে বিশ্বের ১৮ দেশের নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (ওয়াটার, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন) বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পরিষ্কার পানির দ্রুত প্রাপ্যতা বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে ও প্রবৃদ্ধি বাড়াতে পারে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ মানুষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ উৎস থেকে পরিষ্কার পানি পাচ্ছে। তা সত্ত্বেও পানির গুণাগুণ খুবই নিম্নমানের। সারা দেশের ৮০ শতাংশ পানির পাইপের উৎসেই ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি রয়েছে। ই-কোলাই জীবাণুর এ হার গ্রামাঞ্চলের পুকুরে প্রাপ্ত ব্যাকটেরিয়ার হারের সমান। রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের সুবিধা না থাকায় শিশুরা পুষ্টিহীনতা ও কৃমিতে আক্রান্ত হচ্ছে। আর্সেনিকে আক্রান্ত শিশুরা অন্ধে কাঁচা হয়ে থাকে। এটা যেকোন দেশের জন্য একটি বড় বিষয়।

[স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করছে কি? (স.স.)]

স্যাকারিন মেশানো আখের রসে সয়লাব

দেশের বিভিন্ন শহরে সয়লাব ভ্রাম্যমাণ আখের রসের দোকান। মিষ্টি স্বাদের আখের রসে তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন মানুষ। কিন্তু এই আখের রসে মেশানো হচ্ছে স্যাকারিন। বর্তমানে বরফ মেশানোর পরিবর্তে রসে মিষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে ঘানিতে ভাঙানো আখের মধ্যে মেশানো হচ্ছে স্যাকারিন।

স্যাকারিন মিশ্রিত আখের রস পান করে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন মানুষ। এ ব্যাপারে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের চিকিৎসক হুমায়ূন কবীর বলেন, স্যাকারিন একটি মিষ্টিজাতীয় পদার্থ। তবে এতে কোন পুষ্টিকর উপাদান নেই। এটি মানবদেহে মিশে যায় না। গবেষকদের মতে, অতিরিক্ত স্যাকারিন মানবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে মূত্রথলিসহ বিভিন্ন ক্যান্সার। এছাড়া স্যাকারিন শরীরে ইনসুলিনের প্রভাব ব্যাহত করে। এতে ডায়াবেটিস দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত স্যাকারিন গ্রহণে শরীরে ওযন বৃদ্ধিসহ এলার্জি দেখা দিতে পারে।

[এটিও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, তারা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করুন (স.স.)]

Contents

বিদেশ

মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর অবমাননা মত প্রকাশের স্বাধীনতা নয় ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের রায়

ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত (ইউরোপিয়ান কোর্ট অব হিউমান রাইটস সংক্ষেপে ইসিএইচআর) নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর অবমাননাকে মত প্রকাশের অনুমোদিত সীমার লঙ্ঘন বলে আখ্যায়িত করেছে। গত ২৫শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার দেওয়া রায়ে আদালত বলেছে যে, আয়েশা-কে অল্প বয়সে বিবাহের অভিযোগে নবী মুহাম্মদ-কে শিশু যৌন নিপীড়ক বলে অভিযুক্ত করে বক্তব্য প্রদানকারিণী অস্ট্রিয়ান মহিলাকে ফৌজদারি অপরাধে সাজা প্রদান ও জরিমানা করে অস্ট্রিয়ার আদালতের দেয়া রায়ে তার মত প্রকাশের অধিকার লঙ্ঘিত হয়নি। ৭ জন বিচারকের একটি প্যানেল এ রায় প্রদান করেন। অস্ট্রিয়ার আদালত শিশু যৌন নিপীড়ন ও শিশু বিবাহের মধ্যে একটি পার্থক্য টেনেছে যা ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপের শাসক পরিবারগুলোতে সাধারণ প্রথা হিসেবে প্রচলিত ছিল। অস্ট্রীয় নাগরিক উক্ত মহিলা ২০০৮ ও ২০০৯ সালে অস্ট্রিয়ার চরম ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টির (এফপিও) জন্য ইসলাম বিষয়ে কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করেন ও সেখানে তিনি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উপরোক্ত কটূক্তি করেন।

উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালে অস্ট্রিয়ার একটি আদালত ধর্মীয় মতবাদ অবমাননার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং ৪৮০ ইউরো (৫৪৮ ডলার) জরিমানা করে। এ রায়ের বিরুদ্ধে ঐ মহিলা দু'বার আপিল করলেও তার বিরুদ্ধে পূর্বের রায় বহাল থাকে।

[আমরা আদালতের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। সাথে সাথে অন্যদেরকে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশে যারা বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধের পক্ষে প্রচার চালিয়ে থাকেন এবং পরোক্ষভাবে এজন্য ইসলামকে দায়ী করেন, তাদের উচিৎ বাল্যবিবাহ বন্ধের প্রচারণার বদলে বাল্য ধর্ষণ বন্ধে প্রচার চালানো (স.স.)]।

কাশ্মীর বিরোধ নিরসনে প্রস্তাব

আযাদ কাশ্মীরের কেন্দ্রীয় মানবাধিকার মন্ত্রী ড. শীরীন এম মাযারী বলেছেন, পাকিস্তানের উচিত হবে জাতিসংঘের প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতে কাশ্মীর বিরোধ সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে জোরালোভাবে এগিয়ে যাওয়া। বুধবার ইসলামাবাদের রিপাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আযাদ কাশ্মীরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে বক্তব্যকালে ড. মাযারী সুনির্দিষ্ট ও বাস্ত বায়নযোগ্য পদক্ষেপের ভিত্তিতে কাশ্মীরের ঘটনাটি বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপকভিত্তিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কাশ্মীর নিয়ে এটাই এ ধরনের প্রথম কোন প্রস্তাবের মডেল। এতে প্রতিশ্রুত আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণভোটের ভিত্তিতে কাশ্মীরের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সমাধানের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। মডেলে অনেকগুলো মধ্যবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ড. মাযারী প্রস্তাব করেন যে, পাকিস্তানের উচিত হবে কাশ্মীরের জন্য আইরিশ শান্তি মডেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সমাধান প্রস্তাব করা। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, তিনি চুক্তির কোন সুনির্দিষ্ট ধারার কথা বলছেন না, কিন্তু যে ব্যাপক ধারণার ভিত্তিতে চুক্তিটি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়িত হয়েছে তার কথা বলছেন।

[আমরা কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চাই। এজন্য যুদ্ধের বদলে যুক্তিপূর্ণ ও অর্থবহ আলোচনায় মধ্যস্থতা করার জন্য জাতিসংঘ ও ওআইসিকে অনুরোধ জানাই (স.স.)]।

রোগমুক্তির জন্য চাবুকাঘাত

হাঁটু গেড়ে সারিবদ্ধভাবে মাথা নিচু করে বসে আছেন প্রায় পাঁচ হাযার নারী। আর দু'জন পুরোহিত তাদের চাবুকাঘাত করছে। এসময় পুরো বিষয়টা উপভোগ করছেন কয়েক হাযার মানুষ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরোহিতদের এই কাণ্ড দেখছে পুলিশও। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য তামিলনাড়ুতে এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ঐ ঘটনার ভিডিওতে দেখা গেছে, ঐ নারীরা ধূলিময় রাস্তার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে। এসময় তাদের জোরপূর্বক পেটাচ্ছে ধর্মীয় নেতারা। প্রতি বছর বিজয়া দশমীর উৎসবে এই গণ বেত্রাঘাতের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। যে অনুষ্ঠানে নারী ও শিশুরা চাবুকের আঘাত খেতে হাযির হয়। অশুভ আত্মা দূর করতে ও সব রোগ মুক্তির জন্য অদ্ভুত এবং বেদনাদায়ক এই ধর্মীয় আচার পালন করা হয়।

[এই সবই শয়তানী খোশ-খেয়ালের পরিণতি। মানুষকে মানুষ পূজা করছে এই সব মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করিয়ে। এসব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর বিধানের আত্মসমর্পণ করতে হবে (স.স.)]।

ব্রিটেনে এক-তৃতীয়াংশ স্কুলছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার

ব্রিটেনের এক-তৃতীয়াংশ স্কুলছাত্রী যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। তাদের প্রতি তিনজনের একজন স্কুল ড্রেস পরিহিত অবস্থায়ই প্রকাশ্যে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করা চ্যারিটি সংস্থা 'প্ল্যান ইনটারন্যাশনাল ইউকে'র নতুন গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। স্কুলগামী এক হাযার মেয়ের ওপর জরিপ চালানোর পাশাপাশি শিক্ষাবিদদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান করেছে সংস্থাটি। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, রাস্তাঘাটে হয়রানি নিজেদের বেড়ে ওঠার একটি অপরিহার্য অংশ বলে মনে করছে অনেক মেয়ে। প্রতিবেদনে হয়রানির ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের তা প্রতিহত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

[সর্বাগ্রে সহশিক্ষা বাতিল করুন ও ইসলামী পর্দার বিধান চালু করুন। নইলে কোন কিছুই কাজে আসবে না (স.স.)]

ইউরোপে বায়ু দূষণে ৫ লাখ মৃত্যু

বেশ কিছু প্রবিধান আরোপ ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে সম্প্রতি বাতাস অনেকটাই দূষণমুক্ত করে নিয়ে এসেছে ইউরোপ। তবে এখনো বছরে ইউরোপে গড়ে ৫ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু হয়। গত ২৯শে অক্টোবর সোমবার প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে ইউরোপিয়ান এনভায়রনমেন্ট এজেন্সি (ইইএ) বায়ু দূষণকে 'অদৃশ্য ঘাতক' বলে উল্লেখ করে। কোপেনহেগেনভিত্তিক সংস্থাটি জানায়, বাতাসে 'পিএম ২.৫' নামের খুব ছোট বিষাক্ত কণার উপস্থিতির কারণে ২০১৫ সালে প্রায় ৫ লাখ ইউরোপীয় মারা গেছেন। তবে ১৯৯০ সালের তুলনায় এই অকালমৃত্যু অর্ধেকে নেমে এসেছে বলে জানিয়েছে ইইএ।

ইইএ'র গবেষণা প্রকাশের দিনই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বায়ু দূষণ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই গবেষণাতেও একই রকমের ফল দেখা গেছে। জাতিসংঘের সংস্থাটি বলছে, ২০১৬ সালে সারাবিশ্বে ৫ লাখ ৪৩ হাযার শিশু (বয়স ৫ বছরের নীচে) বায়ু দূষণের কারণে মারা গেছে। তবে গরীব দেশগুলোতে শিশুরা বেশী ঝুঁকির মধ্যে আছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

মুসলিম জাহান

ভয়াবহতম মন্বন্তরের মুখে ইয়েমেন

ভারতবর্ষে দুইশ' বছরের ইংরেজ শাসনামলে দু'টি ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষে অনাহারে মারা যায় বাংলা অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১১৭৬ বঙ্গাব্দে হওয়া প্রথম দুর্ভিক্ষ, যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলে পরিচিত, তাতে প্রাণহানি হয় এক কোটি মানুষের। পরের দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৫০ বঙ্গাব্দে হওয়া দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে খ্যাত, যাতে অনাহারে মারা যায় ৩০ লক্ষাধিক মানুষ।

ঐ দুই দুর্ভিক্ষই ঘটে মূলত শাসকশ্রেণীর লোভ, ক্ষমতা দখলের লড়াই আর অবিবেচনার ফলে। জাতিসংঘ জানাচ্ছে, একই কারণে তথা যুদ্ধ ও ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের শিকার হয়ে সাম্প্রতিক কালে নতুন শতাব্দীর ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেন।

www.at-tahreek.com

ইয়েমেনে বর্তমানে এক কোটি ৩০ লাখ মানুষ অনাহারের শিকার বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। সঊদী আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের প্রতি দেশটিতে আর সামরিক হামলা না চালানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। অতিসত্বর যুদ্ধ না থামালে আগামী তিন মাসের মধ্যেই দেশটি শতাব্দীর ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষের শিকার হ'তে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ।

তিন বছর আগে ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা রাজধানী 'সানা'সহ ইয়েমেনের বেশীরভাগ জায়গা দখল করে নিলে যুদ্ধ শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স সমর্থিত সঊদী আরব আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশটির সরকারের পক্ষাবলম্বন করে হুতিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এতে এযাবৎ অন্তত ১০ হাযার মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। যুদ্ধের ফলে বর্তমানে দেশটিতে ভয়াবহ অর্থ-তারল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে জিনিসপত্রের দাম, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। তারা আটকা পড়েছে সরকার ও বিরোধী পক্ষের লড়াইয়ে দীর্ঘ এক গৃহযুদ্ধের মাঝে।

[জাতিসংঘকে শক্তভাবে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কৃষ্ণসাগরে আড়াই হাযার বছরের পুরনো অক্ষত জাহাযের সন্ধান লাভ

কৃষ্ণসাগরের তলদেশে প্রায় আড়াই হাযার বছরের পুরনো একটি অক্ষত জাহাযের সন্ধান পেয়েছেন প্রত্নতত্ত্ববিদরা। ২৩ মিটার (৭৫ ফুট) লম্বা জাহাযটি এ দীর্ঘসময় ধরে এভাবেই পড়ে আছে। ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বে নির্মিত এই জাহায গ্রিক ও রোমান শাসনামলে চলাচল করত বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু এটি এমনভাবে সংরক্ষিত আছে, যেন মাত্র গতকালই তা ডুবেছে। এর আগে প্রাপ্ত প্রাচীনতম জাহাযটি ২০০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত। গবেষকেরা মনে করছেন, জাহাযটি প্রাচীন গ্রিসের হ'তে পারে। তারা জাহাযটির মাস্তুল, হাল, দাড় সবগুলো জিনিসই যথাস্থানে পেয়েছেন। জাহাযটির অবস্থান ছিল পানির ওপরের স্তর থেকে মাত্র এক মাইল নিচে। ধারণা করা হচ্ছে, কৃষ্ণসাগরে অক্সিজেন না থাকায় জাহাযটি এত সুন্দরভাবে সংরক্ষিত আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক, বিজ্ঞানী, সমুদ্র জরিপকারীদের নিয়ে গড়া এই আন্তর্জাতিক দলটি এ পর্যন্ত ৭২টি জাহায উদ্ধার করেছে। এগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন। পানির নিচে পাওয়া উল্লেখযোগ্য জাহাযগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৭ শতকে কোস্যাকের ছিনতাইকারী জাহায ও রোমানদের বাণিজ্যিক জাহাযের বহর।

এন্টার্কটিকায় বরফের নিচে পর্বতশ্রেণীর সন্ধান

রহস্যে ঘেরা এন্টার্কটিকা মহাদেশ। এর অধিকাংশই বরফের নীচে ঢাকা। সম্প্রতি ব্রিটেনের একদল গবেষক জানিয়েছে, পশ্চিম এন্টার্কটিকার বিস্তীর্ণ বরফ স্তরের নীচে রয়েছে আস্ত একটা পর্বতশ্রেণী। তাদের মাঝে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে কয়েক শ' মাইল ছড়ানো তিনটি উপত্যকাও। এ ব্যাপারে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে জিয়োফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্স পত্রিকায়।

জানা গেছে, বেশ কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠের ছবি তুলে চলেছে। মাটির গভীরে কোথায় কী রয়েছে, ঐ ছবিও ধরা পড়ে তাতে। কিন্তু সেগুলোর প্রায় সবই এমনভাবে পৃথিবীকে পাক খাচ্ছে, দক্ষিণ মেরুর ঐ অংশ এত দিন ধরা পড়েনি ক্যামেরা বা রাডারে। তাই বরফ ভেদ করে দেখতে পায় এমন বিশেষ রাডারের সাহায্যে এ মহাদেশের মানচিত্র নতুনভাবে তৈরী করতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। আর তাতেই উঠল পর্দা। 'পোলার গ্যাপ' নামে গবেষকদের বিশেষ এ অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে, পশ্চিম ও পূর্ব এন্টার্কটিকার বরফের আস্তরণ ঢেকে রেখেছে ঐ তিন উপত্যকা। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, ঐ বরফ ঢাকা পাহাড় ও উপত্যকার কারণে সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়তে পারে অচিরেই।

১৯ শ' বছরের পুরনো প্রেসক্রিপশন

প্রাচীন মিসরের চিকিৎসকেরা বিভিন্ন জড়িবুটি আর ভেষজ ওষুধের সাহায্যে নানা রোগের চিকিৎসা করতেন। এমনকি রোগীদের তারা দিতেন ওষুধের বর্ণনাসহ প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্রও। সম্প্রতি প্রাচীন মিসরের বিশেষজ্ঞরা প্যাপিরাস কাগজে প্রাচীন হায়ারোগ্লিফিথ লিপি আঁকা তেমনই একটি চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্রের পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন। এতে আছে চোখ ও কিডনী রোগ এবং মাথাব্যথার চিকিৎসায় এমন কিছু ওষুধের বিবরণ, যা আজও মানুষের উপকারে লাগতে পারে। ১৯১৫ সালে মিসরের মধ্যাঞ্চলীয় অক্সিরাইনস্কুস এলাকা থেকে বিভিন্ন নিদর্শনের সাথে বেশ কিছু প্যাপিরাসও খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যেই ছিল ওষুধের বর্ণনাসহ এই ব্যবস্থাপত্রটি। যার বয়স কমপক্ষে ১৯ শ' বছর বলে মনে করা হচ্ছে। এতদিন এ ব্যবস্থাপত্রের পাঠোদ্ধার করতে পারছিলেন না মিসরের বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি আর্থার হান্ট ও বার্নার্ড গ্রেনফেল নামে দুই মিসরবিদ এর পাঠোদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন।

ব্যবস্থাপত্রটিতে দেখা যায়, মাথা ও ঘাড়ব্যথা উপশমে প্রাচীন মিসরীয় চিকিৎসকেরা চামায়েদাফনি নামে এক ধরনের গাছের পাতার রিং তৈরী করে রোগীর মাথায় পরাতেন। তবে এই রিং কিভাবে মাথাব্যথা উপশম করত এবং কত দিন এটি পরে থাকতে হ'ত তা এক রহস্য। এছাড়া ব্যবস্থাপত্রে কলিরিয়াম নামে এক ধরনের চোখের চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। ধারণা করা হয়, এটি চোখ থেকে পানি পড়া বা লাল হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসা। প্রাচীন এই অমূল্য ব্যবস্থাপত্রটি বর্তমানে রক্ষিত আছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর ইজিপ্ট এক্সপ্লোরাশন সোসাইটিতে।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'কাযী হজ্জ কাফেলা' প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০ সালে হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে হজ্জ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১০-৭৭৭১৩৭।

বিশেষ আকর্ষণ : ৫-৭ই জানুয়ারী'১৯-এর মধ্যে ডাইরেক্ট বিমানে ওমরা প্যাকেজ যাবে ইনশাআল্লাহ

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেন ॥ বগুড়া

একমাত্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সামাজিক শৃংখলা বিধান করা সম্ভব

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বগুড়া ২০শে অক্টোবর শনিবার : অদ্য দুপুর ২ ঘটিকা হ'তে বগুড়া শহরের ঐতিহ্যবাহী আলতাফুননেসা খেলার ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কেবলমাত্র তার ইবাদত তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছেন। সুতরাং যথাযথভাবে তার বিধান অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে মানুষের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি। এ লক্ষ্যে তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেদের জীবন ও সমাজকে ঢেলে সাজানোর আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে আরো বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, 'আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতির সহ-সভাপতি আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূনুর রশীদ, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আল-আমীন প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাযযাক। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারূফ ও শাহজাহানপুর উপযেলা 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক হাফেয রবীউল ইসলাম। তাছাড়া পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন সম্মেলনে স্বরচিত একটি জাগরণী পরিবেশন করেন।

সম্মেলনে বগুড়া যেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী নাটোর, নওগাঁ, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, জয়পুরহাট এবং দূরবর্তী দিনাজপুর, রংপুর, লালমণিরহাট প্রভৃতি যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী, দায়িত্বশীল ও সুধী রিজার্ভ বাস, মাইক্রোবাস এবং ট্রেন ও অন্যান্য পরিবহন যোগে সম্মেলনে যোগদান করেন। কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সম্মেলনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান।

সুধী সমাবেশ

গোবরচাকা, নবীনগর, খুলনা ১৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব মহানগরীর গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'-এর মুহতারাম আমরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। ঘণ্টাব্যাপী ভাষণ শেষে আমীরে জামা'আত উপস্থিত শ্রোতাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দেন। তিনি তরুণদের জঙ্গীবাদ ও মাদকতা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, শূরা সদস্য ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, আল-'আওনের সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির প্রমুখ। এছাড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুযযাম্মিল হক, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শু'আইব আহমাদ, 'সোনামণি'র পরিচালক রবীউল ইসলামসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলগণ এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৭ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া মাদ্রাসা ময়দানে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' -এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, শূরা সদস্য আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ও আল-'আওন'-এর সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। এছাড়াও সমাবেশে যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে যেলা 'যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীদুয্যামান ফারূক।

পিরোজপুর ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন একপাই জুজখোলা (কদমতলা) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মতীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি মাহবূব আলম, সহ-সভাপতি ওয়ালিউল্লাহ তালুকদার, স্থানীয় সুধী মামুনুর রশীদ প্রমুখ। উপস্থিত সুধীবৃন্দের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে ইঞ্জিনিয়ার মতীউর রহমান খানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ওবায়দুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে পিরোজপুর সদর উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

প্রশিক্ষণ

হাট গাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২৩শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন হাট গাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' বাগমারা উপযেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে

www.at-tahreek.com

অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি যিল্লুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আইয়ূব আলী সরকার ও সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সুলতান মাহমূদ।

প্রবাসী সংবাদ

মাসিক ইজতেমা

আছেমা বদিয়া, রিয়াদ, সঊদী আরব, ৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার: অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রিয়াদস্থ আছেমা বদিয়া শাখার উদ্যোগে মাসিক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় বক্তব্য পেশ করেন, সঊদী আরব শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও আযীযিয়া ইসলামিক সেন্টারের দাঈ জনাব আব্দুল বারী, নতুন ছানাইয়া-ক শাখার সভাপতি মফীযুর রমহমান প্রমুখ। প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন সঊদী আরব শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক রহমাতুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আছেমা ছানাইয়া শাখার সভাপতি আতাউল ইসলাম। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন আছেমা ছানাইয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসাইন।

দায়িত্বশীল বৈঠক

নতুন ছানাইয়া, রিয়াদ, সঊদী আরব ১১ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ এশা আহলেহাদীছ আন্দোলন সঊদী আরব শাখা দায়িত্বশীলদের নতুন ছানাইয়া এলাকা সফর উপলক্ষে নতুন ছানাইয়া-গ শাখায় এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'গ' শাখার সভাপতি জনাব মীর হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন, সঊদী আরব শাখার সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুর বারী প্রমুখ। এ সময়ে সভাপতি নতুন ছানাইয়া ক, খ ও গ শাখার কর্মতৎপরতার খোঁজ-খবর নেন এবং মাসিক কর্মপরিকল্পনা পেশ করেন। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সঊদী আরব শাখার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ এমরান মোল্লা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলে নতুন ছানাইয়া-ক শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ তাসলীম।

সুলাই, রিয়াদ, সঊদী আরব ১২ই অক্টোবর শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর রিয়াদস্থ আস-সুলাই দায়েরী শাখায় এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুশফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন, সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। বৈঠকে জনাব শহীদুল ইসলামকে সভাপতি করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ছানাইয়া দায়েরী শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরব শাখার দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ এমরান মোল্লা।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

গঙ্গানন্দপুর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর ২২শে অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বোয়ালমারী থানার গঙ্গানন্দপুর নব নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গঙ্গানন্দপুর শাখার সভাপতি ডাঃ শরীফ মুহাম্মাদ সালমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ২৩শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কোটালীপাড়া উপযেলাধীন বর্ষাপাড়া ফকিরবাড়ী জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ যেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জনাব মোকছেদ আলী ফকীর-এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। একই দিন বাদ আছর বর্ষাপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এবং বাদ মাগরিব কৌটালীপাড়া থানা সদরে অবস্থিত ঘাঘরকান্দা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৃথক পৃথক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ২৪শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কোটালীপাড়া উপযেলাধীন কাঠিগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদয়পুর-উত্তরকান্দি সালাফিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। সভায় উপস্থিত সকলের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে আহলেহাদীছ আন্দোলন -এর কাঠিগ্রাম শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

টেংরাখালী, কচুয়া, বাগেরহাট ২৯শে অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কচুয়া উপযেলাধীন টেংরাখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আহলেহাদীছ আন্দোলন টেংরাখালী শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। টেংরাখালী শাখার সভাপতি মাষ্টার ইলিয়াস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন দৈজকাঠী কলেজের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী, যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল হালীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ মনযূর রহমান।

যুবসংঘ

যেলা সমূহ পুনর্গঠন

২. মহাদেবপুর, নওগাঁ ১লা অক্টোবর সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মহাদেবপুর থানাধীন সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন ও প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে আব্দুর রহমানকে সভাপতি ও শাহীনুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩. বিরামপুর, দিনাজপুর ৪ঠা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার বিরামপুর থানা সদরের চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি নাজমুল হক। অনুষ্ঠানে রায়হানুল ইসলামকে সভাপতি ও সাইফুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪. নওদাপাড়া, রাজশাহী ৪ঠা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ যেলা কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ ও অর্থ-সম্পাদক আব্দুল্লাহেল কাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ খুরশেদ আমলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫. ছোট বেলাইল, বগুড়া ৪ঠা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অনুষ্ঠানে আল-আমীনকে সভাপতি ও আব্দুর রাযযাককে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬. রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ-সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আবুল হোসাইন। অনুষ্ঠানে আনোয়ার হোসাইনকে সভাপতি ও বদীউযযামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭. বিরল, দিনাজপুর, ৫ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিরল থানা সদরের বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এ সময়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, সহ-সভাপতি তোফাযযল হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সাজ্জাদ হোসাইন তুহিনকে সভাপতি ও মুছাদ্দিক বিল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৮. বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৭ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া মাদ্রাসায় ২০১৮-২০২০ সেশনের জন্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অতঃপর মুজাহিদুর রহমানকে সভাপতি ও নাজমুল আহসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯. রাজশাহী-পশ্চিম ১৮ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে রেযাউল করীমকে সভাপতি ও মতীউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১০. বাগেরহাট ১৮ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়ার অফিস কক্ষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূমকে আহ্বায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

১১. খুলনা ১৮ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে শো'আইব হোসাইনকে সভাপতি ও রবীউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১২. যশোর, ১৯শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় শহরের আল্লাহর দান জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে হাফেয তরীকুল ইসলামকে সভাপতি ও আব্দুর রহীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৩. মণিপুর, গাযীপুর ১৯শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ বাদ জুম'আ যেলার মণিপুর বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ গাযীপুর

যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ ফযলুল হক, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুসংঘে'র সংগঠনিক সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। বৈঠকে শরীফুল ইসলাম-১ কে সভাপতি ও শরীফুল ইসলাম-২ কে সাধারণ সম্পাদক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট গাযীপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৪. কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ২৪শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ এশা স্থানীয় বহলতলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গোপালগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হাফেয লায়েকুয্যামান ও উপদেষ্টা ইবরাহীম শিকদার। বৈঠকে আশিকুর রহমানকে সভাপতি ও জসীমুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ' এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৫. উযীরপুর, বরিশাল ২৫শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার উযীরপুর থানাধীন শোলক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বরিশাল যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইবরাহীম কাউছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহবূবুল আলম, বরিশাল-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক রফীকুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে কায়েদ মাহমূদ ইমরানকে সভাপতি ও আমীনুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ যেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

১৬. সোহাগদল, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর ২৫শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা সাড়ে এগারটায় সোহাগদল দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পিরোজপুর যেলা 'যুবসংঘ' পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহবূবুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ' -এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোষ্ঠন'-এর উপদেষ্টা জনাব শাহ আলম মাস্টার। বৈঠকে তাওহীদুল ইসলামকে সভাপতি ও ওয়াহীদুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে পিরোজপুর যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৭. সিলেট, ২৫শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া সালাফিইয়া মাদ্রাসা মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিলেট যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ সাদমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে আব্দুর রাযযাককে সভাপতি ও শাহরিয়ার আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৮. উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ মহানগরীর উত্তর পতেঙ্গা বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ, সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক আবুবকর। বৈঠকে মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯. ফরিদপুর ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৭ঘটিকায় যেলা শহরের কোর্ট কম্পাউণ্ডে অবস্থিত যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব দেলোয়ার হোসাইনের দোকানে ফরিদপুর যেলা 'যুবসংঘ' পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। বৈঠকে আমীনুল ইসলামকে সভাপতি ও তুহিন ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২০. পাংশা, রাজবাড়ী ২৬শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ' পুনর্গঠন উপলক্ষে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশ কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। সমাবেশে ইমরোজ ইমরানকে সভাপতি ও হাসান মিয়াঁকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

আল-'আওন

নীলফামারী-পূর্ব ১লা নভেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় নীলফামারী সদর থানার অন্তর্গত মুন্সিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা আল-'আওনের কমিটি গঠন উপলক্ষে এক ক্যাম্পিং ও ব্লাড গ্রুপিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জাহিদ হাসান, প্রচার সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। উপস্থিত ছিলেন নীলফামারী যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১২ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ২০ জন রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ২রা নভেম্বর শনিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার হরিপুর থানার অন্তর্গত পশ্চিম বনগাঁও মাদ্রাসা মাঠে ঠাকুরগাঁও যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ঠাকুরগাঁও যেলা আল-'আওনের কমিটি গঠন উপলক্ষে এক ক্যাম্পিং ও ব্লাড গ্রুপিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ, প্রচার সম্পাদক রাক্বীবুল ইসলাম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আহমাদ

আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৬০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৫২ জন রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

মারকায সংবাদ

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ : গত ১৫ই নভেম্বর'১৮ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে 'সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮'-এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মারকায পরিচালনা পরিষদ সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অনুষ্ঠানে হিফযুল কুরআন, হিফযুল হাদীছ ও আরবী ক্বায়েদা (১ম ও ২য় ভাগ) এই তিনটি বিষয়ে মোট ২৭ জন ছাত্রকে পুরস্কৃত করা হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মারকাযের ছাত্ররা কুরআন তেলাওয়াত, জাগরণী, বাংলা, আরবী ও ইংরেজী বক্তব্য, 'ইসলামী শিক্ষা বনাম সাধারণ শিক্ষা' শীর্ষক সংলাপ পরিবেশন করে। যা উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে চমৎকৃত করে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ছানাবিয়াহ ১ম বর্ষের ছাত্র আব্দুল কাদের।

মৃত্যু সংবাদ

(১) শায়খ আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরীর মৃত্যু : গত ১৫ই আগস্ট প্রখ্যাত আলজেরিয়ান বিদ্বান এবং সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ 'আয়সারুত তাফাসীর'-এর রচয়িতা শায়খ আবূ বকর জাবের আল-জাযায়েরী (১৯২১-২০১৮খৃ.) সঊদী আরবের মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। ঐদিন বাদ যোহর মসজিদে নববীতে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং বাকী' গোরস্থানে কবরস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আব্দুর রহমান, ৯ কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আলজেরিয়ার দক্ষিণের একটি প্রদেশ বিকসারায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পরিবারের সাথে মদীনায় আগমন করেন। ১৯৬০ সালে তাঁকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অতঃপর ১৯৮৬ সালে তিনি অবসর নেন। মসজিদে নববীতে তিনি ৫০ বছরেরও বেশী সময় ধরে নিয়মিত দরস প্রদান করতেন। তাফসীর ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে। বিশেষত দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম বিষয় 'মিনহাজুল মুসলিম' গ্রন্থটি আরব বিশ্বে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। যা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাঊস নছীব করুন-আমীন!

(২) হিছনুল মুসলিম সংকলকের মৃত্যু : গত ১লা অক্টোবর সোমবার দৈনন্দিন বিভিন্ন দো'আ সম্বলিত সুপ্রসিদ্ধ সংকলন গ্রন্থ 'হিছনুল মুসলিম'-এর সংকলক বিশিষ্ট সঊদী বিদ্বান ড. সাঈদ আলী ওয়াহাফ আল-কাহত্বানী (৬৭) সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন..।* জানাযা শেষে রিয়াদের নাসীম কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি রিয়াদস্থ জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ বিভাগ হ'তে ১৪১২ হিজরীতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর রচিত 'হিছনুল মুসলিম' গ্রন্থটি সারা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় কয়েক মিলিয়ন কপি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৮০টি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাঊস নছীব করুন-আমীন!

(৩) ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব ও আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের স্ত্রী গত ৯ই নভেম্বর দিবাগত রাত পৌনে দুইটায় ব্রেইন স্ট্রোক করে রাজশাহীর বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, ৩ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। পরদিন সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে তার জানাযার ছালাতে তার স্বামীর অনুরোধে ইমামতি করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের দায়িত্বশীল, সুধী, মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী জানাযায় যোগদান করেন। অতঃপর পাবনা সদর থানাধীন মুকুন্দপুরের নিজ গ্রামে বেলা ২-টায় মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের ইমামতিতে দ্বিতীয় জানাযা শেষে খয়েরসূতী কেন্দ্রীয় গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

[আমরা মাইয়েতগণের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com
নিয়মিত প্রকাশনার ২২ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>
তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০১৯-এর জন্য
লেখা আহ্বান
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
৩০ জানুয়ারী ২০১৯
তাবলীগী ইজতেমা ২০১৯ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com
আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : ঈসা (আঃ)-এর পর খালিদ বিন সিনান নামে কোন নবী এসেছিলেন কি? তার বিস্তারিত পরিচয় জানতে চাই।

-আলতাফ হোসাইন, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : এ মর্মে তাফসীর গ্রন্থসমূহে কিছু বর্ণনা পাওয়া গেলেও সেগুলির সূত্র যঈফ ও মুনকার *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৭৯-২৮১)*। এছাড়া বিষয়টি কুরআন ও ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী। কেননা ঈসা (আঃ) তাঁর পরবর্তী যে নবী সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন তিনি ছিলেন 'আহমাদ' *(ছাফ ৬১/০৬)*। অত্র আয়াতে ঈসার পরে নবী হিসাবে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি আহমাদ বা মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে লোকদের মধ্যে আমিই সর্বোত্তম। কারণ নবীগণ পিতার দিক দিয়ে ভাই ভাই। আমার ও তার মধ্যে কোন নবী নেই' *(বুখারী হা/৩৪৪২; মুসলিম হা/২৩৬৫, নববী, আল-মাজমূ' ২/১০৪-৫)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আঃ)-এর পর খালিদ বিন সিনান নামে কোন নবীর আগমন ঘটেনি, যেমনটি কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন *(তাফসীর ইবনু কাছীর, তাফসীর আহযাব ৪০ আয়াত)*।

প্রশ্ন (২/৮২) : হাদীছে এস্তেঞ্জার সময় তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এক্ষণে টিস্যুপেপারও কি তিনবার ব্যবহার করতে হবে?

-সাইফুল ইসলাম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : এস্তেঞ্জার সময় কমপক্ষে তিনটি ঢিলা ব্যবহার করা আবশ্যক *(মুসলিম হা/২৬২; আহমাদ হা/৭৪০৯; আবূ দাউদ হা/৮)*। সুতরাং টিস্যু বা অনুরূপ কিছু ব্যবহার করলেও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য কমপক্ষে তিন বার ব্যবহার করতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ৫/১২৫)*। যদিও ইমাম মালেক ও দাউদ প্রমুখ মতপ্রকাশ করেন যে, বস্তুর সংখ্যা নয় বরং পরিচ্ছন্নতা অর্জনই শর্ত; তবে জমহূর বিদ্বানগণের মতে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক সংখ্যাও সমানভাবে বিবেচ্য *(নববী, আল-মাজমূ' ২/১০৪-৫)*। উল্লেখ্য যে, পানি পাওয়া গেলে ঢিলা, টিস্যু বা অনুরূপ কিছু ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : সূদখোর কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী?

-আহসানুল্লাহ, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তর : কুরআনে সূদখোরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী ঘোষণা করা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। তবে বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ শিরককারী ব্যতীত অন্য কোন কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না, যা কুরআন ও হাদীছের অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। সেকারণ বিদ্বানগণ 'চিরস্থায়ী' পরিভাষাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। (১) কুরআন বা হাদীছে কাফিরদের ক্ষেত্রে যখন উক্ত পরিভাষা ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হবে সীমাহীন। (২) যখন তাওহীদবাদী পাপাচারীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে তার অর্থ হবে সীমাবদ্ধ। কারণ খালেছ তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে আল্লাহ তার পাপের শাস্তি দেওয়ার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার শাফা'আত প্রাপ্ত সবচাইতে সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে খালেছ অন্তরে বলেছে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' *(বুখারী হা/৯৯; মিশকাত হা/৫৫৭৪)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল মুসলিম পাপাচারীরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না, যেমনটি খারেজী ও মু'তাযিলারা ধারণা করে থাকেন' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৭/৬৭৯)*।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : আমার এক ছেলে অনেক ঋণের মধ্যে পড়েছে যা পরিশোধ করতে ২ বিঘা জমি বিক্রয় করতে হবে। এক্ষণে অন্য সন্তানদের অবহিত না করে আমার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে তার ঋণ পরিশোধ করা জায়েয হবে কী?।

-মুনীরুল ইসলাম, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কোন সন্তান বিপদগ্রস্ত বা ঋণী হ'লে বিপদমুক্তি ও ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করতে বাধা নেই এবং এতে অন্য সন্তানদের সম্মতি থাকা অপরিহার্য নয়। কেননা বিপদগ্রস্ত সন্তানকে সহযোগিতা করা পিতার দায়িত্ব এবং তা ন্যায়বিচারেরই অন্তর্ভুক্ত। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর মতে, ঋণগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত সন্তানকে সহযোগিতা করলে বিপরীতে অন্য সন্তানদেরকে অনুরূপ সম্পদ প্রদান করা আবশ্যক নয় *(আল-ইখতিয়ারাত ১/৫১৬; তায়সীরুল আল্লাম ফী শারহে উমদাতিল আহকাম ১/৫৪৩)*।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : আমার ভাই-ভাতিজা পুরোপুরি কবরপূজারী মুশরিক। তাই তারা আমার সম্পত্তিতে অংশীদার হবে ভেবে আমি আমার তিন মেয়ের নামে সকল সম্পদ লিখে দিয়েছি। এটা জায়েয হয়েছে কি? কবরপূজারীরা সম্পদের অংশীদার হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন, নিজখামার, খুলনা।

উত্তর : কোন মুসলমান কবরপূজারী হ'লে সে নিঃসন্দেহে শিরককারী ও কবীরা গোনাহগার। কিন্তু প্রকাশ্যে কালেমা শাহাদতকে অস্বীকার করেনি বিধায় সে প্রকৃত কাফির গণ্য হবে না এবং তার অন্তরের পাপের হিসাব আল্লাহ্‌র উপরেই ন্যস্ত হবে *(বুখারী হা/২৫; মুসলিম হা/২১-২২; মিশকাত হা/১২)*। সুতরাং সে অন্যান্যদের মত সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে এবং তাকে বঞ্চিত করে কন্যাদের সম্পদ লিখে দেয়া যাবে না। কারণ মীরাছের বিধান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত *(নিসা ৪/১৩-*

১৪)। তাছাড়া উক্ত কবরপূজারী যেকোন সময় তওবা করে ফিরেও আসতে পারে। আল্লাহ বলেন, যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অবিচার করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু হিসাবে পাবে' *(নিসা ৪/১১০)*। তিনি আরো বলেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অজ্ঞতাবশে কোন মন্দকাজ করে, অতঃপর যদি সে তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে তিনি (তার ব্যাপারে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(আন'আম ৬/৫৪)*। অবশ্য অনেক বিদ্বান এরূপ কবরপূজারীরা তওবা না করলে ওয়ারিছ হবে না মর্মে মত প্রকাশ করেছেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/১৮১)*।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : ত্বাওয়াফরত অবস্থায় ওযূ ভেঙ্গে গেলে করণীয় কী?

-মহীদুল ইসলাম, রাজবাড়ী।

উত্তর : এমতাবস্থায় ওযূ করে পুনরায় ত্বাওয়াফ শুরু করা উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ছালাতের মতই। কিন্তু তাতে তোমরা কথা বলতে পারো *(তিরমিযী হা/৯৬০; মিশকাত হা/২৫৭৬)*। তবে ভিড়ের কারণে ওযূ করা কষ্টকর হ'লে ঐ অবস্থায় ত্বাওয়াফ শেষ করবেন এবং এর ক্বাযা করতে হবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/২১১-১৩; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৭/৩০০)*। উল্লেখ্য যে, এরূপ অবস্থায় শেষের দু'রাক'আত নফল ছালাত পুনরায় ওযূ করে হারামের যেকোন স্থানে পড়ে নিতে হবে *(দ্রঃ হজ্জ ও ওমরাহ ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ৬৩)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : মারিয়া ক্বিবত্বিয়া কি রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই।

-হাসান, দিনাজপুর।

উত্তর : স্ত্রী নন, বরং দাসী ছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর মোট চারজন দাসী ছিলেন, যাদের মধ্যে মারিয়াহ ক্বিবত্বিয়া ছিলেন অন্যতম *(যাদুল মা'আদ ১/১১০, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৫৯ পৃ.)*। তিনি ছিলেন মিসরীয় বংশোদ্ভূত। তাঁর গর্ভে রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ সন্তান ইব্রাহীম জন্ম নেওয়ায় তিনি মুক্ত হন এবং উম্মে ওয়ালাদের মর্যাদা লাভ করেন। তবে স্ত্রী নন। পুত্র সন্তানটি দুধ ছাড়ার আগেই মাত্র ১৮ মাস বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন *(বুখারী হা/১০৬০; মুসলিম হা/৯০৬; রহমাতুল্লিল 'আলামীন ২/৯৮ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : মূসা (আঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা আছে কি?

-ছাকিব, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে হাদীছ ও তাফসীর গ্রন্থে কিছু বর্ণনা এসেছে, যার কোনটি জাল এবং কোনটি যঈফ *(আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৬৯৬; হাকেম হা/৪২৩১; ইবনুল জাওযী, মাওযূ'আত ১/২০০)*।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : 'আত-তালখীছুল হাবীর' গ্রন্থটির লেখক কে? গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-আব্দুর রহমান, দিনাজপুর।

উত্তর : গ্রন্থটির প্রকৃত নাম 'তালখীছুল হাবীর ফী তাখরীজি আহাদীছির রাফেঈ আল-কাবীর'। তবে সাখাভী ও বেক্বাঈ 'আত-তালখীছুল হাবীর' নাম বলেছেন। এটি সংকলন করেছেন হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)। ৪ খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থটি শাফেঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিক্বহ গ্রন্থ 'আশ-শারহুল কাবীর' (যেটি ইমাম গাযালীর 'আল-ওয়াজীয' কিতাবের ব্যাখ্যা)-এর তাখরীজ গ্রন্থ। মূল কিতাবের সংকলক ইমাম আবুল কাসেম আর-রাফেঈ (মৃ. ৬২৩হিঃ)। তিনি এই কিতাবে 'আহকাম' সংক্রান্ত হাদীছসমূহ সংকলন করেছেন *(তালখীছুল হাবীর, মুক্বাদ্দামা ১/১১৫-১১৬)*। হাদীছ ও ফিক্বহ শাস্ত্রের পাঠক ও গবেষকদের জন্য কিতাবটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন (১০/৯০) : জিন জাতি পথভ্রষ্ট হয়েছিল বলে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু তখন তো ইবলীস ছিল না। তাহ'লে তাদেরকে কে বা কারা পথভ্রষ্ট করেছিল? মানবজাতির পূর্বে তারাই কি যমীনের অধিবাসী ছিল?

-আশরাফুল ইসলাম, মেহেরপুর।

উত্তর : জিনদের কে বা কারা পথভ্রষ্ট করেছিল এবং কিভাবে তারা ধ্বংস হয়েছিল সে ব্যাপারে কুরআনে বা হাদীছে কিছু বর্ণিত হয়নি। তবে মানবজাতির পূর্বে যে জিনদের বসবাস ছিল, সেটি ফেরেশতাদের উত্তরে বুঝা যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। তখন তারা বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে কেবল অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই সর্বদা আপনার গুণগান করছি ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না' *(বাক্বারাহ ২/৩০)*।

আর তারা যে জিন জাতিই ছিল, সেটা অনুমান করা যায়। কেননা মানবজাতির পূর্বে সৃষ্ট ইবলীসের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেন, সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত *(কাহফ ১৮/৫০)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যমীনের প্রথম বসবাসকারী হ'ল জিন জাতি। তারা সেখানে বিপর্যয় ঘটায়, রক্তপাত করে ও একে অপরকে হত্যা করে। এদের বিরুদ্ধে ইবলীসকে প্রেরণ করা হয়। পরে ইবলীস ফেরেশতাদের সহায়তায় জিনদের হত্যা করে এবং তাদের কাউকে পাহাড়ী অঞ্চলে তাড়িয়ে দেয় *(তাফসীরে তাবারী হা/৬০১; ইবনু কাছীর, তাফসীর বাক্বারাহ ৩০ আয়াত)*।

প্রশ্ন (১১/৯১) : কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, 'চলে যাও, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই'। তাহ'লে কি এটা তালাক হয় যাবে? কেনায়া তালাক বলতে কি বুঝায়?

-আব্দুর রশীদ, রংপুর।

উত্তর : যদি কেউ স্ত্রীকে এরূপ কথা বলে এবং তালাকের নিয়ত করে, তবে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। আর তালাকের নিয়তসহ এরূপ ইঙ্গিতবহ বাক্য উল্লেখ করে তালাক প্রদান করাকে 'কেনায়া তালাক' বলে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া*

৩২/৩০২)। যেমন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাওনের কন্যাকে (اِبْنَةُ الْجَوْنِ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট একটি ঘরে পাঠানো হ'ল আর তিনি তার নিকটবর্তী হ'লেন, তখন সে বলল, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তো এক মহামহিমের কাছে পানাহ চেয়েছ। তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে মিলিত হও' *(বুখারী হা/৫২৫৪; ইবনু মাজাহ হা/২০৫০)*। আর এটাই ছিল তার জন্য তালাক।

প্রশ্ন (১২/৯২) : তিনটি মসজিদ ব্যতীত আর কোন মসজিদে নেকীর উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হারাম। কিন্তু মসজিদে ক্বোবায় গেলে ওমরাহ করার সমান নেকী পাওয়া যায়। এখন কেউ যদি মসজিদে ক্বোবায় নেকীর উদ্দেশ্যে গমন করে তাহ'লে কি সেটা হারাম কাজ হবে?

-ওবায়দুল্লাহ, দিনাজপুর।

উত্তর : দূর-দূরান্ত থেকে স্রেফ মসজিদে ক্বোবার ফযীলত লাভের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। এই ফযীলত কেবল অত্র মসজিদের আশ-পাশে বসবাসকারী বা অবস্থানকারীদের জন্য *(ইবনু তায়মিয়াহ, ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/৩৪০-৩৪৪)*। মসজিদে ক্বোবায় ছালাত আদায়ের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর ক্বোবা মসজিদে এসে এক ওয়াক্ত ছালাত পড়ে, তার জন্য একটি ওমরার সমান ছওয়াব রয়েছে' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪১২; ছহীহুত তারগীব/১১৪১; ছহীহুল জামে' হা/৬১৫৪)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি (ঘর থেকে) বের হয়ে এই মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে ক্বোবায় আসবে। তারপর এখানে ছালাত পড়বে। সেটি হবে তার জন্য একটি ওমরার সমতুল্য *(নাসাঈ হা/৬৯৯; ছহীহাহ হা/৩৪৪৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি শনিবার ক্বোবায় আসতেন। তিনি বাহনে চড়ে এবং পায়ে হেঁটে এখানে আসতেন। ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ)ও অনুরূপ আমল করতেন *(বুখারী হা/৭৩২৬; মুসলিম হা/১৩৯৯)*। সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে ছালাত আদায় অপেক্ষা মসজিদে ক্বোবায় ছালাত আদায় করা আমার নিকট অধিক প্রিয় *(হাকেম হা/৪২৮০; ছহীহুত তারগীব হা/১১৮৩)*। অতএব কেউ মদীনায় অবস্থান করলে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বা বাহনে চড়ে মসজিদে ক্বোবায় গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারেন, যেমনটি রাসূল (ছাঃ) করতেন। কিন্তু অন্য কোন শহর থেকে কেবল এই উদ্দেশ্যে আগমন করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : ওযূ অবস্থায় শরীরে বা কাপড়ে কুকুরের স্পর্শ লাগলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে কি? এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, রাজশাহী।

উত্তর : পরিচ্ছন্ন কুকুরের স্পর্শ লাগা ওযূ ভঙ্গের কারণ নয় এবং এ অবস্থায় পুনরায় ওযূ করার প্রয়োজন নেই। তবে কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা অপবিত্র হয়ে যায় এবং তা সাতবার পানি দিয়ে ধৌত করতে হয়। কেননা তার লালা অপবিত্র *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/১৭৯-১৮০; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ৫/৩৮০)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : সুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওমরাহ পালন করা যাবে কি?

-ওমর ফারূক, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ওমরাহ নফল ইবাদত। আর শরী'আতে কেবল ফরয বিধানের ক্ষেত্রে কারও পক্ষে বদলী ইবাদত করার অনুমতি রয়েছে, নফলের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং বিশুদ্ধ মতে তা সক্ষম বা অক্ষম কারো পক্ষ থেকেই আদায় করা জায়েয নয় *(উছায়মীন, মাজমূ ফাতাওয়া ২১/১৪১; দ্রঃ হজ্জ ও ওমরাহ ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ২৪)*।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : সূরা মুল্ক তেলাওয়াতের ফযীলত জানতে চাই।

-হাসীন আবরার, ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তর : সূরা মুল্ক তেলাওয়াতকারীর জন্য কুরআন সুফারিশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কুরআনে একটি সূরা আছে যাতে ত্রিশটি আয়াত আছে যেটি তার পাঠকারীর পক্ষে সুফারিশ করবে এবং তার সুফারিশেই তাকে জান্নাত প্রদান করা হবে। সেটি হ'ল সূরা মুল্ক *(তাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৬৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৪৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সূরা মুলক কবরের আযাব থেকে বাধাদানকারী' *(ছহীহাহ হা/১১৪০; ছহীহুল জামে হা/৩৬৪৩)*। আরেক বর্ণনায় এসেছে, যখন মাইয়েতকে কবরে রাখা হবে এবং মাটি সবদিকে থেকে চাপ দিবে, তখন সূরা মূলক সবদিক থেকে মাটিকে প্রতিহত করবে *(হাকেম হা/৩৮৩৯; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৭৫)*। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত মর্যাদা পেতে হ'লে নিয়মিত পাঠ করার পাশাপাশি তদনুযায়ী আমল করতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/৩৩৪-৩৫)*।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : কয়েনের বিনিময়ে অধিক টাকা গ্রহণ বা ছেঁড়া টাকার বিনিময় হিসাবে কম টাকা প্রদানের ব্যবসা করা যাবে কি?

-আব্দুল হালীম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : এধরনের ব্যবসা করা জায়েয নয়। কারণ ইসলামী শরী'আতে সম মানসম্পন্ন একই দ্রব্য কমবেশীতে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সমান পরিমাণ ছাড়া তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রি করবে না, একটি অপরটি হ'তে কম-বেশী করবে না। সমান ছাড়া তোমরা রূপার বদলে রূপা বিক্রি করবে না ও একটি অপরটি হ'তে কম-বেশী করবে না। আর নগদ মুদ্রার বিনিময়ে বাকী মুদ্রা বিক্রি করবে না *(বুখারী হা/২১৭৭; মিশকাত হা/২৮১০)*। কেউ কমবেশী করে এমন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করলে তা সূদ হিসাবে গণ্য হবে, যা হারাম *(ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ ৪/৮৩)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : 'আমার প্রতি দরূদ পাঠের সংখ্যা যার যত বেশী হবে জান্নাতে তার তত বেশী স্ত্রী হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-মুহাম্মদ রফীকুল ইসলাম

মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত মর্মে সনদবিহীন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন ইবনুল জাওযী বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমার প্রতি দরূদের সংখ্যা যার যত বেশী হবে জান্নাতে তার তত বেশী স্ত্রী হবে *(বুস্তানুল ওয়ায়েযীন ১/২৯৩)*। কিন্তু তিনি কোন সনদ উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে সাখাভী ও ইবনু হাজার হায়তামী বর্ণনাটি তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করলেও তারা কোন সনদ উল্লেখ করেননি। পরে তারা বলেছেন যে, এখন পর্যন্ত আমরা এর সনদ সম্পর্কে জানতে পারিনি *(আদ-দুর্রুল মানযূদ ১৭৪ পৃ.; আল-ক্বাওলুল বাদী' ১/১৩২)*। সুতরাং হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : আমি বিবাহের সময় মোহরানা দিতে পারিনি। কয়েক বছর পর আমার স্ত্রীর জন্য একটি স্বর্ণের গহনা তৈরী করে তাকে দেই। কিন্তু দেওয়ার সময় মোহরানা হিসাবে দেওয়ার নিয়ত ছিল না। পরে তাকে বলি এটি তোমার মোহরানা একটি অংশ। এক্ষণে নিয়ত পরিবর্তন করে মোহরানা পরিশোধ করা যাবে কী?

-মুহাম্মাদ হোসাইন চৌধুরী,
রূহুল্লাহ চৌধুরীবাড়ী, কর্নেলহাট, চট্টগ্রাম।

উত্তর : স্ত্রী রাযী থাকলে তা মোহরানা হিসাবেই গণ্য হবে। নিয়ত পরিবর্তন মূখ্য বিষয় নয়; বরং স্ত্রীর সম্মতি থাকাটিই মুখ্য বিষয়। কারণ মোহরানার মালিক স্ত্রী। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর *(নিসা ৪/৪; বাক্বারাহ ২/২৩৭)*। উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের ভিত্তিতে ইবনু কুদামাহ বলেন, স্ত্রী যদি তার অধিকারভুক্ত মোহর সন্তুষ্টি চিত্তে পুরোটা বা কিছু অংশ মাফ করে দেয় বা গ্রহণের পর স্বামীকে দান করে তবে জায়েয এবং শুদ্ধ। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই *(আল-মুগনী ৭/২৫৫)*।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : 'তোমাদের প্রত্যেকে মৃত্যুবরণ করবে। তবে সৎ ব্যক্তিদের আগে উঠিয়ে নেওয়া হবে' মর্মে হাদীছটির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-আহমাদুল্লাহ, নীলফামারী।

উত্তর : হুবহু উক্ত শব্দে হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে এর কাছাকাছি অর্থে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, 'তোমাদের বাছাই করা হবে, যেভাবে ভালো খেজুর মন্দ খেজুর থেকে বাছাই করা হয়। তোমাদের মধ্যকার নেককার লোকগুলো বিদায় নিবে এবং মন্দ লোকগুলো অবশিষ্ট থাকবে। অতএব সম্ভব হ'লে তোমরাও মৃত্যুবরণ কর (মৃত্যুকে শ্রেয় মনে কর) *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৮; ছহীহাহ হা/১৭৮১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে কিছু পাকা ও কিছু তাযা খেজুর দেওয়া হ'ল। তারা ভালো খেজুরগুলো খেয়ে ফেললেন। যখন কেবল আটি ও মূল্যহীন বস্তুগুলো পড়ে রইল তখন তিনি বললেন, তোমরা জানো এগুলো কি? তোমাদের ভালোরা ক্রমান্বয়ে চলে যাবে। কেবল বাকী থাকবে তারা যারা এগুলোর (আঁটির) মত মূল্যহীন *(হাকেম হা/৮৩৩৬; ছহীহাহ হা/১৭৮১)*। এরূপ ঘটনা ঘটবে ঈসা (আঃ)-এর দুনিয়া থেকে প্রস্থানের পর। পরিস্থিতি এমন হবে যে 'আল্লাহ' বলার মত কোন লোক থাকবে না। আর তখনই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে *(মুসলিম হা/১৪৮; মিশকাত হা/৫৫১৬; ফায়যুল ক্বাদীর হা/৩২৭৭-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (২০/১০০) : মুসনাদ আহমাদ ২৫০৮৭ নং হাদীছে বলা হয়েছে যে, নারীরা বিবাহের ব্যাপারে একক অধিকার রাখে। এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-আতীকুল ইসলাম, ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : হাদীছটির অনুবাদ হ'ল, বুরাইদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক যুবতী নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমার পিতা তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য আমাকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিষয়টি মেয়েটির এখতিয়ারে ছেড়ে দেন। মেয়েটি বলল, আমার পিতা যা করেছেন তা আমি বহাল রাখলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েরা জেনে নিক যে, বিবাহের ব্যাপারে পিতাদের কোন একক এখতিয়ার নেই *(আহমাদ হা/২৫০৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৪; দারাকুৎনী হা/৩৬০১; তারাজু'আতে আলবানী হা/১১৪; সনদ ছহীহ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা একক ক্ষমতাবলে বিবাহ দেবেন না। বরং মেয়ের অনুমতি নিয়ে বিবাহ দিবেন। অন্য হাদীছে এসেছে, যে মেয়ে তার অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩১)*। উভয় হাদীছের সমন্বয় এই যে, সাবালিকা মেয়ের সম্মতি সাপেক্ষে পিতা তার বিবাহ চূড়ান্ত করবেন। মেয়ের অসম্মতিতে বিয়ে সিদ্ধ হবে না।

প্রশ্ন (২১/১০১) : আযরাঈল মারা যাবেন কি? তার জান কবয করবে কে?

-মহীদুল ইসলাম, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : আযরাঈলও মারা যাবেন। কেননা আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল *(ক্বাছাছ ২৮/৮৮; রহমান ৫৫/২৬-২৭)*। আল্লাহ বলেন, '..এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন সকলে দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে' *(যুমার ৩৯/৬৮)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আসমান ও যমীনবাসী সকলে মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর সবশেষে মালাকুল মাউত মারা যাবেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ বাকী থাকবেন, যিনি চিরঞ্জীব *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা যুমার ৬৮ আয়াত)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, সমস্ত সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করবে, এমনকি ফেরেশতারাও। অবশেষে মালাকুল মাউতও *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২৫৯, ১৬/৩৪)*।

প্রশ্ন (২২/১০২) : স্ত্রীর নামের শেষে স্বামীর নাম লাগানো যাবে কি?

-নাসীম মণ্ডল, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : স্ত্রীর নামের শেষে স্বামীর নাম যোগ করার কোন প্রমাণ শরী'আতে নেই। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ বা কোন মহিলা ছাহাবী নিজেদের নামের সাথে স্বামীর নাম যোগ করেছেন বলে জানা যায় না। অনুরূপভাবে ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন প্রচলন দেখা যায় না। বরং আধুনিককালে এটি অনৈসলামী সংস্কৃতি থেকে আগত, যা পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : নবজাতকের মাথা না কামিয়ে অনুমান করে তার চুল পরিমাণ রূপা ছাদাকা করলে বৈধ হবে কি?

-আফীফা, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর : ওযরবশত জায়েয হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৬/১০৭)*। তবে সুন্নাত হ'ল জন্মের সপ্তম দিনে নাম রেখে আকীকা করা এবং মাথা মণ্ডন করে চুলের ওযনে রূপা বা তার পরিমাণ অর্থ ছাদাকা করা *(তিরমিযী হা/১৫১৯; মিশকাত হা/৪১৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৬০)*।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : আমার ছোটবোন একজন মহিলার দুধ পান করেছিল। এক্ষণে আমি সেই মহিলার ছেলেকে বিবাহ করতে পারবো কি? কারণ আমিতো দুধ পান করিনি।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এই বিবাহে কোন বাধা নেই। কেননা দুধপানের মাধ্যমে কেবল দুধপানকারী তার দুধ মাতার পরিবারের জন্য হারাম সাব্যস্ত হয়, দুধ পানকারীর অন্য ভাই-বোনেরা নয় *(বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/২৬৪৫-এর আলোচনা; মিশকাত হা/৩১৬১-এর ব্যাখ্যা, মিরক্বাত; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/৩৩)*।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : গ্রন্থ রচনা করে তা কোন ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করা যাবে কি?

-আহমাদুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : নিজের দৈহিক আমল অন্যকে দেওয়া যায় না। কেননা কর্ম যার পুরষ্কার তারই *(নাজম ৫৩/৩৯)*। সুতরাং বই লিখে কারও উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার অর্থ যদি তার ছওয়াব পৌঁছানো হয়, তবে তা বিদ'আত হবে। সালাফে ছালেহীন থেকে এমন কোন আমল পাওয়া যায় না। আর যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় স্রেফ কারু প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তবে তা মৌলিকভাবে জায়েয হ'লেও পরিত্যাগ করাই উত্তম। কেননা এটা পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণমাত্র।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : লিখিতভাবে তালাক দেয়ার কোন সরাসরি দলীল হাদীছে আছে কি? যদি না থাকে তাহ'লে এভাবে তালাক দেয়া বৈধ হবার কারণ কি?

-আব্দুল্লাহ সাজিদ, ঢাকা।

উত্তর : মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হ'ল লেখা। কুরআনে ঋণদানের ব্যাপারে উভয় পক্ষে লিখিত প্রমাণ রাখার কথা বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*। সুতরাং কেউ যদি স্ত্রীর নিকট স্থির সংকল্পে লিখিত তালাকনামা পাঠিয়ে দেয় এবং তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়, তাহ'লে তালাক হয়ে যাবে। আর এক্ষেত্রে তিন তুহরে তিন তালাক দিতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২২৮-২৯; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৪৮৬)*। এক মজলিসে তিন তালাক নয়। দিলে সেটি এক তালাক রাজঈ হবে *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/২৩৮ ৭; ইরওয়া ৭/১৪৪ পৃ.; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : তালাকে মু'আল্লাক্ব বা শর্ত সাপেক্ষে তালাক দিলে তা গ্রহণীয় হবে কি?

-নযরুল ইসলাম, বরগুনা।

উত্তর : শর্ত সাপেক্ষে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার পিতার বাড়ি গেলে তালাক হয়ে যাবে। অতঃপর সে যদি পিতার বাড়ি যায় তাহ'লে তালাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে তুমি আগামী মাসের অমুক তারিখে তালাক, তাহ'লে উক্ত মাসের নির্দিষ্ট দিনে তালাক হয়ে যাবে। তবে এর মধ্যে তালাকদাতা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে তালাক সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। আর তা হ'ল, আল্লাহ বলেন, 'কসম ভঙ্গের জন্য তোমরা দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করবে যা তোমরা সাধারণতঃ খেয়ে থাক, অথবা তাদেরকে অনুরূপ মানের পোষাক প্রদান করবে অথবা একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করে দিবে। এগুলির কোনটা না পারলে একটানা তিনদিন ছিয়াম পালন করবে' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য তালাকের নিয়ত ছাড়া এরূপ কথা বলে, তাহ'লে তালাক পতিত হবে না। বরং তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৩/৪৬; আশ শারহুল মুমতে' ১৩/১২৭)*। সমাজে বর্তমানে তালাক নিয়ে বাড়াবাড়ি চলছে। এগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : হায়েয অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া বা স্পর্শ করা যাবে কি?

-মাহবুবুর রশীদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : হায়েযা নারী বা জুনুবী ব্যক্তি লাশকে গোসল করাতে পারে। কারণ তারা মৌলিকভাবে পবিত্র *(ইবনু হাজার হায়তামী, তুহফাতুল মুহতাজ ৩/১৮৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৩৬৯)*। যেমন হজ্জের সময় নাপাক হ'লে রাসূল (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশাকে বলেন তুমি তাওয়াফ ও ছালাত ব্যতীত সবই করতে পার *(বুখারী হা/৩০৫; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৭২)*।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : আমার তিন মেয়ে, স্ত্রী ও ভাই আছে। আমি যদি এখন মারা যাই তাহ'লে কে কতটুকু অংশ পাবে?

-আফফান
রসূলপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় তিন মেয়ে পাবে দুই-তৃতীয়াংশ ও স্ত্রী পাবেন এক-অষ্টমাংশ *(নিসা ৪/১২)*। এরপর বাকী অংশ 'আছাবা' হিসাবে ভাই পাবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সুনির্দিষ্ট অংশের হকদারদের নিকট মীরাছ পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বাকী থাকবে তা মাইয়েতের নিকটতম পুরুষের জন্য' *(বুখারী হা/৬৭৩৭; মুসলিম হা/১৬১৫)*।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : টয়লেটে প্রবেশের দো'আ পাঠের সাথে বিসমিল্লাহ পাঠ করা যাবে কি?

-কুরবান আলী
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : টয়লেটে প্রবেশের দো'আ পাঠের সাথে বিসমিল্লাহ পাঠ করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জিনের দৃষ্টি ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হ'ল, টয়লেটে প্রবেশকালে বিসমিল্লাহ বলা *(ইবনু মাজাহ হা/২৯৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৬১১)*।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : জনৈক ব্যক্তির প্রথমা স্ত্রী 'খোলা'র মাধ্যমে পৃথক হয়ে ৪টি সন্তান সহ বর্তমানে অন্যত্র বিবাহিত জীবন যাপন করছে। ঐ সন্তানদের সাথে পিতার তেমন কোন সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে পিতা পুনরায় বিবাহ করেছেন। কিন্তু সেই সংসারে তার কোন সন্তান নেই। এক্ষণে তিনি মারা গেলে তার সম্পদের মীরাছ বণ্টন হবে কিভাবে?

-হুমায়ূন কবীর
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : এক্ষেত্রে তার পূর্ব স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানেরা 'ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ' হারে পুরো সম্পত্তি পেয়ে যাবে এবং তার বর্তমান স্ত্রী এক-অষ্টমাংশ পাবে *(নিসা ৪/১১-১২)*। কেননা পূর্বতন স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হ'লেও তার সন্তানেরা পিতার সন্তান হিসাবে যথারীতি তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : আমি একটি প্রতিষ্ঠানে মাল সরবরাহ করি। উক্ত প্রতিষ্ঠানে আমার ত্রিশ লাখ টাকা বকেয়া রয়েছে। এখন উক্ত টাকা উঠাতে বখশিশ প্রদান করা আবশ্যক। এ অবস্থায় আমার করণীয় কি?

-সাজিদ, ঢাকা।

উত্তর : বখশিশ তথা ঘুষ আদান-প্রদান কবীরা গুনাহ। এদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হয় *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। তবে নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের স্বার্থে বাধ্যগত অবস্থায় জায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার নিকট কেউ কিছু চাইলে আমি তাকে দেই। আর তা নিয়ে সে হারাম কাজে লিপ্ত হয়। অথচ তা তাদের জন্য জাহান্নাম। ওমর (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আপনি তাদের দেবেন কেন? তিনি বললেন, তারা না পেলে যাবে না (এজন্য দেই)। আর আল্লাহ কৃপণতাকে অপসন্দ করেন *(আহমাদ হা/১১১৩৯; ছহীহুত তারগীব হা/৮৪৪)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হাবশায় পলায়নকালে সন্ত্রাসীরা তাকে আটক করলে তিনি তাদেরকে দুই দিরহাম উপহার দেন। তাতে তারা তাকে ছেড়ে দেয় *(বায়হাক্বী হা/২০২৬৯, ১০/২১ পৃ.; ইবনু আবী শায়বাহ হা/২২৪২৪)*। উক্ত হাদীছদ্বয়ের উপর ভিত্তি করে ইবনু তায়মিয়াহ, সুবকী, সুয়ূত্বী, যারকাশী প্রমুখ বিদ্বান বলেছেন, এরূপ বাধ্যগত অবস্থায় বখশিশ দেওয়া যাবে। আর এক্ষেত্রে ঘুষগ্রহীতা চরম গুনাহগার হবে, ঘুষদাতা নয় *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/২৫২, ৩১/২৭৮; ফাতাওয়া সুবকী ১/২০৪; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের ১৫০ পৃ: আল-মাওসূআতুল ফিক্বহিয়া ৬/১৬৫-১৬৭)*।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : ক্বিয়ামতের পূর্বে শিঙ্গায় কে ফুঁক দিবেন। ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডা. আব্দুল হান্নান
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : শিঙ্গায় কে ফুঁক দিবেন মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে কিছু যঈফ হাদীছে ইস্রাফীল (আঃ)-এর নাম উল্লেখ আছে *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৯২৮৩ ও অন্যান্য)*। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। তবে তিনি ইস্রাফীল (আঃ)-এর নাম প্রসিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিকে উল্লেখ করে হুলায়মীর বরাতে বলেন, তিনি যে ইস্রাফীল (আঃ) এ ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে *(ফাৎহুল বারী ১১/৩৬৮ ব্যাখ্যা)*। কুরতুবী বলেন, সঠিক মত হ'ল শিঙ্গা হবে নূরের, যাতে ইস্রাফীল (আঃ) ফুঁক দেবেন। তিনি আরো দাবী করেন যে, এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে *(তাফসীর কুরতুবী ১৩/২৩৯, আন'আম ৭৩ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, বিশুদ্ধ বক্তব্য হ'ল 'ছূর' দ্বারা উদ্দেশ্য শিঙ্গা, যাতে ইস্রাফীল (আঃ) ফুঁক দিবেন *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ৩/২৮১, আন'আম ৭৩ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। ত্বারাণী আওসাত্বে বর্ণিত হাদীছে যাতে ইস্রাফীল (আঃ)-এর নাম উল্লেখ রয়েছে, তার সনদকে হায়ছামী ও মুনযিরী 'হাসান' বলেছেন *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮৩১০; সুয়ূতী, জামে'উল কাবীর হা/১১১; আলবানী, যঈফুত তারগীব হা/২০৮২)*। হাফেয ইরাকী এহইয়াউল উলূমে বর্ণিত হাদীছের সনদকে 'জাইয়েদ' (ভাল) বলেছেন *(তাখরীজু আহাদীছি এহইয়াই উলূমিদ্দীন হা/৪৪৫১)*। এক্ষণে যেহেতু সনদের পক্ষে-বিপক্ষে মত রয়েছে, সেহেতু এক্ষেত্রে নিরাপদ পন্থা হ'ল একথা বলা যে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন 'মালাকুছ ছূর' অর্থাৎ এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা। যেমন আমরা 'আযরাইল' না বলে 'মালাকুল মাউত' বা মৃত্যুর ফেরেশতা বলে থাকি।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : মহিলাগণ গৃহাভ্যন্তরে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে সরবে তেলাওয়াত করতে পারবেন কি?

-মামূন, পাবনা।

উত্তর : পারবেন। কেননা যে সকল ছালাতে পুরুষগণ সরবে ক্বিরাআত করেন, মহিলাগণও সেই সকল ছালাতে সরবে তেলাওয়াত করবেন। এ বিধান নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে সমান *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী, ৩/৩৮. নববী, আল মাজমূ ৩/৩৯০)*।

Contents

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : পাত্রের পিতা-মাতা উভয়ে মৃত। অভিভাবক হওয়ার মত কেউ নেই। এক্ষণে পাত্রীর পিতা-মাতার সম্মতি ও ব্যবস্থাপনায় বিবাহ সম্পন্ন করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : বিবাহের জন্য পাত্রের অভিভাবক থাকা শর্ত নয়, যদিও পাত্রের পিতা-মাতার সম্মতি থাকা উত্তম। কিন্তু পাত্রীর অভিভাবকের সম্মতি থাকা অপরিহার্য *(আবুদাঊদ হা/২০৮৫; মিশকাত হা/৩১৩০; ছহীহুল জামে' হা/২৭০৯)*। সুতরাং প্রশ্নমতে পাত্রীর পিতার ব্যবস্থাপনায় উক্ত বিবাহে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : বিড়াল কিছু অংশ ভক্ষণ করলে বাকী খাবার খাওয়া জায়েয হবে কি?

-আবু জা'ফর
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর : বিড়ালের মুখ দেওয়া খাবার খাওয়া যেতে পারে। কারণ বিড়ালের লালা অপবিত্র নয়। অতএব কারো রুচি হ'লে খেতে পারে *(আবুদাঊদ হা/৭৫; মিশকাত হা৪৮৩; ছহীহুল জামে হা/২৪৩৭; আল-মুগনী ১/৭০)*।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : আমি সঊদী প্রবাসী। কাজের চাপে আমি কোনদিন জুম'আর ছালাত আদায় করতে পারি না। আমার জন্য করণীয় কি?

-ইব্রাহীম খলীল মুনশী, নাজরান, সঊদী আরব।

উত্তর : জুম'আর ছালাত আদায় করা প্রত্যেক সক্ষম পুরুষের জন্য ওয়াজিব *(আবুদাঊদ হা/১০৬৯, ১৯১৫; ছহীহুল জামে' হা/৩১১১)*। অতএব কাজের অজুহাতে তা পরিত্যাগ করার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে জুম'আর দিন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ' *(জুম'আ ৬২/৯)*। এক্ষণে উক্ত প্রতিষ্ঠানে জুম'আর ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা না থাকলে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করবে। অনুমতি না পেলে অন্যত্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে সাথে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যরূরী কারণ ছাড়াই পর পর তিন জুম'আ পরিত্যাগ করল, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন *(ইবনু মাজাহ হা/১১২৬; ছহীহুত তারগীব হা/৭২৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : 'লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইলা বিলা-হ' ৯৯টি রোগের ঔষধ। যার সর্বনিম্ন হ'ল দুশ্চিন্তা। উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-মিনহাজ পারভেয
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল ও মুনকার *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৫৪১; যঈফাহ হা/৩২৬১)*। এছাড়াও অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, উক্ত দো'আটি সত্তুরটি মহা বিপদ থেকে রক্ষাকারী যার সর্বনিম্ন হ'ল দরিদ্রতা *(তিরমিযী হা/৩৬০১; যঈফাহ হা/৬৬২২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। তবে উক্ত দো'আটি পাঠের ফযীলতে অন্যান্য ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বায়েসকে বললেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দেব না? তিনি বললেন, অবশ্যই দিবেন হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন, সেটা হ'ল *লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইলা বিলা-হ* 'নেই কোন শক্তি, নেই কোন ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত' *(বুখারী হা/৭৩৮৬; মুসলিম হা/২৭০৪; মিশকাত হা/২৩৬০৩)*।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : আমি বিদ্যুৎ বিভাগের সরকারী কর্মকর্তা। বিদ্যুতের মিটার নিতে আসা লোকদের আমরা সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে থাকি। এর জন্য কখনো ঘুষ নেই না। কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন গ্রাহক খুশী হয়ে টাকা দিয়ে যায়। এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-সেলিম হাসান চৌধুরী
পিডিবি অফিস, নতুন বাজার, বরিশাল।

উত্তর : উক্ত অর্থ ঘুষ হিসাবেই গণ্য হবে। কেননা কর্মকর্তা না হয়ে বাড়িতে বসে থাকলে উক্ত টাকা গ্রাহকেরা দিয়ে যেত না। রাসূল (ছাঃ) ইবনুল লুৎবাহকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করলে সে এসে বলল যে, এগুলি যাকাত এবং এগুলি আমাকে দেওয়া হাদিয়া। এ ঘটনা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কর্মচারীদের কি হ'ল যে তারা এরূপ বলছে? সে তার পিতা-মাতার বাড়িতে বসে থেকে দেখুক, কে তাকে হাদিয়া দেয়? যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! যা কিছুই সে গ্রহণ করবে ক্বিয়ামতের দিন তা কাঁধে নিয়ে সে হাযির হবে' *(বুখারী হা/২৫৯৭; মুসলিম হা/৮৪৪৩; মিশকাত হা/১৭৭৯)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণ করা আত্মসাৎ স্বরূপ' *(আহমাদ হা/২৩৬০১; ছহীহুল জামে' হা/৭০২১)*।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : ক্রোধবশতঃ পৃথক জায়গায় ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে কি? মদীনার 'মসজিদে যেরার' ওয়াক্তিয়া ছিল, না জামে মসজিদ ছিল?

-আব্দুর রহমান
পিরুজালী, গাযীপুর।

উত্তর : একই সমাজে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে যদি নতুন মসজিদ তৈরী করা হয় এবং এর দ্বারা মুমিন সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি ও ক্ষতি করা উদ্দেশ্য হয়, তবে উক্ত মসজিদ 'মসজিদে যেরার' বা 'ক্ষতিকর মসজিদ' হিসাবে গণ্য হবে। কেননা এরূপ মসজিদ তৈরীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না এবং তা তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ১০৭ আয়াত; আলবানী, আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব, পৃঃ ৩৯৮)*। আল্লাহ বলেন, 'যারা মসজিদ নির্মাণ করে ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে, যিদ ও কুফরীর তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধকারীদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য। অথচ তারা কসম করে বলে যে, কল্যাণ ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা করি না। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই

www.at-tahreek.com

মিথ্যাবাদী' *(তওবা ৯/১০৭)*।

সুতরাং স্রেফ যিদ ও ক্রোধবশতঃ নতুন মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবেনা। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ক্ষতির উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজন ব্যতীত দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না' *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৪৯)*। ক্বাসেমী বলেন, 'মসজিদে যেরার কোন মসজিদ নয়। এর কোন বিধান নেই, সম্মান নেই ও তাতে কোন দান করা যাবে না। আব্বাসীয় খলীফা রাযী বিল্লাহ (৩২২-৩২৯ হি.) এই ধরনের বহু মসজিদ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন *(তাফসীরে ক্বাসেমী ৫/৫০৫-৫০৬ পৃ.)*। কুরতুবী বলেন, মসজিদের পাশে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ জায়েয নয়। কেউ নির্মাণ করলে তাতে বাধা দেওয়া ও ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব হবে, যাতে মুছল্লীরা প্রথম মসজিদে ফিরে যায়। তবে মসজিদে মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হ'লে সকলের সম্মতিক্রমে দ্বিতীয় মসজিদ নির্মাণে বাধা নেই *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা তওবা ১০৭ আয়াত, ৮/২৫৪ পৃ.; আলবানী, আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব ৩৯৮ পৃ.)*।

অতএব তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদের বিপরীতে মসজিদ নামক স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং সবাইকে পুরাতন মসজিদে ফিরে আসতে হবে। তবে যদি মহল্লা পৃথক হয় ও মসজিদ বিভক্ত করার উদ্দেশ্য না থাকে এবং উভয় মসজিদের মাঝে যুক্তিসঙ্গত দূরত্ব ও ব্যবধান থাকে, তাহ'লে সকলের সম্মতি সাপেক্ষে নতুন মসজিদ নির্মিত হ'তে পারে *(তিরমিযী হা/৫৯৪; মিশকাত হা/৭১৭; মির'আত হা/৭২২-এর ব্যাখ্যা)*। অনুরূপভাবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার কারণে বিদ'আতীরা যদি বের করে দেয় এবং সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও আপোষের কোন পথ না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সম্ভবপর দূরত্বে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

রাসূল (ছাঃ)-এর সময় ৯ম হিজরীতে মুনাফিকরা যে মসজিদ নির্মাণ করেছিল, সেটি ওয়াক্তিয়া ছিল বলে অনুমিত হয়। কারণ তার অনতিদূরেই ১ম হিজরীতে নির্মিত 'মসজিদে ক্বোবা' মওজূদ ছিল। মুনাফিকদের নির্মিত মসজিদ নামক উক্ত স্থাপনাটি আল্লাহ্র হুকুমে রাসূল (ছাঃ) পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেন। যার ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর নওদাপাড়া, রাজশাহীর পরিবর্তিত ভর্তি তারিখ নিম্নরূপ:

* ভর্তি পরীক্ষা ৫ই জানুয়ারী ২০১৯ইং
* ক্লাশ শুরু ৮ই জানুয়ারী ২০১৯ইং

বিস্তারিত শেষ প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টি আকর্ষণ

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত **সাপ্তাহিক আরাফাত-এর ১৯৫৭ থেকে ১৯৯০** পর্যন্ত পুরাতন সংখ্যাসমূহ সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। যা স্ক্যান করে অনলাইনে সংরক্ষণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। কারো নিকটে উল্লেখিত কোন সংখ্যা থাকলে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হ'ল।

যোগাযোগের ঠিকানা

গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
মোবাইল : ০১৭১৬-০৩৪৬২৫, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী

(বালক ও বালিকা শাখা)

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহু

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীতে ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেকারণ যরূরী ভিত্তিতে বালিকা শাখায় একটি পাঁচতলা আবাসিক বিল্ডিং ও বালক শাখায় একটি পাঁচতলা স্টাফ কোয়ার্টার প্রয়োজন। যার প্রতিটির জন্য কমপক্ষে পাঁচ কোটি টাকা আবশ্যক। একইভাবে মারকাযের বড় মসজিদটি ভেঙ্গে নতুনভাবে পাঁচতলা করার জন্য কমপক্ষে চার কোটি টাকা প্রয়োজন।

এজন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ করতে ইচ্ছুক ভাই-বোনদের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।-

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২, ডাচ বাংলা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭২।

সার্বিক যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭, ০১৭১৫-০০২৩৮০।